

সুন্নাতে নববীর মূর্ত প্রতীক
মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী
শায়খে ফুলবাড়ী রহ.



শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন সিলেট

সুন্নাতে নববীর মূর্ত প্রতীক
মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী রাহ.

সম্পাদনায়
প্রফেসর এ.এইচ আল্ মাহমুদ
মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

সুন্নাতে নববীর মূর্ত প্রতীক মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী রাহ.

প্রকাশনায়

শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের
পক্ষে : হাম্মাদ আহমদ চৌধুরী

সহযোগিতায়

মুফতী মাওলানা নোমান সিদ্দিক
মাওলানা শেখ ইয়াহইয়া ইবনে শায়খ ইউনুছ আলী রায়গড়ী (রহ.)
আলহাজ্ব মাখন আলী (ইউ.কে)
প্রফেসর এবাদুর রহমান
মাওলানা মুনিরুল ইসলাম
আলহাজ্ব আয়ায আহমদ

অনুপ্রেরণায়

আলহাজ্ব গৌছ আলী (ইউ.কে)
হাফিয় ওলীউর রহমান
এমদাদুল আমীন চৌধুরী
মোহাম্মদ এনামুল হক
দিলওয়ার আহমদ চৌধুরী

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মাওলানা হাসসান আহমদ চৌধুরী ইবনে শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.)
ইমাম ও খতিব, শাহজালাল জামে মসজিদ চ্যাণ্টার, ইউ.কে

প্রকাশকাল

জুন ২০০৮ ইংরেজী আষাঢ় ১৪১৫ বাংলা জমাদিউস সানী ১৪২৯ হিজরী

মুদ্রণে

আল-মদিনা অফসেট প্রেস
১৭ পৌরবিপনী কেন্দ্র, সিলেট।
মোবাইল ০১৭১২ ৮১২৭১৫

মূল্যঃ ৯০/= (নব্বই টাকা মাত্র)।

| | |
|---|----|
| হযরত শায়খের খুশ খুশুওয়ালা নামায ওহীউল্লাহ খান | ৬৮ |
| তার হৃদয় ছিল ইখলাস ও ইলমের আলোকে উদ্ভাসিত মাওলানা শায়খ সিরাজুদ্দীন বড়দেশী | ৬৯ |
| খোদা প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও মেধাময় এক ব্যক্তিত্বের কথা আলহাজ্ব সাজ্জাদুর রহমান | ৭১ |
| হযরত শায়খের বংশীয় ও পারিবারিক ঐতিহ্য এস এম হাসান | ৭২ |
| ‘ফুলবাড়ী ছাব’ হযরত মাওঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী (রঃ) মোঃ আব্দুল করীম | ৭৬ |
| HAZRAT MAULANA ABDUL MATIN CHOWDHURY ABDUR RAHMAN CHOWDHURY | ৭৮ |
| হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রহঃ)- এর খলিফাবৃন্দ মাওঃ হাসসান আহমদ চৌধুরী | ৮২ |
| হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রহঃ)-এর খেলাফত পত্র আলহাজ্ব শায়খ সৈয়দ মোস্তফা আহমদ | ৮৪ |
| শায়খের কয়েকটি কারামত মিসবাহ আহমদ চৌধুরী | ৮৬ |
| তার সান্নিধ্যে আমার কিছুদিনের উপলব্ধি হাফিজ ফয়জুর রহমান | ৮৮ |
| উলুমে নববীর উজ্জ্বল নক্সা আব্দুমা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী (রহঃ) ৯১ মাওলানা শাহ মাস্কুর রশিদ | ৯৩ |
| রজব চাঁদের ২২ তারিখে রায়হানা বেগম চৌধুরী | ৯৪ |
| তুমি আছো আজও | ৯৪ |
| প্রভাষক বুশরা আক্তার | |
| বায়আত, শায়খে ফুলবাড়ী (রহঃ) এর লিখিত উর্দু প্রবন্ধ | ৯৫ |

মাসিক মদীনা সম্পাদক, রাবেতায় আলমে ইসলামীর নির্বাহী
সদস্য, বিশ্ব নন্দিত ইসলামী চিন্তাবিদ
আল্লামা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের-

বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আশান্বিত হয়েছি যে, শায়খে ফুলবাড়ী
(রহ.) এর আদর্শ ও চিন্তাধারার উপর এক অনবদ্য জীবনী গ্রন্থ
প্রকাশ হচ্ছে। শায়খে ফুলবাড়ী স্মরণ কালের একজন বরণীয়
ব্যক্তিত্ব। যার অবাধ বিচরণ রয়েছে মানব কল্যাণের প্রতিটি স্তরে।
বিশেষ করে আধ্যাত্মিকতার বিশাল ময়দানে তিনি ছিলেন এক
অনুপম ব্যক্তিত্ব। শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী
রহ. এর অত্যন্ত প্রিয় খলিফা ও শিষ্য শায়খে ফুলবাড়ীর সঙ্গে আমার
খুবই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল।

হযরতের জীবনী মূলক কোন গ্রন্থ আজ দীর্ঘ এক যুগেরও
অধিক কালে প্রকাশিত হয়নি যদিও খুব অনুতাপের বিষয়। কিন্তু
তাঁরই স্নেহধন্য একদল লেখক এ শ্রমসাধ্য কাজ আঞ্জাম দিয়ে সে
অভাব পূরণ করে আমাদের জ্ঞানসম্ভারে নতুন মাত্রার সংযোজন
করেছেন।

বইয়ের বহুল প্রচার কামনা করি।



মুহিউদ্দীন খান

সাবেক বিডিআর মহা পরিচালক মেজর জেনারেল (অব.)

এজাজ আহমদ চৌধুরীর মূল্যবান

বাণী

বাংলাদেশের খ্যাতিমান আলেমে দীন, সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুয়ুর্গ মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী (রাহ.) এর জীবনীমূলক একখানা গ্রন্থ প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। ইসলাম ও জাতির স্বার্থে এই মনীষী সম্বন্ধে বিস্তার লেখালেখির প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর কর্মময় অনুপম জীবন আমাদের জন্য অনুসরণীয়। ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ এই ব্যক্তিত্ব আজীবন ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার প্রসারে দেশের আনাচে কানাচে অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা ও মন্ডব প্রতিষ্ঠা করেছেন। একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হওয়ার সাথে সাথে তিনি ছিলেন নিস্বার্থ সমাজসেবী, অসহায় ও অবহেলিত মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। ছাত্র জীবন থেকেই মেধাবী হিসেবে খ্যাত এই ব্যক্তিত্ব গোটা জীবন স্বীয় মেধা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা মোকাবেলা করেছেন সর্ব প্রকার অন্যায় অত্যাচার ও যুলুম নিপীড়নের বিরুদ্ধে। এজন্য তাঁকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। এই মনীষী ছিলেন আমার শ্রদ্ধাভাজন মামা। আজীবন তাঁর কাছ থেকে পিতৃ তুল্য স্নেহ পেয়েছি। আমাদের শিক্ষা জীবনে পরিক্ষায় ভাল রেজাল্ট পেয়ে যখন তাঁকে সংবাদ দিতাম তখন অত্যন্ত খুশী হতেন, খুবই আন্তরিকতার সহিত উৎসাহ দিতেন। দেশ প্রেমিক এই প্রজ্ঞাবান আলেমের কর্ম সাধনা বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা একান্ত আবশ্যিক।

দেৱীতে হলেও যারা ব্যাপক প্রচেষ্টা ও গবেষণার মাধ্যমে আমাদেরকে এ গ্রন্থটি উপহার দিয়েছেন, তারা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। বিশেষ করে এই মহতী উদ্যোগ সফলভাবে আনজাম দিতে স্নেহের ভাগ্নে সৈয়দ মাহমুদুল হাসান প্রবল স্পৃহাবদ্ধ মনে যে নিরন্তর শ্রম দিয়েছে এজন্য তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

দোয়া করি আল্লাহপাক যেন তাদের এই আয়োজন কবুল করেন এবং আমাদের সবাইকে শায়খে ফুলবাড়ীর মত আউলিয়ায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণের তাওফিক দান করেন। আমীন।

এজাজ আহমদ চৌধুরী

০৯-০৬-০৮ইং

সম্পাদকীয়

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহু তা'আলার। যিনি বিশ্বের প্রভু সকলের প্রতিপালক, যিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা মহিমান্বিত করেছেন মানব সম্প্রদায়কে। অসংখ্য সালাত ও সালাম পাঠ করছি রাসূলে পাক (সা:) এর উপর যিনি উলামায়ে কেরামকে তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন, সাথে সাথে সালাত ও সালাম পাঠ করছি তাঁর পরিবার বর্গ এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর।

পূর্ববর্তীদের ঐতিহাসিক জীবনী পরবর্তী প্রজন্মদের চলার পথের পাথর। একথা স্বতঃ সিদ্ধ সত্য যে, একমাত্র মুসলিম জাতিই তাদের পূর্বসূরী ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ত্যাগী, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুফতি, ইমাম, দার্শনিক ও সংস্কারক ব্যক্তিদের জীবনী সংকলন করে পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষা ও প্রেরণার উৎস হিসেবে রেখে যাওয়ার আদর্শ স্থাপন করেছে। সেই প্রচেষ্টা অদ্যাবধি বহমান আছে। শায়খুল ইসলাম সাযি়দ হোসাইন আহমদ মাদানী (র:) এর অন্যতম শিষ্য ও খলীফা, ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রপথিক, কৃষক শ্রমিকসহ সর্ব শ্রেণীর অধিকারহারা বঞ্চিত মানুষের মানবিক ও সামাজিক অধিকার ও মূল্যবোধ উদ্ধারে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিত্ব, দেশ ও জাতির তরে জেল-জুলুম হুঁলিয়াসহ অনেক নির্যাতন ভোগকারী, ঐতিহ্যবাহী ঢাকাদক্ষিণ দারুল উলুম হুসাইনিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা আব্বাস আলী মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) এর বর্তমান এই জীবনী সংকলনসেই ঐতিহাসিক বহমান প্রচেষ্টার একটি অংশ। বহুগুণের সম্ভার আব্বাস শায়খে ফুলবাড়ী সিলেটের এক ঐতিহ্যবাহী বংশের সন্তান। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও সিলেটের কৃতিসন্তান অধ্যাপক মরহুম দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সাহেব বলেন “এ বংশের সংগে সিলেটের ইতিহাসের ও যোগ রয়েছে। তাদের পূর্ব পুরুষ মীর হাজারী সিলেটের তদানিন্তন আমিলের দামাদ (জামাতা) ছিলেন। এজন্য তিনি সংগে সংগে সিলেটের রাজনৈতিক উত্থান পতনের সংগে জড়িত হয়ে পড়েন। তাঁর পরবর্তী বংশধরগণ সে সময় থেকেই সিলেটে মুসলিম সমাজে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র রূপে সম্মান লাভ করেছেন। এ বংশের অপর বিশেষত্ব এই যে, এ বংশের শাহ আব্দুল কাদির মরহুম ও শাহ মুহাম্মদ ইসরাঈল প্রমুখ বহু পীর দরবেশ জনমহিগ করে তাবলীগের কাজ সম্পাদন করেছেন”।

পীরে কামিল আব্বাস শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) এর কর্মময় জীবনের উপর আলোকপাত করে লিখা প্রবন্ধরাজি নিয়ে প্রকাশিত এই সংকলনকে একটি নিয়মিত পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ বলা না গেলে ও সুহৃদ পাঠক যে, এর মাধ্যমে হযরত শায়খের সংক্ষিপ্ত জীবন, ব্যক্তিত্ব, কৃতিত্ব ও অবদান সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ ধারণা লাভ করতে পারবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। ভবিষ্যতে তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণার ব্যাপারে আমাদের এই উদ্যোগটি হবে মাইল ফলক, একথা নির্দিধায় বলা যায়।

যে সব শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব তাদের লেখা দিয়ে সংকলনটিকে করেছেন সমৃদ্ধ, আমরা এ মুহূর্তে তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। দেশ, জাতি ও ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ এই ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্মের উপর আমরা বৃহৎ কলেবরে একটি গ্রন্থ প্রকাশের প্রচেষ্টায় আছি। উক্ত মহতী কাজে হযরত শায়খের মুরীদ মুতাআল্লীক, মুহতারাম খলীফাব্দ, আত্মীয় স্বজন ও সূধী মহলের সহযোগিতা ও আন্তরিক পরামর্শ কামনা করি।

হজরত শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

প্রফেসর এ.এইচ আল্‌ মাহমুদ

উপমহাদেশে বিগত শতকে যে কয়েকজন মুসলিম মনীষী ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণ, মাদ্রাসা-মসজিদ প্রতিষ্ঠা, নিরলস জ্ঞান চর্চা, জন সেবা, সমাজ সংস্কার ও ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দানের ফলে নস্রতের ন্যায় আলোর বিকীরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে হজরত মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী (রাহ.) এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আলেম কুতবে আলম হজরত মাওলানা সাযিদ্ হোসাইন আহমাদ মাদানীর (রহ.) একান্ত স্নেহভাজন ছাত্র ও অন্যতম খলিফা ছিলেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী (রাহ.) সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলাধীন ফুলবাড়ী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে ১৯১৫ ইংরেজীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় সাতশত বছর আগে শাইখ আব্দুল মতিন চৌধুরীর পূর্বপুরুষ মীর হাজারা ওয়ালিকুল শিরমিন হযরত শাহজালালের সমকালে ইরান থেকে ভারতের দিল্লী অতঃপর সিলেট আসেন। তারপর রুমতমপুর হয়ে ফুলবাড়ী গ্রামে আগমন করেন। তাঁর বংশের শেকড় মক্কাতুল মুকাররামার প্রসিদ্ধ কুরায়েশ বংশের সাথে সংযুক্ত। তাঁর পিতার নাম রেজওয়ান উদ্দীন চৌধুরী ও মাতার নাম খয়রুননেছা চৌধুরী ছবি বিবি। তিন ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। চার বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁর বয়স যখন আট তখন পিতাও ইহধাম ত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁর লালন-পালন ন্যাস্ত হয় বড় বোন নযীরুননেছা চৌধুরীর উপর। বোনের কাছে কিছুদিন থাকার পর রণকেনী তাঁর মামার বাড়ীতে চলে যান।

শিক্ষা জীবন

৬ বৎসর বয়সে ১৯২১ সালে রণকেনী স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। লেখাপড়ায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে গোলাপগঞ্জ এম. সি. একাডেমীতে ভর্তি হন। তিনি যেমন ছিলেন প্রখর ধী-শক্তির অধিকারী, তেমনি ইসলামী স্বভাবসুলভ আচরণের প্রতিও ছিলেন অতীব অনুরক্ত।

মাদানী (রাহ.) এর সান্নিধ্য

একদা ফুলবাড়ীর মাওলানা বশির উদ্দীন সাহেব (রাহ.) কোরআন-হাদীস অধ্যয়ন করছিলেন। ইত্যবসরে তিনি তথায় উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যে ইহা পাঠ করছেন মর্মার্থ কী বুঝতে পারছেন? জবাবে তিনি বলেন, না বুঝলে কী এভাবে চেয়ে থাকব? কথা শুনে তাঁর অম্লান নয়নে বিষন্নতার ছায়া পড়ে এবং তাঁর

হৃদয়ে এমন এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যে সহসা তিনি বলে উঠলেন, আমি এমন এক শিক্ষা গ্রহণ করছি যা দ্বারা শুধু ইহকালেই কল্যাণে আসবে কিন্তু পরকালে কোন উপকারে আসবেনা। সুতরাং আমি এমন শিক্ষা গ্রহণ করব যা উভয় কালেই শান্তি আনবে। সে সুবাদে মাওলানা বশির উদ্দীন সাহেব বলেন, তাহলে আপনি মাদ্রাসায় চলে যান। তখন তিনি বলেন আপনাদের ঐ যে বড় হুজুর অর্থাৎ হজরত মাদানী (রহ.) যিনি সিলেট আগমন করেন, উনার সাথে আমাকে দিয়ে দেন। তখন তিনি গহরপুরের মাওলানা আব্দুল মহব্বির সাহেবের মাধ্যমে হজরত মাদানী (রহ.) এর সাথে তাঁর কথা আলাপ করেন। মাদানী (রহ.) তাঁর পিতৃ পরিচয় ও আগ্রহের কথা জানতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁকে নিয়ে যান।

দারুল উলুম দেওবন্দে একাধারে ৯ বৎসর

শায়খে ফুলবাড়ী শিশুকালে তাঁর মা-বাবাকে হারিয়ে অভিভাবকহীন হয়ে পড়েন একথা সত্য, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এমন এক যোগ্য অভিভাবক ও শিক্ষক পেয়েছিলেন যিনি বিগত শতাব্দির শ্রেষ্ঠ আলিমে দীন, কামিল ইনসান, যিনি গোটা বিশ্বে শায়খুল ইসলাম উপাধিতে খ্যাতিমান।

মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী সাহেব যখন হজরত মাদানীর (রহ.) সান্নিধ্য গ্রহণ করেন তখন এলাকার কিছু লোক বিদ্রোহ করে বলেছিলেন, সে লেখাপড়ায় একটু ভাল ছিল কিন্তু এখন মাদ্রাসায় যেয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। তাদের এ ব্যঙ্গোক্তি তাঁর অন্তরে এমন দাগ কেটেছিল যে কথার স্মৃতিচারণ করে তিনি নিজেই একদিন ব্যক্ত করেছেন তারা যখন আমাকে নিয়ে উপহাস করছিল তখন আমার মনে বেশ আঘাত লাগে, সেদিন থেকেই আমি পণ করেছিলাম তারা যেমন স্কুলে লেখাপড়া করে উচ্চ পর্যায়ের কিছু হবে সুতরাং আমি মাদ্রাসায় যেয়ে লেখাপড়া করে বড় আলেম না হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবনা। বাপকা বেটা যেমন বুলি তেমন কর্ম। সেই ব্যক্তিই একদিন তার বাসভবনে এসে অশ্রুগদগদ কণ্ঠে বলেছিলেন, “ছাব আমরা একদিন আপনাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করেছিলাম। লেখাপড়া করে আমরা বড় আফিসার হয়েছি বটে কিন্তু এখন যদি চাকরি চলে যায় তা হলে আমাদের কি অবস্থা দাঁড়াবে। আর আখেরাতের কথাতো বলারই নেই। কিন্তু আপনি আজ উভয় জাহানের সম্পদে ভূষিত।” মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শৈশবেই পিতৃ-মাতৃহীন হওয়ায় তাঁর জীবন হয়ে উঠে তিমিরাচ্ছন্ন। বিরাট সম্পত্তির মালিক হয়েও তাঁর জীবন হয়ে উঠে দুঃখ কষ্টে। স্কুলে যেতেন কোনদিন দু’টি রুটি খেয়ে এবং স্কুল ছুটির পর অর্ধাহারে দিনাতিপাত করতেন। আবার কোন কোন দিন শুধু সকাল বেলায় দু’টি রুটি খেয়ে সারাটা দিন উপাস কেটেছে। দেওবন্দে দীর্ঘ ৯ বৎসর ধাকাকালীন সময়ে বাড়ী থেকে তাঁর লেখাপড়ার জন্য কোন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়নি কিংবা পত্র যোগাযোগও করা হয়নি। অথচ তিনি যে সম্পত্তির মালিক ছিলেন তা থেকে প্রচুর আয় হত। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও লেখাপড়া করতেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে। কখনও রাতে রাস্তার লাইট পোস্টের নীচে বসে, কখনও কখনও ঘরের ছাদে বসে কিতাব অধ্যয়ন করতেন। তথাপি তিনি ধৈর্যহারা হননি।

প্রচণ্ড মনোবলের উপর ছিলেন তিনি অন্যট অটল। মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী সাহেব ১৯২৮ সালে ১৩ বৎসর বয়সে সপ্তম শ্রেণী হতেই জমিদারী উপেক্ষা করে বিশ্বের ইসলামী শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দে চলে যান। তাঁর দৃঢ়তা, কোমল স্বভাব, সরলতা, অপরিসীম কর্তব্যবোধ, অসীম সাধুতা ও অসাধারণ প্রতিভা প্রভৃতি গুণাবলীর জন্য হজরত মদনী (রহ.) তাঁকে অত্যন্ত রেহ করতেন। রেহ বশেই তিনি তাঁকে স্থায়ী বাসভবনে রেখে দেন। এতই রেহ করতেন যে, তাকে চৌধুরী বলে সম্বোধন করতেন। হজরত মাদানী (রহ.)র কাছে আগত মেহমানরা মনে করতেন উনি তাঁর ছাহেবজাদা। মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী হজরত মাদানীর সংস্পর্শে থেকেই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং দারুল উলুম দেওবন্দে মজুব হতেই ইসলামী শিক্ষা আরম্ভ করেন। ক্রমশ তাঁর জ্ঞান পিপাসা বাড়তে লাগল। এ সময় তিনি হাদীস, তফসীর, ফিকহ (আইনশাস্ত্র) আকাসিদ ও আরবী সাহিত্যের উপর প্রবল পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং একাধারে ৯ বৎসরে টাইটেল সমাপ্ত তথা উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন।

তাফসির শাস্ত্রে উচ্চতর গবেষণা

১৯৩৬ সালে টাইটেল সমাপ্তির পর বিশ্বখ্যাত তাফসীরবিদ মাওলানা আহমদ আলী লাহরী (রহ.) এর নিকট তাফসির শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে থেকে তিনি ইলমে তাফসিরে সুগভীর জ্ঞান অর্জন করেন।

আধ্যাত্মিক সাধনা

তিনি সসম্মানে দক্ষতার সহিত অধ্যয়নের কাজ সমাপনের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক পথে উচ্চস্থরের কামালিয়াত হাছিল করার আগ্রহ নিয়ে হজরত মাদানীর (রহ.) সংস্পর্শে থেকেই সর্ব প্রকার রিয়াযত মোজাহাদা ও মোশাহাদা করতে থাকেন। তাঁর খেদমতে নিয়োজিত থেকে আরও আধ্যাত্মিক ছবক গ্রহণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

উস্হাদবুন্দ

মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ.) এর কাছে মাদ্রাসার অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকসহ হাদিসের শীর্ষ কিতাব বোখারী শরীফের ছবক গ্রহণ করেন। শায়খুল তাফসির আল্লামা আহমদ আলী লাহরীর কাছে তাফসীর শাস্ত্র এবং ইমামে মানতিক আল্লামা ইব্রাহিম বালিয়াভির কাছে মুসলিম শরীফ ও তিরমিযী শরীফ অধ্যয়ন করেন। এভাবে শায়খুল আদব আল্লামা এযায় আলী (রহ.) এবং আল্লামা মুহাম্মদ শফি (রহ.) সহ বিশ্ব বিখ্যাত মুফতি ও হাদিস বিশারদগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

কর্ম জীবন ও খেলাফত লাভ

শাইখে ফুলবাড়ীর সমকালে দিলেট বিভাগ তথা বাংলার আলিম সমাজ প্রধানত ৪টি ধারায় দ্বীনের কাজ সম্পন্ন করতেন। ১ম ধারায় মসজিদ, মন্ডব, মাদরাসা স্থাপনের মাধ্যমে করতেন। ২য় ধারায় পীর আলিমগণ আপন খানকা বা আতানায় বসে মানুষকে মুরিদ বানাতে, ব্যাভ করতেন তাসবিহ ও জিকির আজকারের তালিম দিতেন। ৩য়-ধারায় দ্বীনের তাবলীগের কাজ করতেন। ৪র্থ-ধারায় ইসলামী রাজনীতির মাধ্যমে ইকামতে দ্বীনের কাজ করতেন কিছু সংখ্যক আলিমগণ। শাইখে ফুলবাড়ী (রহঃ) এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি ওই ৪টি ধারার কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন অর্থাৎ একাধারে সবগুলো কাজ নিজে সম্পন্ন করে বাংলার আলিম সমাজের জন্য এক অনন্য নজীর স্থাপন করে গিয়েছেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষা সমাপ্তির পর দেশে ফিরে এসে গোলাপগঞ্জ বাঘা মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। ইতিপূর্বে আলেম হিসেবে তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওয়াজ-নহিহত শুরু করেন। এর মধ্যে কয়েকবার হজরত মাদানী (রহঃ)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। তখন তিনি নির্দেশ দেন হজরত পালন করার জন্য। তাঁর নির্দেশে ১৯৩৭ইং মোতাবেক ১৩৭১ হিজরী হজ্জ সম্পন্নোর পর পবিত্র মক্কা মদীনায় পূর্ণ দুই বৎসর গভীরভাবে মোরাব্বা ও মোশাহাদা করতে থাকেন। অন্যদিকে গভীর মনে রাসূলে পাকের রওজা শরীফের পাশে বসে হাদিস সংক্রান্ত কিতাবাদি পড়তে থাকেন। নিয়মিত তিলাওতের মাধ্যমে পবিত্র কোরআন মাজিদের হিফজ সম্পন্ন করেন। এসময় তাঁর সাথী ছিলেন প্রখ্যাত আলেম আব্বাস আহমদ আলী বাশকান্দি। অতঃপর ২য় বার হজ্জ পর্ব সমাপন করে হজরত মাদানী (রহঃ)-এর নিকট আবার বোখারী শরীফ অধ্যয়ন করে দেশে ফিরে আসেন। এর কিছু দিন পর ১৯৩৯ইং মোতাবেক ১৩৭৩ হিজরী ২৯ শে রমযান সকাল বেলা হযরত মাদানী (রহঃ) তাঁকে খেলাফত প্রদান করেন।

বিবাহ

১৯৫০ সালে মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী (রহঃ) বানিয়াচং থানার মিয়াখানির জনাব জিতুল্লা খান ও চমন বিবির বড় মেয়ে খয়রুন্নেছা খাতুন কেনুর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর নানা শ্বশুর আমির খানি নিবাসী জনাব মাওলানা রেজওয়ানুদ্দীন সাহেব একজন দরবেশ ছিলেন। তিনি শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান (রহঃ) এর ছাত্র এবং শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহঃ) এর সহপাঠী ছিলেন। শায়খে ফুলবাড়ীর এই সহধর্মীনি হযরত মাদানীর কাছে ব্যাভ গ্রহণ করেছিলেন।

মাদ্রাসা, মন্ডব ও মসজিদ স্থাপন

মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী (রহঃ) ছিলেন ছুন্নাতে রাসুলুল্লাহর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অসত্য ও অন্যায়ে বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। খেলাফত প্রাপ্তির পর ঢাকা-দক্ষিণবাসীর অনুরোধে সেখানে চলে যান। সে সময় তথাকার সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা অনেক নীচে নেমে এসেছিল। বলতে গেলে

বর্ধিত এই এলাকাটি নানা ধরনের শেরেক ও বেদাতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হিন্দু ধর্মের বিশ্ববিখ্যাত গুরু শ্রী চৈতন্যের বাসস্থান ছিল ঐ ঢাকা-দক্ষিণ নগরেই। সেখানকার এ অবস্থা দেখে তাঁর কোমল হৃদয় বিগলিত হয়ে উঠে। তিনি ভাবলেন এ অঞ্চলের লোকজনকে এই নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে উদ্ধার করতে হলে প্রয়োজন একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের। অবশেষে অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠোর সাধনা ও প্রজ্ঞার দ্বারা ১৯৫৮ইং মোতাবেক ১৩৬৫ বাংলায় ঐতিহ্যবাহী ঢাকা-দক্ষিণ দারুল উলুম হুসাইনিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বয়ং এ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং বেশ কয়েক বৎসর অধ্যাপনা করেন। সেখান থেকে তৃতীয়বারের মত হজ্জ পর্ব সমাপ্ত করে বাড়ী ফিরে এসে হবিগঞ্জ উমেদনগর মাদ্রাসায় যেয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। তখন হবিগঞ্জ রায়ধর মাদ্রাসায় ও অধ্যাপনা করেন। অতঃপর ১৯৬৪ সাল মোতাবেক ১৩ই আশ্বিন ১৩৭০ বাংলায় সুনামগঞ্জ জেলাধীন বিশ্বম্ভবপুর উপজেলার মুক্তিখলা গ্রামের মল্লিকপুর দারুল উলুম মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ফুলবাড়ীর মোকাম মসজিদটি নির্মাণে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। এভাবে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা, মসজিদ ও মসজিদ প্রতিষ্ঠাসহ বেশ কয়েকটি অঞ্চলে নিজেকে শিক্ষকতায় নিয়োজিত রাখেন।

লেখনি ও বক্তৃতায় অনন্য পারদর্শিতা

হযরত মাওলানা শায়খ আব্দুল মতিন চৌধুরী সাহেব অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ও স্পষ্ট ভাষায় বক্তৃতায় পারদর্শী ছিলেন, তেমনভাবে তাঁর কলম ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও ধারালো। মনের ভাব বক্তৃতার মাধ্যমে অত্যন্ত স্পষ্ট করে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সম-সাময়িক আলেম সমাজের মধ্যে এক বিরল ব্যক্তিত্ব। তিনি বাংলা, আরবি, উর্দু ও ইংরেজীতে অনর্গল কথা বলতে পারতেন এবং তা ছিল অতি উচ্চ পর্যায়ের। ভাষার মাধুর্য, সঠিক শব্দচয়ন এবং অলংকার শাস্ত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। জনসাধারণকে সহজ সরলভাবে কঠিন বিষয় বুঝাতেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। তিনি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে, শহরে, বন্দরে, শিক্ষাগনে, রাজনৈতিক মঞ্চে মসজিদের মিম্বরে এবং দেশে ও বিদেশে একজন উচ্চস্তরের ভাষাবিদ ও শীর্ষস্থানীয় বক্তা হিসেবে ছিলেন সর্বজন স্বীকৃত। বক্তৃতার ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি এলোপাথারি ভাষণ প্রদান করতেন না। বক্তব্যের শুরুতেই বলে দিতেন, অদ্যকার ভাষণের বিষয়বস্তু কি হবে? অতঃপর আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিষয়বস্তুর বাহিরে একটি কথাও বলতেন না। বস্তুত এ দিক বিবেচনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি যখন আরবীতে দোয়া ও জুময়ার খুতবা প্রদান করতেন তখন মনে হত যেন একজন আরব। তাঁর দোয়ার মধ্যে কোন ধরনের কৃত্রিমতা, লোক দেখানো ভাব কিংবা আড়ম্বর ছিল না। মনে হত যেন তিনি আল্লাহর সংগে কথা বলছেন সরাসরি। তাঁর 'তওবা' ছিল অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও হৃদয় নিংড়ানো। যে কেহ অনুতপ্ত হয়ে অশ্রুসিক্ত না হয়ে পারতনা। মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী (রঃ) ছিলেন সর্বমহলে অত্যন্ত সমাদৃত এবং সাধারণ জনতার আপনজন। তাই

সারা বৎসরই প্রায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওয়াজ-নছিহত এবং বিপথগামী মানুষের সঠিক পথ নির্দেশনার কাজে নিয়োজিত থাকতেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী

পাকিস্তান আমলে আলেমদের মধ্যে সর্ব প্রথম বাংলা ভাষায় ইসমতে আখিয়া ও আদানতে সাহাবার উপর “সত্যের মাপকাঠি” নামে অত্যন্ত মূল্যবান ও তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে হাজার হাজার মুসলমানদের ঈমান আকীদার হেফাযত করেছেন। পরম করুণাময় আল্লাহ উম্মতের পক্ষ থেকে তাঁকে উক্ত খেদমতের উত্তম বদলা দান করুন-আমিন। উর্দু ভাষায় তাঁর লিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ নিবন্ধ “মাজামিনে আলিয়া” নামে এবং “তাসাউফের মর্ম ও গুরুত্ব” নামে বাংলা ভাষায় অপর একটি গ্রন্থ তাঁর দৌহিত্র মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

রাজনৈতিক জীবন

মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী (র.) ছিলেন বিদ্যুৎসাহী আলেম। সত্যের প্রতি আজীবন শ্রদ্ধা ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামই ছিল তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন স্বীয় ওস্তাদ ও মুশীদ হযরত মদনী (র.)-এর উত্তরসূরী। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় হযরত মাদানী (র.) এর চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশে হযরত মাদানী (র.) এর খলিফাদের মধ্যে তিনিই একমাত্র যিনি মক্তব শিক্ষা থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রি পর্যন্ত হযরত মাদানী (র.) এর তত্ত্বাবধানে থেকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সমাপ্ত করেছিলেন। ফলে তাঁর চিন্তা চেতনায় হযরত মাদানী (র.)-এর চিন্তাচেতনার প্রতিফলন পরিপূর্ণরূপেই ঘটেছিল। তাঁর ধ্যান-ধারণায় যে মদনী (র.)-এর ধ্যান-ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তা নিবোধিত ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। পাকিস্তানে করাচির একটি মাদ্রাসা উদ্বোধনকালে হযরত মাদানী (র.) সহ অন্যান্য উলামায়ে কেরামের সাথে মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী সাহেব ও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। অতঃপর মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মাদ্রাসা সম্পর্কে লিখিত অভিমত প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানান। প্রত্যেকে স্ব-স্ব মন্তব্য প্রদান করেন। তবে কে কি মন্তব্য লিখছেন তা একে অন্যের জানা ছিলনা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, পরিশেষে অভিমত পাঠ করে শুনানো হল- তখন দেখা গেল যে, হযরত মাদানী (র.) যেক্রপ অভিমত প্রকাশ করেছেন তিনি ও তেমনি মন্তব্য পেশ করেছেন। সুবহানাআল্লাহ! হযরত মদনী (র.)-এর সাথে তাঁর যে একটি রূহানী সম্পর্ক ছিল এ ঘটনা থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। হযরতের জেহাদী প্রেরণা ছিল অত্যন্ত প্রখর। ভারত উপমহাদেশের আজাদী আন্দোলনে যে সমস্ত বিপ্লবীদল ও প্রতিষ্ঠান গঠন হয়েছিল এর প্রায় সবকটির একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন তিনি। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তান জন্ম নেয়ার পর স্বীয় মুর্শেদ হযরত মদনী (র.) -এর নির্দেশ মোতাবেক দ্বীন ইসলামের

প্রচার প্রসার এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির পক্ষে কাজ করেন। অতঃপর জমিয়তে উলামার নেতৃত্বে মাতৃভূমিকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। বিভিন্ন নির্বাচনে জমিয়তের প্রার্থীগণকে বিজয়ী করার জন্য তিনি নিস্বার্থভাবে নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি গৌরবময় ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তানের দখলদার বাহীনি যখন এদেশের নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়েছিল তখন তাঁর কোমল হৃদয় কেঁদে উঠে এবং ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। একদা পাকিস্তান বাহিনীর কিছুলোক রণকেন্দ্রীতে ইসলামী ধর্ম পরায়ন প্রায় অর্ধশতাধিক আবালবৃদ্ধ-বর্গিতাকে একসাথে গুলী করে হত্যা করার জন্য সমবেত করে। সেই বেদনাদায়ক সংবাদটি তাঁর গোচরীভূত হওয়ার সাথে সাথে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে সে দিকে ছুটে যান। গুলী করতে উদ্যত এমনি মুহূর্তে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং চিৎকার করে উর্দুতে বলতে থাকেন : ওদেরকে মেরনা ওরা সব আমার আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম। সেদিন ওরা সব রক্ষা পায়। এভাবে অন্য একদিন সাতজন হিন্দুকে হত্যার জন্য একত্রিত করে সে সময় তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ওরাও জীবন রক্ষা পায়। তিনি বিশ্বাস করতেন ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আজীবন তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে সরব ছিলেন। আশির দশকে আলোড়ন সৃষ্টিকারী আলেমে দীন হযরত মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের (রহ.) নেতৃত্বে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের নামে যে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে উঠেছিল, এ সময় তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি খেলাফতের বিভিন্ন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী সাহেব ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী। যা সত্য যা ন্যায় তা বিনা দ্বিধা-সংকোচে ব্যক্ত করে দিতেন। তিনি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে আল্লাহর খেলাফত কায়েমের আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

আর্তমানবতার সেবা

মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী (র.) ছিলেন অনাথ, অসহায়, ইয়াতিম ও সর্বহারাদের অকৃত্রিম বন্ধু। নির্যাতিত নিপীড়িত আর্তমানবতার সেবায় তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তাঁর সান্নিধ্যে যেমন অনেক বিপথগামী পেয়েছে সং পথের দিশা তেমন অনেক বিপন্ন-নিরাশ্রয় পেয়েছে আশ্রয়। তিনি ছিলেন ত্যাগী, অনাড়ম্বর ও সরল জীবনের অধিকারী। ১৯৬৬ ইংরেজীতে ইউরোপে দ্বীনের খেদমতে সফরকালে যুগশ্লাভিয়ার প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ডঃ আছফ সপরিবারে তাঁকে সেখানকার বাসিন্দা হবার আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা দ্বিধাহীন চিন্তে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার সংমিশ্রণ তাঁকে অপেক্ষাকৃত চিত্রায়িত করেছিল। তিনি বিনীত অথচ দৃঢ় ছিলেন। বাতিলের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বজ্রের ন্যায় কঠোর।

দায়ী ইলান্নাহ

আজীবন তিনি নিজেকে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত রাখেন। দ্বীনের প্রচারের জন্য ১৯৬৬-৬৭ সালে তিনি তাবলীগ জামাতের সাথে রোম, ইস্তাম্বুল, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া (জেগরেফ) জার্মানী, জাপান, বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সৌদি আরব, ইরান, ইরাকসহ এশিয়ার আরো কতিপয় দেশ সফর করেন। বস্তুতঃ পক্ষে হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী ছিলেন ছুন্নাতে নববীর এক মূর্ত প্রতীক। তাঁর এবাদত বন্দেগী ও তাকওয়া ছিল অতি উঁচু পর্যায়ের। তিনি যখন নামাজে দাঁড়াতে মনে হত যেন সরাসরি আল্লাহকে দেখছেন তিনি ছিলেন একজন পীরে কামেল। তাঁর অনেক খলিফা ও ছাত্র আছেন যাদের অনেকেই খাটি পীর ও উচ্চস্তরের মুহাদ্দিস।

সমসাময়িক উলামায়ে কেরাম

মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী সাহেব যাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলামের খেদমত করে গেছেন তাদের অনেকই আজ চিরকালের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে চলে গেছেন। তালিম তারবিয়াত, দাওয়াত ও তাবলীগ, জিহাদ ফি ছাবিলিল্লাহ এবং দাওয়াত ইলান্নাহর কাজে তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তাদের কর্মময় জীবনের আলোচনা হবে যুগ থেকে যুগান্তরে, তারা মরেও অমর হয়ে আছেন ইতিহাসের পাতায়। স্বল্প-পরিসরে আমরা এখানে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলাম। বিশ্বখ্যাত হাদিস বিশারদ আল্লামা মুশাহিদ বায়োমপুরী (রহ.), মাওঃ বশীর আহমদ শায়খে বাঘা (রহ.), মাওঃ রিয়াছত আলী শায়খে চৌগরী (রহ.), মাওলানা আহমদ আলী শায়খে বাশকান্দি (রহ.), মাওঃ আব্দুল জলিল বদরপুরী (রহ.), মাওঃ বদরুল আলম শায়খে রেস্কা (রহ.), মাওঃ লুৎফুর রহমান বর্ণভী (রহ.), ডাঃ মুর্তাজা চৌধুরী (রহ.), মাওঃ ইউনুস আলী শায়খে রায়গড়ি (রহ.), আমীরে তাবলীগ মাওঃ হরমুয়ুল্লাহ (রহ.) অধ্যাপক মাওলানা তাহের (রহ.), খাতীবে যমান মাওঃ আকবর আলী (রহ.), শায়খুল হাদিস আল্লামা নুরুদ্দীন আহমদ গহরপুরী (রহ.) মাওলানা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী শায়খে পুরান গাঁও (রহ.)। সর্বোপরি শায়খে ফুলবাড়ী যেমন একজন আশিকে রাসূল ছিলেন তদ্রূপ আওলাদে রাসূলের (সঃ) প্রতি ও ছিল অকল্পনীয় ভালবাসা। তাঁর জীবদ্দশায় ফেদায়ে মিল্লাত আল্লামা ছায়িদ আসাদ মাদানী (রহ.) যখন বাংলাদেশে এসেছেন তখন নিজ বাড়ীতে আপ্যায়নের জন্য আশ্রয় চেষ্টা করতেন। তিনি যতদিন বাংলাদেশে থাকতেন শায়খে ফুলবাড়ী নিজের সমগ্র প্রোগ্রাম মূলতবি করে আওলাদে রাসূলের সাথে গোটা দেশে সফরে বেরিয়ে যেতেন। প্রকৃত পক্ষে এটা রাসূলে পাক (সাঃ) এর প্রতি গভীর সম্মান ও মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ। তিনি সর্বদা ঐক্য ও শান্তির প্রত্যাশী ছিলেন। মরহুম মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী পীর সাহেব ফুলতলীর সাথে তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। ইত্তিকালের সময় তিনি চিটাগাং ছিলেন। এরপর যখন

সিলেটে এসে শায়খে ফুলবাড়ীর মৃত্যু সংবাদ পান তখন পরিবার পরিজনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য দুবার বাড়ীতে আসেন।

ইতিকাল

মওতুল আলিমে মওতুল আলম অর্থাৎ হক্কানী আলিমের মৃত্যু যেন গোটা জগতের মৃত্যু। হক্কানি আলিমের মৃত্যুর ফলে দেশ ও জাতি রাহবরকে হারিয়ে তৎক্ষণাত দিশেহারা হয়ে পড়ে। তদুপরি আক্কাহর যে চিরন্তন বাণী “প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।” দ্বীনের এই অতন্দ্র প্রহরী আজীবন ইসলামের খেদমত তথা মুসলিম মিল্লাতের খেদমত করে ১৯৯০ সালের ২৬শে জানুয়ারী অসুস্থ হয়ে পড়েন। ক্রমশঃ তাঁর পীড়া বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১২ই ফেব্রুয়ারী তাঁর দৈহিক ও আত্মিক শক্তি লোপ পায়। এ সময় তাঁকে দেখার জন্য প্রতিদিন শত শত ভক্তবৃন্দ ভীর জমাতে থাকেন। অতঃপর ৭ই ফাঘুন ১৩৯৬ বাংলা, ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ ইংরেজী মোতাবেক ২২শে রজব ১৪১১ হিজরী রোজ সোমবার দিবাগত রাত ১১.৩০ মিনিটের সময় তিনি আমাদের ছেড়ে আত্মীয় স্বজনসহ শত সহস্র ভক্ত অনুরক্ত ও অগণিত আদম সন্তানকে এতিম করে এ ধরণীর বুক থেকে বিদায় নিয়ে পরম মাওলার দরবারে চলে যান। তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে একনজর দ্বীনের এই বীর মুজাহীদকে দেখার জন্য মুরিদ-মোতায়াল্লেকীনসহ হাজার হাজার লোকের ঢল নেমে আসে। অতঃপর ২০শে ফেব্রুয়ারী বেলা ৫ ঘটিকার সময় তাঁর বাসভবন সংলগ্ন মাঠে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। নামাজের ইমামতি করেন শায়খুল হাদীস আক্কাযা নুরুদ্দীন আহমদ গহরপুরী (রহ.)। অতঃপর ফুলবাড়ী বড় মোকাম তাঁর পূর্ব পুরুষ হযরত মীর হাজারা (রহ.) এর কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

উপসংহারঃ

আল্ উলামায়ু ওরাসাতুল আমবিয়া অর্থাৎ আলিম সমাজ নবী রাসূলের উত্তরসূরী। এ উত্তরধীকার উনাদের রেখে যাওয়া ধন সম্পদের নয় বরং তা হচ্ছে ইলিম, নেক আমল, আখলাক, সুন্নতের ইস্তেবা, তাকওয়া, পরোপকার, দাওয়াত ইলাহিয়াহ, আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার এবং ইকামতে দ্বীনের কাজ সম্পন্ন করা। সুতরাং শাইখে ফুলবাড়ী ছিলেন নবী রসূল চরিত্রের এক মূর্ত প্রতীক। তাঁর কর্মময় জীবনকে অনুসরণ করলে আসহাবে রাসূল এবং আমবিয়ায়ে কিরামের পথে চলা সহজতর হবে এ কথা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলা যায়।

লেখক, ইসলামী সাহিত্যিক ও গবেষক

আল কোরআনে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা মাওলানা আব্দুল মতীন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী (রঃ)

ছাহাবায়ে কেরামের অন্তর রসুলে আকরামের একদৃষ্টিতে এইরূপ পবিত্র ও আলোকিত হইয়া যাইত যাহা পরবর্তিগণের কিয়ামত পর্যন্ত পরিশ্রম করিলেও লাভ হইতে পারিবেনা। আবার তাঁহারা নবুওতি আলোর সম্মুখে উপস্থিত এমতাবস্থায় তাঁহারা ওহি রূপ পবিত্র আলোর মর্ম ও রহস্যকে যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন পরবর্তিগণ এতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। কেননা তাঁহাদের অন্তরের পবিত্রতা ও আলো যে সমস্ত কারণে পরবর্তিগণের ভাগ্যে সে সমস্ত কারণ ঘটিয়া উঠা সম্ভবপর নহে।

যথা ৪- তাঁহারা নবুওতি আলোর সঙ্গে ছিলেন।

এই আলোই তাঁহাদের শিক্ষক ও পথ প্রদর্শক।

এই আলো তাঁহাদের নামাজের ইমাম ও তাঁহারা তাঁহার মুকতদি।

এই আলোর প্রার্থনা ওহে আল্লাহ সরল পথ দেখাও! তাঁহারা বলেন আমিন!

এই আলোর সংগে স্বর্গের জিবরাঈল কথোপকথন করেন।

তাঁহারা তাহা দর্শন করেন। এই আলো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলিতেছে তাঁহারা তাহা শ্রবণ

করতঃ অন্তরকে শীতল করিতেছেন।

এই স্বর্গের আলো আগে আগে চলিতেছে এবং তাঁহারা অনুকরণ করিতেছেন।

এই আলো যদি থুথু ফেলে বা অজু করে তবে তাঁহার এই ফেদাকারগণ

তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করেন।

এই আলো ধর্মযুদ্ধে তাঁহাদের সেনাপতি এবং তাঁহারা তাঁহার সহকারী সিপাহী।

ছাহাবায়ে কেরামের আল্লার রছুলের সঙ্গে যে সমস্ত সম্পর্ক ছিল তাহাতে তাঁহাদের অন্তরের যে অস্বাভাবিক পবিত্রতা ও আলো লাভ হইয়াছিল পরবর্তিগণের তাহা লাভ হওয়া সম্ভবপর হইতে পারেনা। যেহেতু পরবর্তিগণ ঐ সমস্ত সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত। ছাহাবার অন্তরের পবিত্রতা ও আলোর সম্পর্কে আল্লাহ তালা যাহা কিছু সাক্ষ্য দিয়েছেন তন্মধ্য হইতে নিদর্শন স্বরূপ সামান্য পেশ করিতেছি।

আল্লাহ তায়ালা ছুরা হুজরাতের মধ্যে বলিতেছেন-

وَأَعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ وَرِيتُهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَتَمَرَّةُ الْيَكَّةَ الْكَفَرُ وَالْفُسُوقُ وَالْبَعْضِيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

“এবং জানিয়া লও যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল আছেন যদি তিনি মানিয়া লইতে থাকেন তোমাদের কথা অধিকাংশ কাজ কর্মের মধ্যে তাহা হইলে তোমরা কষ্টের মধ্যে পড়িয়া যাইবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরের মধ্যে ঈমানের স্নেহ ঢালিয়া দিয়াছেন, তোমাদের অন্তরের মধ্যে ঈমানকে সংজ্ঞিত করিয়া দিয়াছেন এবং অপ্রিয় করিয়া দিয়াছেন তোমাদের নিকট ধর্ম দ্রোহিতা, কুকর্ম ও পাপ কার্য। তাহারাই হইয়াছেন সুপথগামী আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার কারণে। আল্লাহ তায়ালা জ্ঞানী ও সুবিবেচক বা ভেদজ্ঞানী।” একবার চিন্তা করুন যাহাদের অন্তর পাপ কার্য হইতে অতি পবিত্র ও ঈমানের আলোতে আলোকিত বলিয়া স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তাহারাই সুপথগামী। এমতাবস্থায় তাহাদের অনুসরণ ব্যতীত কী কেহ কোরআন ও হাদিছের মর্মকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, তাহারা যদি সত্যের মাপকাঠি না হইতে পারেন তবে আর কে সত্যের মাপকাঠি হইতে পারিবে এবং যে নির্বোধ তাহাদের প্রতি ভুল ক্রটির সম্পর্ক করিবে তাহার চেয়ে হতভাগা আর কে হইতে পারে?

নির্জনে বসিয়া যারা ক্রন্দন করে

মানুষ হিসাবে দৈবক্রমে যদি কোন ছাহাবী হইতে পাপ কার্য হইয়া গিয়াছে তবে তৎক্ষণাৎ আল্লাহর দরবারে এতই অনুতপ্ত, লজ্জিত ও আতংকিত হইয়া পড়িয়াছেন যে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। এমনকি এই ক্ষমা আসমান ও জমিন বিরাজমান হইয়া পড়িয়াছে যে সুসংবাদ আল্লাহর রচুল দিয়াছেন। হাদিছে বর্ণিত আছে, পাপ কার্য করিয়া যে ব্যক্তি আতংকিত, লজ্জিত এবং আপন অসৎ ক্রিয়ার উপর অনুতপ্ত হইয়া পড়িবে অর্থাৎ ঠিক ঠিকভাবে তওবা করিয়া লইবে সে তাহাকে এত পবিত্র করিয়া লইবে যেন সে পাপ কার্য করে নাই। রসূলে আকরাম ঐ পাপীদের জন্য কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আশ্রের নীচে ছায়া প্রাপ্তির সুসংবাদ দিয়াছেন যাহারা নির্জনে বসিয়া ক্রন্দন করতঃ আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হইবে। হজরত আবুবকর (রাঃ) যিনি নবীগনের পরই মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যিনি জান্নাতের সুসংবাদ পাইয়াছেন, যিনি উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করিবেন পরকালের দিক দিয়া তাহার ভয়ের কোন সীমা ছিলনা। কোন সময় বলিতেন হায় যদি আমি বৃক্ষ হইতাম যাহা কাটিয়া দেওয়া হইত; কোন সময় বলিতেন হায় যদি আমি তৃণ হইতাম যাহা কোন জন্তু ভক্ষণ করিয়া লইত। এই সমস্ত আকাজ্জার মর্ম এই যে-এই সমস্ত বস্তুর জন্য জান্নাত বা দোজখ কিছুই নাই। কিন্তু মানুষ জাতির জন্য জান্নাত ও দোজখ সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা এই অধিকার আছে যে তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে জান্নাত বা দোজখে দিতে পারেন। প্রকৃত ঈমানদার এই চিন্তা করিয়া আতংকিত থাকে। হজরত উমর (রাঃ) বলিয়াছেন-“যদি আল্লাহ তায়ালা জানাইয়া দিতেন যে, এক ব্যক্তি ব্যতীত সকলই জান্নাতে যাইবে তবে উমরের ভয় হইত যে-ঐ দোজখী উমর হয়। আর যদি আল্লাহ তায়ালা জানাইয়া দিতেন যে, এক ব্যক্তি ব্যতীত সকলই দোজখে যাইবে তবে উমর আল্লাহর রহমতের উপর আশা রাখিত যে এ জান্নাতী

উমর হয়”। ইহাতে উপলব্ধি হইল যে আল্লাহর গজব হইতে নিতীক এবং আল্লাহর রহমত হইতে নৈরাশ্য হইতে নাই। হজরত উমর সম্পর্কে আরও বর্ণিত আছে যে তাহার সম্মুখে সকলে কথা বলিতে সাহস পাইতেন না। তাই তিনি বলিতেন যে, আপনারা আমাকে ভয় করেন কিন্তু উমরের এই ভয় যে, যদি ফুরাত নদীর তীরে একটি ছাগল ঘাস পানির অভাবে মারা যায় তবে হাশরের ময়দানে উমরের কি দশা হইবে যেহেতু উমর খলিফা। হজরত উমর জান্নাতের সুসংবাদ পাইয়াছেন তথাপি আল্লাহর প্রতি তাহার এইরূপ ভয়। তাই প্রকৃত কথা এই যে, ঈমান যাহার অন্তরের মধ্যে যত অধিক প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে তাহার আল্লাহর প্রতি ভয়ও তত অধিক হইবে। যেহেতু নবীগণের পরই ছাহাবা মানুষ জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাই তাহাদের ইমানের যেমন কোন তুলনা হতে পারেনা তেমনি তাহাদের ভয়েরও কোন তুলনা হইতে পারেনা। তাহাদের সামান্য ভুল ভ্রান্তি হইয়া পড়িলে তাহারা আতংকিত হইয়া পড়িতেন।

সূত্রঃ সত্যের মাপকাঠি

الحمد لله الذي جعل في دينه ما لا يحصى
 من نوره وبره وحسنه وجماله
 وما لا يحصى من نعمه وبره وحسنه وجماله
 وما لا يحصى من فضله وبره وحسنه وجماله
 وما لا يحصى من عظمته وبره وحسنه وجماله
 وما لا يحصى من جلاله وبره وحسنه وجماله
 وما لا يحصى من كبره وبره وحسنه وجماله
 وما لا يحصى من عظمته وبره وحسنه وجماله
 وما لا يحصى من جلاله وبره وحسنه وجماله
 وما لا يحصى من كبره وبره وحسنه وجماله

হযরত শায়খের ডায়েরীতে তাঁর রচিত উর্দু গ্রন্থের উপর আমিরুল হিন্দ ফেদায়ে মিল্লাত আওলাদে রাসূল আল্লামা সায্যিদ আসআদ মাদানী (রহ.) এর স্বলিখিত একটি মূল্যবান বাণী।

কাবার পথে মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী

(শায়খুল আরব ওয়াল আজম সায়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এর খাস খলীফা মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খ ফুলবাড়ী (রঃ) এর গোটা জীবন ছিল আল্লাহর দ্বীনের পথে নিবেদিত। তালিম, তাবলিগ, তাসাউফ, খেদমতে খালক, ওয়াজ নসীহত এবং তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে সর্ব প্রকার আন্দোলন সংগ্রামে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। এই মহান বুয়ুর্গ দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে এশিয়া ইউরোপের অনেক দেশ সফর করে ছিলেন। সেই ভ্রমণ কাহিনী তিনি অত্যন্ত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেন। লিখিত ডায়েরীটি তাঁর বড় ছেলে মুহতারাম হাম্মাদ আহমদ চৌধুরীর সংরক্ষণে ছিল। লেখাটি যদিও সংক্ষিপ্ত কিন্তু কাবার পথের এই পথিকের দ্বীনি জযবা ও আবেগে ভরপুর। দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ইসলামী আন্দোলনে আল্লাহ পাক যাদেরকে সম্পৃক্ত হওয়ার তাওফিক দিয়েছেন তারা যদি এই সফরনামা পাঠ করে তাদের মহতী কাজে একটু উৎসাহ উদ্দীপনা পান তবেই আমাদের এই ক্ষুদ্র আয়োজন স্বার্থক হবে। এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে ছালাফে সালাহিনের পদাংক অনুসরণের তাওফিক দান করুন।

বিনীত- সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله

لقد جاءت رسل ربنا بالحق

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب

“তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে। তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর।” (আলে ইমরান-১১০)।

“বলুন তোমরা ভ্রমণ কর পৃথিবীতে আর অবলোকন কর মিথ্যারোপ কারীদের পরিণাম কি হয়েছে”। (সূরা আন'আম ১১)

এশিয়া ইউরোপ এবং হেজাযে মোকাদ্দছে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের উপর একটি সংক্ষিপ্ত সফরনামা। ১৩৭৩ বাংলা, ১৩৮৬ হিজরী, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ইং সালে সফর আরম্ভ হয় এবং ১৯৬৭ ইং ১৪ মে সফর সমাপ্ত হয়।

পশ্চিম পাকিস্তান ও সিমাল প্রদেশে

৩০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮ বাজে ঢাকা এক্সপ্রেসে ঢাকা পৌছি। ঢাকা থেকে অক্টোবর রবিবার দিবাগত রাত সাড়ে নয় বাজে পুনে আরোহন করি। রাত ২ ঘটিকার সময় পুনেটি লাহর পৌছে যায়। লাহর থেকে ৩ অক্টোবর সোমবার মাগরিবের সময় আল্লাহ তাআলার একান্ত ফয়ল ও করমে রায়ভিন্দ তাবলীগ মারকাজে পৌছে যাই।

১লা নভেম্বর পর্যন্ত ডাম্বর, লিলিয়ানি এবং বোঙ্গা ইত্যাদি শহরগুলিতে আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে ঘোরাফেরা করিতে হয়।

২রা নভেম্বর বুধবার বিকেল ৪ বাজে রেলযুগে লাহর থেকে রওয়ানা হই। রাত ৮ বাজে জঙ্গ জিলায় পৌছে চিনিউট কসবার গাড়হা মসজিদে অবস্থান করি। আল্লাহ তাআলার ফয়ল ও করমে এখানে তাবলীগের কাজ খুব সুন্দর এবং সুশৃংখলভাবে হয়। বহু লোক তাবলীগের সহযোগীতা করেন। এখানকার মসজিদ অতি চমৎকার ও সুন্দর।

৪ঠা নভেম্বর জুমআর পূর্বে আহমদ নগর নামক বড় একটি গ্রামে পৌছি। এখানে ২দিন অবস্থান করি। আশ্রাণ চেষ্টার পরও সাফল্য লাভ করতে পারিনি। কারণ এখানকার বাসিন্দা কাদিয়ানী এবং শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। ৬ নভেম্বর রবিবার সরগুদা টাউনে পৌছি।

আফগানিস্তান অভিযুখে

১৯৬৭ইং ৫ জানুয়ারী পর্যন্ত পাকিস্তানে দ্বীনের কাজে লিপ্ত থাকি। ৬ জানুয়ারী শুক্রবারে পেশাওর থেকে লেভিকোতল পৌছি। এখানেই পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের শেষ সীমানা এবং আফগানিস্তানের সূচনা। এই দিন দিবাগত রাত আফগান রাজধানী কাবুল পৌছি। ইহা লেভিকোতল থেকে প্রায় দেড়শত মাইল দূরে। ৭ জানুয়ারী দিবাগত রাত

কান্দাহার পৌছি। উহা কাবুল থেকে প্রায় দেড় শত মাইল দূরে অবস্থিত। ৯ জানুয়ারী কান্দাহার থেকে হিরাত গমন করি। সেখানে ১০ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করি।

ইরানে

১১ ই জানুয়ারী বুধবার দিবাগত রাত হিরাত থেকে ইসলাম কিলায় যাই। উভয় স্থানের মধ্যে প্রায় দেড়শত মাইলের দূরত্ব। এখান থেকেই আফগানিস্তানের শেষ সীমা এবং ইরানের সূচনা। ১৩ জানুয়ারী দিবাগত রাত ইউছুফাবাদ যাই। ইহা ইরানের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি বড় শহর। এখানে অনেক সুন্নি হানাফির অবস্থান আছে। প্রকাশ্যে তারা দ্বীনের কাজ করতে পারেন। পরদিন শুক্রবার এখানেই আমরা ঈদ উদযাপন করি। ১৪ জানুয়ারী শনিবার দিবাগত রাত ইরানের রাজধানী তেহরান পৌছি। সেখান থেকে ১৭ জানুয়ারী মঙ্গলবার দিবাগত রাত ইরানের বড় একটি শহর তেবরেজ পৌছে যাই।

তুরস্কে

১৮ ই জানুয়ারী বুধবার জুহরের সময় তেবরেজ থেকে বাজরগান পৌছি। এখানেই ইরানের শেষ সীমা আর গুরবুলক তার্কির সূচনা। একই ঘরের পূর্বাংশে শাহে ইরানের পিকচার রাখা ইহাকে বাজরগান বলা হয়, যা ইরানের অন্তর্ভুক্ত। ঐ ঘরের পশ্চিমে কামাল আতাতুর্কের পিকচার রাখা আছে। ইহাকে গুরবুলক বলা হয় যা তার্কির আওতাধীন। ঐদিন রাত আগরী পৌছি। পরদিন ১৯ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার আরজে রোম গমন করি। উভয়টাই তুরস্কের বড় শহর। লেভিকোতল থেকে আরজে রোম পর্যন্তপ্রায় সাড়ে তিন হাজার মাইল। এই পর্যন্ত সফর ছিল বাস যোগে। ঐদিন রাত ৭ ঘটিকার সময় ট্রেনে সফর আরম্ভ হয়। ইস্তাম্বুলের টিকেট করে রওয়ানা হই।

২০শে জানুয়ারী রাত ১টার সময় আংকারা পৌছি, যা তুরস্কের রাজধানী। ২১ জানুয়ারী শনিবার ১১ বাজে ট্রেন ইস্তাম্বুল পৌছে। এই শহরটি দুভাগে বিভক্ত, সমুদ্রের দক্ষিণ তীরকে বলা হয় হায়দার পাশা ইস্তাম্বুল। উহা এশিয়ার শেষ জংশন। সমুদ্রের উত্তর তীরকে ছরকেজি ইস্তাম্বুল বলা হয়। এখান থেকে ইউরোপের সূচনা। এখান থেকে বিভিন্ন দেশের টিকেট করিতে হয়। ঐ সমুদ্রের একটি শাখা ইস্তাম্বুল শহরের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছে। উহাকে দার্দানেলিশ (Dardarnalish) বলা হয়। যা কৃষ্ণ মহাসাগর থেকে বের হয়ে ভূমধ্যসাগরে যুক্ত হয়েছে। দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ মাইল হবে। জাহাজে অতিক্রম করতে হয়। ইস্তাম্বুল শহরকে কুস্তনতুনিয়া এবং কনস্টান্টীনোপল বলা হয়। পূর্ব যুগে উহা রোমের রাজধানী ছিল। এখানে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) এর কবর আছে।

বুলগেরিয়া থেকে ইংল্যান্ডে

১৯ শে জানুয়ারী ঐদিন রাত দুই বাজে বুলগেরিয়া প্রবেশ করি। ইহার সূচনা ইস্তাম্বুলের উত্তর পশ্চিম থেকে। এখানে মুসলিম দেশের শেষ এবং কুফরিস্থান তথা নাসরানী দেশ আরম্ভ হয়ে যায়। এই দেশের রাজধানী হচ্ছে সোফিয়া।

২২ জানুয়ারী রবিবার রাত প্রায় ১১ বাজে যুগশ্লাভিয়ার স্টেশন জেগরেফ অবতরণ করি। এই জেগরেফ শহরে যে ভদ্রলোকের এখানে আমাদের থাকতে হয়েছে উনি হলেন ডক্টর আছফ। উনি চিকিৎসা শাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেছেন। চিকিৎসা বিভাগের উচ্চ পদে নিয়োজিত আছেন। মাসিক বেতন তিন হাজার টাকা। আমার ধারণা মতে তিনি যুগশ্লাভিয়ার প্রথম শ্রেণীর ইম্যানদার। কোরআন শরীফ ২৫ পারা হিফজ করিয়াছেন। এখনও অবিবাহিত। তাঁর দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের কাজে অনেক সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছে। এই দেশটি এক সময় তর্কির অধীনে ছিল। তাই বর্তমানে ও প্রায় ২৫ হাজার মুসলমানদের অবস্থান আছে। ২৩ জানুয়ারী সকাল বেলা ডাক্তার আছফ সাহেব স্বয়ং আমাদেরকে তার মেহমান খানায় নিয়ে যান। তিনি এখানে একটি মসজিদ তৈরী করেছেন। সেখানে রীতি মত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সংগে আদায় হয়। আজান ইকামত হয়। একজন ইমাম সাহেব স্বপরিবারে থাকেন। এরূপ আজান ইকামত এবং জামাতে নামাজ পড়ার দৃষ্টান্ত যুগশ্লাভিয়ার মধ্যে আর কোথাও নাই। তাঁর মাধ্যমে মুসলিম নর-নারী এখানে সমবেত হন। আরবী ও ইংরেজী ভাষায় তাদেরকে দ্বীনের কথাবার্তা শুনাইবার সুযোগ পাওয়া যায়। সৌভাগ্যবশতঃ একজন উচ্চস্থরের আরবি ভাষার জ্ঞানী অন্যজন আরবি ইংরেজী ও উর্দু ভাষার জ্ঞানী দুই ভদ্রলোক পাওয়া যায়। তারা উভয় জেগরেফের বাসিন্দা। তাদের মাধ্যমে দাওয়াত ও তাবলীগের বেশ সুযোগ পাওয়া যায়। মানুষকে দ্বীনের কথা শুনানো সহজ হয়ে যায়। ২৫ জানুয়ারী দিবাগত রাত ১০ বাজে পর্যন্ত আমরা ডাক্তার আছফের মেহমান হিসেবে দ্বীনের কাজে লিপ্ত থাকি। ঐদিন রাত ১১ বাজে জেগরেফ জংশনে পৌছি ডক্টর আছফ সাহেব নিজেই লন্ডনগামী ট্রেনে আমাদেরকে সওয়ার করিয়ে বিদায় দেন।

২৬ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ভোরে জামানীতে প্রবেশ করি। ঐদিন রাত দশ বাজে পশ্চিম জামানীর শেষ ভাগে আমাদের নামতে হয়। প্রায় এক ঘন্টা পরই লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। রাত্রি প্রায় এক বাজে বেলজিয়াম শহরে প্রবেশ করি এবং প্রায় দুই বাজে বেলজিয়ামের শেষ ভাগ ডোবর জংশনে পৌছি। জংশনেই রাত যাপন করি। ফজরের নামাজ আদায় করি অতঃপর সকাল দশটায় সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার জন্য জাহাজে ছওয়ার হই। ২৭ জানুয়ারী শুক্রবার রাত দশ বাজে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইস্ট লন্ডন তাবলীগের মারকাঙ্গে আল্লাহ তাআলার একান্ত ফয়ল ও করমে পৌছে যাই। লন্ডন United Kingdom এর রাজধানী। United Kingdom এর অর্ন্তভুক্ত হল ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েল্‌স এবং নর্থান আয়ারল্যান্ড। সপ্ত আশ্চর্যের মধ্যে টেমস নদীর সুরঙ্গ পথ এই লন্ডনেই অবস্থিত। এই শহরে অনেক আশ্চর্যপূর্ণ বস্তু এবং পূর্ব যুগের অনেক স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে, তাই জগতের মধ্যে এই শহরটি খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

আমাদের ইংল্যান্ড ওয়ালী জামাত লন্ডন ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত শহরে
দ্বীনের কাজে গমন করিতে হইয়াছে এই শহর গুলো হল বার্মিংহাম, ডিউজভেরী,
কডেনট্রি, লিডস, অব্রফোর্ড, মানচেস্টার।

মাসজিদুল আকসা থেকে মাসজিদুল হারামে

২৭ মার্চ রবিবার সকাল আট বাজে বায়তুল্লাহর হজ্জের ইরাদায় আমি একাই
লন্ডন শহর থেকে প্লেনে যাত্রা করি। এই প্লেনের নাম ছিল The Royal
Jordanian Airlines, (২৭শে জানুয়ারী থেকে ১২ই মার্চ পর্যন্ত আমরা লন্ডনে
অবস্থান করি)।

জিদ্দা পর্যন্ত পৌছতে মধ্যখানে কয়েকটি দেশে থামতে হয়েছে। প্রথমে ফ্রান্স
অতিক্রম করি। যা বেলজিয়াম ও জার্মানীর পশ্চিম সীমানায় অবস্থিত। ফ্রান্সের পর
মাত্র অর্ধ ঘণ্টার পরই প্লেনটি প্যারিস বন্দরে পৌছে যায়। প্রায় চার ঘণ্টা পর্যন্ত এখানে
থামতে হয়। অতঃপর বেলা ১ বাজে যোহরের নামায আদায় করে প্লেনে ছওয়ার হই।
সুইজারল্যান্ড এবং রোম সমুদ্র অতিক্রম করে রোমের রাজধানীতে প্রায় বিকেল আড়াই
বাজে পৌছে যাই। এখানে বিকেল চার বাজে পর্যন্ত প্লেনটি থেমে থাকে। অতঃপর
আছরের নামায আদায় করে প্লেনে ছওয়ার হই। মাগরিবের একটু পূর্বে আম্মান পৌছে
যাই।

জানতে পারলাম যে, ১৩ মার্চ সোমবার বার বাজে পর্যন্ত প্লেনটি আম্মান
থেমে থাকবে। এই সুযোগ সুযোগ পাওয়ার কারণে বায়তুল মুকাদ্দস যাওয়ার আকাংখা
করি। মসজিদুল আকসা আম্মান থেকে কিলোমিটার হিসেবে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত।
তখন আমার সঙ্গে ছিলেন নেসার আলী এবং চৌধুরী আব্দুল হাফিয ওরফে সুয়া
মিয়া লন্ডনে তাদের রেইটুরেন্ট এবং মালট্রাক গাড়ী আছে। মাগরিবের নামায আদায়ের
পর তারা উভয়কে নিয়ে মোটর রিজার্ভ করে রাত প্রায় ১১ বাজে মসজিদে আকসায়
পৌছি। একটি হোটেলে রাত যাপন করি। অতঃপর মসজিদে আকসায় ইশরাকের
নামায পড়িয়া আল্লাহ পাকের একান্ত ফজল ও করমে হজ্জের এহরাম বাধি, যে পর্যন্ত
সম্ভব নবী ও রাসূলগণের জিয়ারতের পরম সৌভাগ্য লাভ করি।

১৩ মার্চ সোমবার ১০ বাজে আম্মান পৌছি। ১২ বাজে প্লেনে ছওয়ার হয়ে
প্রায় ১টার সময় জিদ্দায় পৌছে যাই। এখানে পৌছার পর আলহাজ্ব আমতার আলীকে
স্ব-পরিবারে দেখতে পাই। কারণ তিনি ১২ মার্চ রবিবার ১২ বাজে বিমানে রওয়ানা
হয়েছিলেন। রাত্রি প্রায় ১ বাজে আল্লাহ পাকের একান্ত ফজল ও করমে মক্কা শরীফ
পৌছে যাই। আল্লাহ পাকের মহান হুকুম হজ্জ আদায় করি। রাসূলে পাক (সঃ) এর
জিয়ারতের পরম সৌভাগ্য লাভ করি। ১লা মে পর্যন্ত হেজাযের মাটিতে অবস্থান করি।

১লা মে সোমবার জিদ্দা থেকে ছফিনায়ে আরবে ছওয়ার হই। ১৪মে
রবিবার বেলা দেড় ঘটিকার সময় আল্লাহ পাকের ফযল ও করমে চিটাগাং পৌছে যাই।
১৬ মে মঙ্গলবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় বাড়ীতে পৌছে যাই। আমার বিবি আমার
ছেলে মেয়ে দিগকে নিয়ে রেলষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাই শান্তি ও আনন্দের সীমা
থাকেনি।

আলহাম্দু লিল্লাহি আলা যালিক

তাওবাতান নাসুহা

মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.)

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

(হবিগঞ্জ বাহুবল নিবাসী, কিশোরগঞ্জ জামেয়া ইমদাদীয়া মাদ্রাসার ভূতপূর্ব শায়খুল হাদীস এবং আমার মজায মাওলানা মকবুল হুছেন সাহেবের বিশেষ অনুরোধে শায়খুল ইসলাম কুতবে আলম মুরশিদুনা সৈয়দ হুছাইন আহমদ মাদানী (রহ.) হইতে প্রাপ্ত তাওবা লিখে দিলাম। ইহা প্রচারিত হইয়া গেলে সর্ব সাধারণ মুসলমান ভাই বোনেরা হয়ত শুদ্ধ তরিকায় তওবা করিবার পদ্ধতি উপলব্ধি করিতে পারিবেন)। সর্ব প্রথম তাওবার এই আয়াতে কারিমাগুলি তিলাওত করিতে হইবে যথা-

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

অর্থঃ ওহে আমার গুনাহগার বন্দেগাণ! যদি গুনাহ করিতে করিতে চরম সীমায় পৌছিয়া যাও, তথাপি আমার রহমত হইতে মোটেই নিরাশ হইবায়না। যদি ঠিক ঠিক ভাবে তাওবা করিয়া লইতে পার তবে জীবনের সমুদয় গুনাহ মাফ করিয়া দিব। হাদীস শরীফের মধ্যে বর্ণিত আছে আল্লাহ তাআলা এই ভাবে মাফ করিয়া দিবেন যেমন তুমি তোমার মায়ের পেট হইতে নতুন ভাবে জন্ম গ্রহণ করিলায়।

অতঃপর কালিমায়ে তাইয়্যিবা, কালেমায়ে শাহাদাত, ঈমানে মুজমাল ঈমানে মফাস্সাল পড়িতে হইবে খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে। অতঃপর বলিতে হইবে আয় আল্লাহ! আমি কবুল করিলাম দীনে ইসলাম, দীনে মুহাম্মদী ছাচ্চা দিলে আল্লাহ আমি বড় গুনাহগার, বেত্তমার গুনাহ করেছি। আমার গুনাহ যদি দরিয়্যার পানির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে কছম করিয়া বলিতেছে যে, দরিয়্যার পানি নাপাক ছিয়াহ গাঙ্কা হইয়া যাইবে। এতবড় গুনাহগার হওয়া সঙ্গে ও আপনার রহমত এবং দয়ামায়া হইতে কখনও নিরাশ হইবনা। কেননা আপনার কালামে পাক দ্বারা নিষেধ করিয়াছেন যে, যতবড় গুনাহগার হওনা কেন, গুনাহর কারণে মোটেই নিরাশ হইবেনা। এতবড় মেহেরবানীর কারণে আয় আল্লাহ! আপনার কুল নাই, কিনার নাই, রহমত এবং দয়া মায়ায় সমুদ্র সামনে রাখিয়া আমি আমার জীবনের তামাম গুনাহ হইতে আল্লাহ তাওবা করিতেছে। আল্লাহ! বড় গুনাহ করিয়াছি, ছোট গুনাহ করিয়াছি, জানিয়া করিয়াছি, অজানিয়া করিয়াছি, চুপাইয়া লুকাইয়া করিয়াছি, খোলাখোলি ভাবে করিয়াছি এবং বেহায়া বেশরম বনিয়া করিয়াছি। যদি আমার এই সমস্ত লুকায়িত গুনাহ এবং আইবগুলি এই দুনিয়ার মানুষের সামনে জাহির করিয়া দিতেন, তাহা হইলে এই দুনিয়ার মানুষে এইরূপ ঘৃণা করিত যে ঘরের মধ্যে স্থান দিতনা। কুকুরের মত মনে করিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিত। কিন্তু কি শুকর আদায় করিব আয় আল্লাহ!

আমার এই সমস্ত যলিল করনেওয়ালা ওনাহ ও আইবগুলি মানুষের দৃষ্টি হইতে এখনও আপনি লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। তাই এক্ষণে অনুনয় বিনয়ের সহিত আরজ করিতেছি যে, আয় আল্লাহ! আমার জীবনের তামাম ওনাহ এখন হইতে ছকরাত পর্যন্ত অর্থাৎ মওতের বেহশি পর্যন্ত আল্লাহ যেন লুকাইয়া রাখিয়া দেন। এবং কবর হইতে নিয়া কেয়ামতের ময়দান এবং পুলহেরাতের পুল পর্যন্ত যেন লুকাইয়া রাখিয়া দেন। বিশেষ করিয়া কিয়ামতের ময়দানে বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ করিয়া আল্লাহ বেইজ্জত এবং যলিল না করেন এবং আযাবের মধ্যে শ্রেফতার না করেন। আর ও বিশেষ করিয়া ছকরাতের সময় অর্থাৎ মওতের বেহশির সময় শয়তানে মরদুদ আপ্রাণ চেষ্টা করিবে নূরে ঈমান হইতে বঞ্চিত করিয়া কাফির বানাইয়া চিরতরে দুজখী বানাইবার জন্য। আয় আল্লাহ! ঐ সংকট মুহর্তে আপনার কুল নাই কিনার নাই রহমতের ছায়ার নীচে ঢাকিয়া রাখিয়া এমনকি বাহ্যিক তন্দুরন্তি পর্যন্ত বাকী রাখিয়া ঈমান এবং একীনের সঙ্গে আল্লাহ মউত যেন দান করেন। আয় আল্লাহ! এই তাওবার উছিয়ায় আমার দুনিয়ার জিন্দেগী এবং আখেরাতের জিন্দেগী শান্তিওয়ালা জিন্দেগী, মুসলমানী জিন্দেগী, বেহেস্তি জিন্দেগী আল্লাহ বানাইয়া দেন। আয় আল্লাহ! এই তাওবার অছিয়ায় আমাদের মুমিন মুছলমান, জিন্দা মুর্দা তামামকে বিশেষ করিয়া মা বাপকে এবং বিপদে সাহায্যকারীগণকে মাফ করিয়া দেন।

ثُمَّ اَتَمُّ هَذِهِ التَّوْبَةَ بِالْكَلِمَاتِ الْعَرَبِيَّةِ تَيْمُنًا وَتَبَرُّكًا، نَشْكُو اِلَى جَنَابِكَ الْعَالِي
 يَارَبَّنَا قَسْوَةَ قُلُوبِنَا وَكَثْرَةَ ذُنُوبِنَا وَطُولَ اَمَلِنَا وَسَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا وَنَكَاسُنَا عَنِ الطَّاعَةِ
 وَهَجُومَنَا عَلَى الْمُخَالَفَاتِ فَنِعْمَ الْمُشْتَكِي اِلَيْهِ اَنْتَ، بِكَ نَسْتَنْصِرُ عَلَى اَعْدَانِنَا
 وَانْفُسِنَا فَانْصُرْنَا وَعَلَى فَضْلِكَ نَتَوَكَّلُ فِي صَلَاحِنَا فَلَا تَكِلْنَا اِلَى غَيْرِكَ
 وَانْفُسِنَا وَاِلَى الشَّيْطَانِ الْمَرْدُودِ يَارَبَّنَا، وَاِلَى جَنَابِ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ ﷺ
 نَنْتَسِبُ فَلَا تَبَاْعِدْنَا وَبِبَابِكَ نَقِفُ كَالْكَلْبِ يَقِفُ بِبَابِ مَوْلَاهُ فَلَا تَطْرُدْنَا،
 وَاِيَّاكَ نَسْتُلُ فَلَا تُخَيِّبْنَا، نَسْتُلُكَ رَحْمَتَكَ وَرِضْوَانَكَ وَمَغْفِرَتَكَ،
 اَللّهُمَّ ارْحَمْ تَضَرُّعَنَا وَامِنْ خَوْفَنَا وَتَقَبَّلْ اَعْمَالَنَا وَاصْلِحْ اَحْوَالَنَا الظَّاهِرَةَ
 وَالْبَاطِنَةَ، وَاجْعَلْ بِطَاعَتِكَ اِسْتِغَالَنَا وَاِلَى الْخَيْرِ مَنَالَنَا وَحَقِّقْ بِالزِّيَادَةِ اَعْمَالَنَا
 وَاخْتِمِ بِالسَّعَادَةِ اَجَالَنَا فَاَغْفِ عَنَّا يَا خَيْرَ مَأْمُولٍ وَاکْرِمَ مَسْئُولٍ اِنَّكَ عَفُوٌّ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اٰمِيْن يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، بِحُزْمَةِ حَبِيبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ
 وَعَلَى اِلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ.

শাজারারে তৈয়্যিবা হুসাইনিয়া রসীদিয়া

কুদুসিয়া সাবিরিয়া চিশতিয়া

১. ইলাহী বতুফাইলে ইমামে যামান হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.)
২. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সৈয়দ হুসাইন ও. আহমদ মাদানী (রহ.)
৩. ইলাহী বতুফাইলে ইমামে রাক্বানী হযরত মাওলানা শাহ রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ.)
৪. ইলাহী বতুফাইলে সায্যিদুত্তায়িকা হযরত মাওলানা শাহ ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)
৫. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ মিয়াজী নূর মুহাম্মদ ঝান্ঝানুবী (রহ.)
৬. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ হাজী আব্দুর রহীম বিলায়তী (রহ.)
৭. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল বারী (রহ.)
৮. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল হাদী আমরুহী (রহ.)
৯. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ আযদুদ্দীন (রহ.)
১০. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ মক্কী (রহ.)
১১. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদী (রহ.)
১২. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ মুহিবুল্লাহ ইলাহাবাদী (রহ.)
১৩. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ আবু সাঈদ গাংগুহী (রহ.)
১৪. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ নিযামুদ্দীন বলখী (রহ.)

১৫. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ জালালুদ্দীন থানেছরী (রহ.)
১৬. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাংগুহী (রহ.)
১৭. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ রাদাওলী (রহ.)
১৮. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা আহমদ আরিফ রাদাওলী (রহ.)
১৯. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল হক রাদাওলী (রহ.)
২০. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ জালালুদ্দীন কবীরুল আওলিয়া (রহ.)
২১. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ শামছুদ্দীন তুর্ক (রহ.)
২২. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবির (রহ.)
২৩. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.)
২৪. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)
২৫. ইলাহী বতুফাইলে সুলতানুল হিন্দ খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান সান্জরী চিশতী আজমিরী (রহ.)
২৬. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত খাজা আবু মোহাম্মদ চিশতী (রহ.)
২৭. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত খাজা উসমান হারুনী (রহ.)
২৮. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত খাজা শরীফ যিনদানী (রহ.)
২৯. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত খাজা মাওদুদ চিশতী (রহ.)
৩০. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত খাজা আবু ইউসুফ চিশতী (রহ.)

৩১. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত খাজা আবু আহমদ আবদাল চিশতী (রহ.)
৩২. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত খাজা আবু ইসহাক শামী (রহ.)
৩৩. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত খাজা মমশাদ উলুবি দিনুরী (রহ.)
৩৪. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত খাজা আবু হবাইরা বসরী (রহ.)
৩৫. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত খাজা হযাইফা মারআশী (রহ.)
৩৬. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত খাজা ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলখী (রহ.)
৩৭. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত খাজা ফুজায়েল ইবনে আয়ায (রহ.)
৩৮. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত খাজা আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে যায়দ (রহ.)
৩৯. ইলাহী বতুফাইলে শায়খুল মাশায়েখ হযরত খাজা হাসান বসরী (রহ.)
৪০. ইলাহী বতুফাইলে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.)
৪১. ইলাহী বতুফাইলে সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)।

হে আল্লাহ! এই সকল মাশায়েখ ও নবীজি (সা.) এর খাতিরে আমার দিলে আপনার নিছবত কায়ম করে দিন। আপনার ইশুক ও মুহাক্কাত পয়দা করে দিন। আমাকে আপনার সন্তুষ্টি ও রিয়া নসীব করুন এবং মৃত্যু কালে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন। আর হাশরের ময়দানে আপনার নবীজির সাথে হাশর নসীব করুন ও জান্নাত দান করুন। আমীন।

- সূত্র: ১. “তরিকুস সুলুক” (তরীকতের শিক্ষা ও সাধনা)
লেখক-শায়খুল হাদীস আল্লামা ইমদাদুল হক হবিগঞ্জী
খলীফায়ে শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.)
২. “শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)”
১৯৭৭- বরিশুন ভারতী (দিল্লী থেকে প্রকাশিত)

ইয়াদগারে সালফ হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রাহ.)

প্রিন্সিপাল মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান

চমৎকার উজ্জ্বল চেহারা, ঘন দাঁড়ি, মাথায় রুমাল এবং আরবী জোকা পরিহিত হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী (র.)- কে একবার দেখলে কোনদিন ভূলা যেত না। তিনি ছিলেন সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী ফুলবাড়ী গ্রামের অধিবাসী। হযরতের পীর ও মুর্শিদ ছিলেন শায়খুল ইসলাম কুতবে আলম হযরত মাওলানা সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী (র.)। তিনি হযরত মাদানীর সুযোগ্য খলিফা। স্বীয় মুর্শিদের সঙ্গে হযরত শায়খে ফুলবাড়ির (র.) সম্পর্ক ছিল ইশকের পর্যায়ে। বিনয়ী স্বভাব, নীতির উপর অটল, সত্যভাষী হযরত শায়খে ফুলবাড়ির তুলনা তিনি নিজেই।

বিভিন্ন ভাষার পারদর্শী অনলবর্ষী বক্তা হিসেবেও তিনি ছিলেন সর্বমহলে সুখ্যাত। তাঁর হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য সকল মানুষকে আকৃষ্ট করত।

হযরত শায়খে ফুলবাড়ির (র.) কে অতি কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। পার্শ্ববর্তী গ্রাম হওয়ার সুবাদে এবং আমার শ্রদ্ধেয় মরহুম পিতা হযরত মাওলানা মাহমুদ আলী (র.)- এর সন্তান হওয়ার সূত্রে তিনি আমাকে নিজের সন্তানতুল্য ভালবাসতেন। জুমার দিন সিলেট শহরের হাওয়া পাড়া মসজিদে আকস্মিক চলে যেতেন আঝার কাছে। তখন দেখেছি আঝাজান খুতবা পাঠ করে ইমামতি করার জন্য শায়খে ফুলবাড়ীকে এগিয়ে দিতেন। নামাজ শেষে একই সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন। তাদের মধ্যে অত্যন্ত চমৎকার সম্পর্ক ছিল। সাধারণ মানুষের সঙ্গেও হযরত শায়খের সম্পর্ক ছিল অত্যধিক। তিনি গ্রাম গঞ্জের ছোট খাটো মাহফিলে যোগদান করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী সারাজীবন দিনের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ইসলামি শিক্ষা প্রসারে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে অত্যন্ত সাহসিকতা ও আধ্যাত্মিক শক্তি বলে তিনি ঢাকা দক্ষিণ হোসাইনিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে অবদান রেখে গেছেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। তাছাড়া তিনি বহু মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

দীনের দাওয়াত নিয়ে তিনি জাপান, জার্মানী, তুরস্কসহ বহু দেশে ভ্রমণ করেছেন। ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে আসলে হেতিমগঞ্জ এলাকায় একটি মসজিদে বয়ানের আয়োজন করা হয়। হযরত শায়খে ফুলবাড়ী সেদিন বয়ানে বলেছিলেন তুরস্কের ৯০% মুসলমান হানাতী মাজহাবের অনুসারী। মুসলমানগণের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। তখন তার পরনে ছিল সাদা রুমাল এবং কালো জোকা। চেহারা মোবারক ছিল পূর্ণিমার চন্দ্রের মতো সুন্দর। পরে আমি মাহফিল থেকে তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। সে দিন তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বিশেষ দুয়া করেছিলেন।

হযরত শায়খে ফুলবাড়ী পাক কোরআনের সূরা দিয়ে যখন ফজরের নামাজের ইমামতি করতেন তখন এক ভাবগভীর পরিবেশের সৃষ্টি হত।

হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী (রঃ) নিজ মুর্শিদের জিহাদী জযবায় ছিলেন উজ্জীবিত। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় ফেলাফত আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতিতে যোগদান করে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। বিশেষ বৈঠকাদিতে তিনি দিক নির্দেশনামূলক নসীহত পেশ করে কর্মীদের উজ্জীবিত করতেন। তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সঙ্গেও সক্রিয় ছিলেন।

হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রঃ) এর সবচেয়ে বড় গুণ যা আমি দেখেছি তা হল খাতেমা বিল খায়েরের জন্য তিনি মাওলার দরবারে সর্বদা আকুতি জানাতেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ে। হযরত শায়খ তখন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। এ সময় যুক্তরাজ্য প্রবাসী আমার জনৈক ভাগিনী শাহনাজ বেগম যাদু টোনায়ে আক্রান্ত হয়ে আমার কাছে তাবিজের জন্য আসেন। আমি ব্যবস্থাপত্র দিয়ে তাকে বললাম, একটা বড় খাসী বা ছাগল হযরত শায়খে ফুলবাড়ীর বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। উনার ঘরে অনেক মেহমান আছেন। তিনি দুয়া করবেন। সত্যিই, তারা একটা মুটা তাজা ছাগল নিয়ে হযরতের বাড়ীতে গিয়ে বল্লেন এটা আপনার জন্য হাদিয়া নিয়ে এসেছি। মাওলানা হাবিবুর রহমান বলেছেন, তাই নিয়ে এলাম। আপনি দুয়া করবেন। হযরত প্রাণ খুলে দুয়া করলেন এবং রোগীনিও সুস্থ হয়ে উঠলেন। এসময় হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রঃ) আমার জন্য ও দুয়া করেছিলেন। এ ঘটনার পর প্রায় সপ্তাহ / দশ দিন হযরত খুবই অসুস্থ ছিলেন। জবান প্রায় বন্ধ ছিল। আমি একদিন দেখতে গেলাম। হযরত নিজেই উঠে বসেন এবং আমার সঙ্গে কথা বলেন। আদর আপ্যায়ন করানো হলো।

ইন্তেকালের খবর শুনে তৎক্ষণাৎ শহর থেকে হযরতের বাড়িতে যাই আমরা সাহেবা আমাকে বললেন জবান প্রায় বন্ধ ছিল। ইঠাৎ একরাতি জোরে জোরে আল্লাহ আল্লাহ বলতে থাকেন। যিকির করে করে রাত্রি ১১.৩০ ঘটিকার সময় পরম মাওলার সান্নিধ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। “শেষ ভাল যার সব ভাল তার” হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রঃ) সারা জীবন খাতেমা বিল খায়েরের জন্য কায়মনোবাক্যে অন্তর দিয়ে দুয়া করতেন এবং ‘আল্লাহ’ ‘আল্লাহ’ বলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মহান আল্লাহ হযরতকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন এবং আমাদের তাঁর পদাংক অনুসরণের তওফীক দান করুন আমীন। হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রঃ) আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের ইমান আকীদার হিফায়তের জন্য “সত্যের মাপকাঠি” নামক বিরাট একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করে যে নজীর স্থাপন করেছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ইতিহাসের পাতায়। স্বয়ং হযরত মাদানী (রহ.) এই গ্রন্থের উপর মূল্যবান অভিমত লিখে দিয়েছেন। অভিজ্ঞ মহল মনে করেন গ্রন্থটি আধুনিক ডিজাইনে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ ও বহুল প্রচার করা একান্ত অপরিহার্য। লেখক- খিলিপাল, জামেয়া মাদানিয়া সিলেট।

হযরত শায়খের অপূর্ব তা'লীম ও তারবীয়াত

মাওলানা আব্দুসসালাম শায়খে বাগরখলী

হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) আমার শায়খ, আমার রুহানী পিতা। আমার জীবনের কিছুকাল কাটিয়েছি তাঁর সান্নিধ্যে, কিছু রাত্র ও দিন যাপন করার সুযোগ হয়েছে তাঁর খেদমতে। শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) এর খেদমতের প্রতিটি মুহূর্তকে আমার উপর আল্লাহ পাকের এক মহা নিয়ামত মনে করি। সে নিয়ামতের কি গুণের আদয় করিব। শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) ছিলেন ইহছানের গুনে গুণান্বিত। কাজ কর্মে কথায় বার্তায় সর্বদা আল্লাহ পাকের ভয় ফুটে উঠত। আত্ম গঠনের চেতনা তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিশেষ করে ভক্ত মুরীদানের মধ্যে ইসলামী জীবন ও তাকওয়া ভিত্তিক সমাজ গঠনে আজীবন প্রয়াসী ছিলেন। শাগরিদ শিষ্যদের প্রতি যে গভীর দৃষ্টি রাখতেন তা আমাকে ভাবিয়ে তুলত। একদিনের ঘটনা- হযরতের বাড়ীর মসজিদে এশার জামাতের পর আমাকে বললেন “আব্দুছ হালাম! আজ রাত তিনটার সময় আমাকে ডাকবে”। এই বলে ঘরে চলে গেলেন। হযরতের নির্দেশ শিরোধার্য। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম যে কিভাবে তাঁহাকে ডাকব। নিদ্রামগ্ন হয়ে যদি নির্দেশ অমান্য করে ফেলি এই আশংকায় বিছানায় শরীর লাগাইনি। রাত যখন তিনটা হয়ে গেল ঘরের দিকে চললাম। দরজার কাছে পৌঁছতেই ভিতর থেকে গুনগুন আওয়াজ শুনতে পাই। মনে হল হযরত জেগেই আছেন। ডাকব কি ডাকব না আবার ভাবনায় পড়ে গেলাম। যেহেতু হযরতের নির্দেশ তাই দরজার কড়ায় নাড়া দিলাম। সাথে সাথে হুজুর বেরিয়ে আসলেন। অত্যন্ত আনন্দ চিন্তে বলেন “আমি খুব খুশী হয়েছি, তুমি আমাকে ডাকতে এসেছ। আমার হুকুম পালন করেছ। হাম্মাদের মা তাওবা করার জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন, তাই তাঁকে তাওবা করালাম”। সুবাহানালাহ আমি হতবাক! হুজুর নিজে রাত জেগে আছেন আবার আমাকে বলতেছেন ডাক দেওয়ার জন্য। গভীর রজনীর বিলাসী শয়ন ত্যাগ করে আল্লাহর দরবারে রোনাযারি করতেছেন। সহধর্মীনিকে নিয়ে তাওবা করতেছেন। আমি বুঝতে পারলাম এই নির্দেশ ছিল আমার জন্য একটি পরীক্ষা, একটি প্রশিক্ষণ।

তাকওয়া

হযরত ছিলেন অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ। উলামায়ে কেরাম, ভক্ত, মুরীদান ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যেই আসুন না কেন তিনি তার খেদমতে আপ্যায়নে অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ করতেন। একদিন আমি মনে মনে ভাবলাম যে, বাড়ীতে গেলেই হুজুর ব্যস্ত হয়ে যান। তাই আজ বাড়ীর সামন দিকে না গিয়ে বাড়ীর পশ্চাদে নদীর তীরবর্তী সড়ক দিয়ে গাড়ী নিয়ে চলে যাব। এতে করে হুজুরের নিয়মতান্ত্রিক ইবাদতের মধ্যে আমার দ্বারা কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না। এই মনোভাব নিয়ে সড়কের উপর গাড়ী রেখে আমি অত্যন্ত নিরবে মসজিদে প্রবেশ করলাম। হুজুর কিবলামুখী হয়ে দুই হাত উঠিয়ে

আল্লাহর কাছে কাঁদতে আছেন। আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করে তাঁর আযাব ও গযব থেকে রেহাই চাইতেছেন। চোখের পানি ভাসতে আছে, ক্রন্দনের প্রাবল্যে তার মুখ দিয়ে যেমন কথা বের হচ্ছিল না। এভাবে দীর্ঘ সময় কেটেগেল। আমি স্তম্ভিত, হত বিহ্বল হয়ে বসে আছি। হঠাৎ পেছনে ফিরে আমাকে দেখে বলেন “তুমি কখন আসলে এখানে? আমি আল্লাহর কাছে কিভাবে যাব আমার জীবনে আমি কোসতা (তাঁর ভাষায়) করতে পারিনি”। আবার অশ্রু সজ্জল হয়ে গেলেন। আমি বললাম, হযরত আপনার দ্বারা দ্বীনের অনেক খেদমত হয়েছে। গহরপুরী হজুর, শায়খে কাতিয়া, শায়খে গাজীনগরীর মত ব্যক্তিবর্গ আপনার শাগরিদ।

একথা শুনে দরবারে এলাহীতে অনুনয়ের মাত্রা বেড়ে গেল। এমন ভাব ফুটে উঠল তিনি যেন তাদেরকে শাগরিদ বলতেও লজ্জাবোধ করতেছেন। অথচ উল্লেখিত বুয়ুর্গাণ হচ্ছেন তাঁর নিয়মতান্ত্রিক শাগরিদ। এ হচ্ছে একজন আরিফ বিদ্বাহর চোখে দেখা এক জীবন চিত্র।

তাঁর ক্রোধ ছিল ঈমানের দাবীতে :

রাসূলে পাক (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে মহক্কত কিংবা আল্লাহর ওয়াস্তে কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করবে তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে। শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.)-এর মধ্যে কোমলতা ও কঠোরতা উভয় গুণের সমাহার ছিল। তবে কারো প্রতি তার মহক্কত কোমলতা কিংবা ক্রোধ কঠোরতা প্রবৃত্তির তাড়নায় হত না বরং একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে হত। ঈমান আক্বিদা বিরোধী কোন কাজ, কোন কথা শুনলে অত্যন্ত কঠোর হয়ে যেতেন।

একদিন সফরে বেরিয়েছি, হজুর আগের সিটে বসা আর আমি পেছন সিটে। গাড়ি চলতেছে, হঠাৎ আমাকে বলেন, আমি এই মুহূর্তে ডান দিক থেকে বাম দিকে মুখ ফিরলাম। তুমি জিজ্ঞাসা করলেন কেন, আমি কি জন্য এরূপ করলাম। আমি হতবাক! ভয় ও পেয়ে গেলাম আমার কোন বেআদবি হল না কি! তাছাড়া গাড়িতে বসে মুখ এদিক সেদিক করা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু উনিতো আল্লাহর ওলী, প্রতিটি নকল ও হরকত করেন এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে। আমি অত্যন্ত অনুনয় করে বললাম, হজুর ডান দিক থেকে বাম দিকে মুখ ফিরালেন কেন? তখন বলেন, আমরা যে বাড়ী অতিক্রম করে আসছি, এটা হচ্ছে এক সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবারের বাড়ী। ওদের মধ্যে থেকে ইহুদিয়াত ও নাসরানিয়াতের দুর্গন্ধ অনুভব করলাম। তাই তাদের বাড়ী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই। মানুষের প্রতি যিনি সর্বদা দয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, মানব দরদ যার স্বভাবধর্ম, সে ব্যক্তি কখনো ঘৃণা প্রকাশ করেন, আর তা কেবল ঈমান ও ইসলামের দাবীতে। এটাই হল একজন প্রকৃত আল্লাহর ওলীর বৈশিষ্ট। তবে শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) যার মধ্যে ইসলাম ও তারকিয়ার মনোভাব দেখতেন তাকে অত্যন্ত মহক্কত করতেন। মাইজভাগ গ্রামের একজন মানুষ হজুরকে পান সুপাড়ী পরিপাটি করে দিত। লোকটির মুখে দাড়ি নেই, সুনুতী লেবাস ও নেই। কিন্তু তার দিকে চেয়ে মুচকি হাসি দিলেন এবং বলেন, সে আমাকে মহক্কত করে আমি ও তাকে মহক্কত করি। কিছুদিন

পর আমি ঐ ব্যক্তির মুখে দাড়ি দেখেছি, সুনুতী লেবাস পরতে দেখেছি, অত্যন্ত নেককার হয়ে আল্লাহর এই বান্দা দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। এইরূপ কত দিশেহারা মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে এসে পথের সন্ধান পেয়েছে। শহর-নগর থেকে নিয়ে গ্রামগঞ্জ, হাওর বাউর প্রান্তের কত আল্লাহ ভোলা মানুষ তাঁর সোহবতে এসে আল্লাহর ওলী হয়েছে এর কোন ইয়ত্তা নেই। কত মদ্যপ তাঁর হৃদয় গলানো তত্ত্ববায় শরীক হয়ে মদের নেশা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর যিকরের নেশায় জীবন কাটিয়েছে, এরকম অনেক নযির চোখের সামনে এখনো ভেসে আছে।

অপূর্ব তাওয়াক্কুল :

শায়খে ফুলবাড়ী (রহ)-এর অন্যতম গুণ হল আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল। রিয়িকের মালিক আল্লাহ, এই বিশ্বাস তাঁর অন্তরে বদ্ধমূল ছিল। প্রচণ্ড অভাব অনটনে মোটেও বিচলিত হতেন না। এর একটি জ্বলন্ত প্রমাণ উল্লেখ করতে হয়। রমযান মাস। আছরের নামাযের পর আমরা মসজিদে বসে তিলাওয়াত করতেছি। হুজুর বারান্দায় হাটাহাটি করে অত্যন্ত গভীর মনে তাছবিহ পড়তেছেন। একসময় দেখলাম ঘরের খাদিম কি যেন হুজুরকে বলে গেল। হুজুর আগের নিয়মে যিকির করতেছেন। কয়েকবার খাদিম এসে এভাবে নিরবে কি সংবাদ দিয়ে চলে যায়। ইফতারের সময় নিকটে। তখন দেখি হঠাৎ করে সিলেট শহরের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি হুজুরের কাছে আসলেন। এসেই বলেন, বাড়ী অতিক্রম করে আমি হোন্ডার নিয়ে যেতেই পারছি না। কি যেন আমাকে পেছন থেকে টানছে। এই বলে তিনি ৫০০ টাকা হুজুরকে হাদিয়া দিয়ে বললেন, দাদা আমার জন্য দোয়া করবেন। হুজুর বললেন, নাতি তোমার জন্য কি দোয়া করব? তখন তিনি বললেন আল্লাহ যেন ব্যবসা বাণিজ্য ও সম্পদে বরকত দান করেন। হুজুর এই মকবুল সময় প্রাণ খুলে রোযাদার মুখে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করেন। পররতীতে আমি ঐ ব্যক্তিকে অনেক সম্পদের মালিক হতে দেখেছি। তিনি হলেন আলহাজ্ব নাদির খান সাহেবের ছেলে জনাব মনসুর খান। যাক, তখন হুজুর সাথে সাথে বাড়ীর খাদিম মানিক মিয়াকে বাজারে পাঠালেন। রমজান মাস, সারা দিনের ক্ষুধা পিপাসা, ঘরে পরিবার পরিজন আছেন, মসজিদে মেহমানরা বসে আছেন, সামান্যক্ষণ পর সূর্য অদৃশ্য হয়ে ইফতারের বার্তা দিয়ে যাবে, অপরদিকে ঘরে খাবার নেই। আর এর কোন প্রতিক্রিয়াও তাঁর চেহায়া দেখা যায়নি।

অন্তিম সময়ে অমর ওছিয়ত :

শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) এর গোটা জীবন ছিল কোরআন সুন্যাহর শিক্ষা বিস্তারে উৎসর্গিত। দেশের আনাচে কানাচে অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিপুল সংখ্যক আলিম হাফেজ এসব মাদ্রাসা থেকে ফারোগ হয়ে দেশে ইলমে ওহীর আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন। যুগে যুগে নিঃসন্দেহে এটা তাঁর জন্য সদকায়ে জারিয়া হয়ে থাকবে। ইলমে দ্বীনের প্রতি তাঁর কি পরিমাণ আগ্রহ ছিল এসব প্রতিষ্ঠানই তাঁর জ্বলন্ত সাক্ষী হয়ে থাকবে যুগ থেকে যুগান্তরে।

পৃথিবী থেকে যখন বিদায়ের পালা এসে গেল, তখন এর কিছু দিন পূর্বের ঘটনা। আমি সহ কিছু আলেমও আত্মীয় স্বজন তাঁর নিকটে বসা ছিলাম। হঠাৎ আমাকে ডাক দিয়ে পাশে নিলেন। বললেন, তোমাকে গোপনে একটি বলতে চাই। বলতে শুরু করলেন, বাহ্যিক গোপন কথা হলেও উপস্থিত সবাই তাঁর কথা শুনতেছেন। বলেন “আমার শরহে ছদর হয়ে গেছে। আমি আর বেশী দিন দুনিয়াতে বাঁচবনা। আমার ওসিয়ত হল আমার ইন্তেকালের পর একটি মাদ্রাসা বানাতে। খাতা কলম নিয়ে আস। এই ওসিয়ত লিখে রাখবে”। আমি খাতা কলম নিয়ে লিখতে চাইলাম। তখন বললেন তুমি লিখবেনা। কিছু সময় পর বললেন নাজমুল হককে দাও। হযরতের জামাতা বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইনস সিলেটের নিবাহী কর্মকর্তা মরহুম আলহাজ্ব নাজমুল হক চৌধুরী স্বহস্তে হুজুরের ওসিয়ত গুলো লিখলেন। সেই ওসিয়তনামাটি নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রঃ) এর ওছিয়তঃ

কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে হুজুরের নির্দেশ হলো আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের নীতি অনুযায়ী নতুন একটি মাদ্রাসা স্থাপন করা, উনার ইয়াদগার হিসাবে।

- (১) ছরপরস্ত হবেন হাফিজ মাওঃ নুরুদ্দীন সাহেব মুহাম্মিছে গহরপুরী।
- (২) মৌঃ আব্দুস সালাম সাহেব হবেন মাদ্রাসার জিম্মাদার (মুহতামিম)।
- (৩) এমন জায়গায় মাদ্রাসা স্থাপন হবে যেখানে সহজে জায়গীরের ব্যবস্থা আছে।
- (৪) এমন জায়গা নির্দিষ্ট করতে হবে যেখানে অন্য কোন মাদ্রাসার সুযোগ সুবিধার ব্যাঘাত না ঘটে।

মৌলানা আব্দুস সালাম, জনাব নাজমুল হক চৌধুরী জনাব ফারুক আহমেদ, জনাব জিল্লুর রহমান সহ প্রমুখের উপস্থিতিতে হুজুর উক্ত ওছিয়ত নামা পেশ করেন।

শায়খে ফুলবাড়ী যখন নিজ মুখে তাঁর বিদায়ের পূর্বাভাস দিলেন তখন হৃদয়ে খুবই পীড়া অনুভব করলাম। তাঁর বিরহ আমাদের জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। মওলার ডাক এসে গেছে। মওলার ডাকে সাড়া দেওয়াই পুণ্যাআদের প্রকৃত প্রশান্তি।

১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ ইংরেজী, মোতাবেক ২২শে রজব ১৪১১ হিজরী রোজ সোমবার দিবাগত রাত ১১.৩০ মিনিটের সময় শায়খে ফুলবাড়ী আল্লাহ আল্লাহ যিকির করে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

তাঁর ইন্তেকালের কিছু দিনপর ১৯৯১সালে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরতের নামে মাদ্রাসার নাম রাখা হয় “জামেয়া মতিনিয়া”। তাঁর ওছিয়ত মোতাবেক মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শায়খুল হাদিস আল্লামা নূর উদ্দীন আহমদ গহরপুরী (রহ.)। তিনি মাদ্রাসার আজীবন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আল্লাহ্‌র এই ওলীও আমাদের এতিম বানিয়ে চলে গেলেন। হিফজ, নূরানী ও জামাত বিভাগে প্রায় তিনশত ছাত্র লেখা পড়ায় আছে। সতেরজন উস্তাদ তালীম ও তারবিয়াতের খেদমতে নিয়োজিত আছেন। গহরপুরী হুজুরের নেগরানীতে মিশকাত জামাত পর্যন্ত চালু হয়। আল্লাহ্‌ পাক তাওফিক দিলে আগামীতে দাওরায়ে হাদীস খোলার পরিকল্পনা আছে।

জামেয়া মতিনিয়া তাঁর অমর কারামত :

জামেয়ার খোলা ময়দানে যখন প্রথম মাহফিল হয়। মাহফিলে অনেক উলামায়ে কেরামের আগমন হয়েছিল। ঢাকা দক্ষিণ মাদ্রাসার প্রবীন মুহাদ্দীস শায়খে ফুলবাড়ীর রেহের পাত্র মাওলানা হেলাল আহমদ সাহেব (দাঃবাঃ) মাদ্রাসায় এসেই কেঁদে কেঁদে “বলেন আজ থেকে প্রায় ১০ বৎসর পূর্বে আমি শায়খে ফুলবাড়ী (রঃ)-এর সাথে বর্তমানে যেখানে মাদ্রাসা অবস্থিতি এখান দিয়েই সুরমা নদীর সেপারে নলুয়া গ্রামের এক মাহফিলে যাই। মাহফিল থেকে ফেরার পথে এই জনমানবহীন খোলা জায়গার দিকে আগুল তুলে হুজুর বললেন ‘এখানে একটি মাদ্রাসা হবে’। তখন আমি ঠিকমত বুঝতে পারিনি হুজুরের এই কথাটি। আজ বুঝতে পারলাম এটা ছিল হুজুরের কাশফও কারামত”। বাঘা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম গোলাম হক (লাল মিয়া) সাহেব এবং ফুলবাড়ী ইউপি সদস্য মোল্লা গ্রাম নিবাসী জনাব মরহুম আছাবুল্লা সাহেবও অনুরূপ কথা বলেছেন। তারা বলেন- শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) এই জায়গায় আসলেই বলতেন আমি এখানে ‘নুর’ দেখতে পাচ্ছি।

ঠিকই, বুয়র্গানে দ্বীনের রুহের বিচরণ দূর থেকে বহুদূর। আজকের জামেয়া মতিনিয়ার বুকে অবুঝ শিশুদের কালেমায়ে তায়্যিবাহর শিক্ষা, কোরআনের হিফজ, সুমধুর তেলাওয়াত, বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত ইলমে ওহীর মধু আহরনে মুসলিম সন্তানদের উদ্যমী বিচরণ, এক ঝাক হক্কানী আলেমদের তা’লীম তায়কিয়া যিকির তাহাজ্জুদের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠে ছিল শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) এর নয়ন সম্মুখে। নিঃসন্দেহে এজামেয়া চিরকাল তাঁর জন্য সদকায়ে জারিয়া হয়ে থাকবে।

লেখক, শায়খে ফুলবাড়ী (রঃ) এর অন্যতম খলিফা।

মুহতামিম- জামেয়া মতিনিয়া হেতিমগঞ্জ, সিলেট।

নবী চরিত্রের নিখাদ ছবি শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.)

শায়খুল হাদীস মাওলানা মকবুল হুসাইন আছগরী

উলামায়ে কেরাম আশিয়ায়ে কিরামের ওয়ারিস। তাঁরাই ইসলামের নিশান বরদার। বাংলার মাটিতে উলামায়ে কেরামের দীর্ঘকালের লালিত্যে ভরপুর এক ঐশ্বর্যমণ্ডিত ঐতিহ্য রয়েছে। যারা মানব জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। যাদের বিরামহীন সাধনা ও অসাধারণ ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে আজও এদেশে শত বাতিলের প্রাচীর ডিঙিয়ে ইসলাম শির উঁচু করে আছে। সেই সব সাধক আলেমদের মধ্যে একজন হলেন হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.)।

হযরতের সাথে আমার সম্পর্ক

১৯৬২ সালে জামেয়া আশরাফীয়া লাহর থেকে ফারেগ হওয়ার পর হযরতের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলি। আমার আব্বা মুনশি আসগর হুসাইন (রহ.) এর সাথে হযরতের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি ছিলেন মাদানী (রহ.) এর মুরিদ। সেই সুবাদে আমার গরীবালয়ে হযরতের অনেকবার শুভাগমন হয়েছে। হযরতের কাছে মুরীদ হতে চাইলাম। সুনামগঞ্জের মুক্তিখলা মাদ্রাসার জলসায় হুজুরের সাথী ছিলাম। আমাকে বললেন তুমি তাহাজ্জুদের সময় আসবে তখন তুমাকে মুরীদ করব। হুজুর যখন তাহাজ্জুদ পড়তে ঘুম ত্যাগ করলেন। আমি গিয়ে হাজির হলাম। সেই মকবুল সময় আল্লাহর ওলীর নির্জন অবস্থানকে গনীমত মনে করলাম। আবেগে আত্মহারা হয়ে বললাম হুজুর আমাকে দয়া করে এখন একাই মুরীদ করবেন। আপনার মোবারক হস্ত আমার কলবের ওপর রেখে বায়াত করাবেন। হুজুর আমার হৃদয় নিসৃত আবেদন মঞ্জুর করলেন। প্রায়ই তাছবিহ তাহলিলের হুকুম দিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলতেন এগুলো পাঠ করবে, দেখবে ইলম আমলে অনেক বরকত হবে।

ঢাকার কিছু মোস্তাকি ব্যক্তি বিশেষ করে ওয়াদা বোর্ডের চেয়ারম্যান মনিরুদ্দীন সাহেবের অনুরোধে হুজুর একবার বায়তুল মোকাররম মসজিদে রমযানের এতেকাফ করেছিলেন। হুজুরের অনেক ভক্ত অনুরক্তের সমাবেশ হয়েছিল। আল্লাহর মেহেরবাণীতে আমার ও তখন হুজুরের সাথে এতেকাফ করার সুযোগ হয়। তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ পাকের ইবাদতে কাটাতে দেখেছি। গীবত অর্থহীন কথাবার্তা রসিকতাকে বিষতুল্য মনে করতেন।

একটি মূল্যবান নসীহত

হযরতে বয়ানের একটি কথা এখন ও আমার কর্ণকুহরে শুন শুন করছে যা তিনি বারবার বলতেন “যে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় আছে সে মাছির ডানা পরিমাণ শুনাহকেও পর্বতসম মনে করবে। আর যার অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই সে পাহাড়ময় পাপকেও মাছির একটি ডানাও মনে করবে না”। উদাহরণ স্বরূপ একটি চমকপ্রদ ঘটনা বর্ণনা করতেন। খাজা উসমান হারুনী (রহ.) এবং খাজা মইনুদ্দীন চিশতি (রহ.) এবং খাজা সরওর্দি (রহ.) একদা আছর নামায আদায় করে নদীর তীরে ভ্রমণ করছিলেন। ইতোমধ্যে এক দরবেশের সাথে মোলাকাত হল। তাঁর সাথে তাদের আলাপ হয়। ঘটনাক্রমে তারা সবাই রোযাদার ছিলেন। তিনি তাদেরকে তাঁর বাড়ীতে ইফতারের দাওয়াত দিয়ে একটি কুড়ে ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে বসে তারা বিশ্বয়বোধ করেন। ইফতারের সময় অত্যাশু। কিন্তু এখানে খাবার নেই, তখন ঐ দরবেশ জায়নামাজ উঠালেন। দেখা গেল সেখানে মজাদার খাবার ও ফলমূলে ভরপুর। তারা তা দিয়ে ইফতার করলেন। তখন দরবেশ বললেন, ত্রিশ বছর যাবত রোযা রেখে আসছি। রোযা রাখার কারণ হল, আমি একদিন অজুর মধ্যে আঙ্গুল খেলাল করিনাই। তখন আমাকে অদৃশ্য থেকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, “তুমি ওয়ুর মুসতাহাব ছেড়ে দিলে, আবার নিজেকে আল্লাহর আশিক দাবী করতেছ”। তখন কাফ্ফারা স্বরূপ রোযা রাখা আরম্ভ করি। আজকের দিনেই কাফ্ফারা পূর্ণ হল।

সুন্নতে রাসূলের এশক ও মহব্বত

শায়খে ফুজবাড়ী (রহ.) একটা সুন্নাত তরক করাকে মস্তবড় পাপ মনে করতেন। ইঠাৎ যদি কখনও জামাত ছুটে যেত তখন অত্যন্ত আক্ষেপবোধ করতেন। একদিন বলেন আজ যদি গিয়ে দেখি মসজিদে জামাত আদায় হয়ে গেছে, তারা আমাদের অপেক্ষা করেনাই, তাহলে খুবই গোস্বা করব।

একদিন রায়ধর মাদ্রাসার মাহফিলে একজন আলেম এশার জামাতের ইমামতি করছিলেন, কিন্তু ইমাম সাহেব সুন্নত কেঁরাত দিয়ে নামায পড়াননি। সালাম ফেরানোর পর অত্যন্ত ক্রোধে বলেন, আমি গযব দেখতে পাচ্ছি, সুন্নতের প্রতি এত অবহেলা। আপনারা আলেম ওয়াইয হয়ে ও যদি সুন্নত ছেড়ে দেন, তাহলে সুন্নত মানবে কে?

একদিন এক মাহফিলে সব বক্তাদেরকে বলেন, আজ আপনারা সবাই নামাজ সম্পর্কে বয়ান দিবেন। তাঁর নির্দেশ মোতাবেক সব বক্তা নামাজ সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁর গোটা জীবন ছিল নামাজ ভিত্তিক।

তিনি সাধনা করেছেন দারুল উলুম দেওবন্দের আল্লাহপাকের খাতি ওলী দরবেশ উস্তাদগণের সুশীতল ছায়া তলে। তাদেরই ধৈর্যমত এবং সোহবতের বরকতে শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.)-এর জীবনে আমরণ রাসূলে পাক (সঃ)-এর সীরাতে ও সুন্নত উজ্জীবিত ছিল। শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) আলাপ চারিত্রার মধ্যে তাঁর মুর্শিদ হযরত মাদানী (রহ.)-এর ব্যক্তিত্ব বর্ণনা করে বলেন, ১৯৬৬ সালে যখন তাবলীগের উদ্দেশ্যে ইউরোপ সফর করি, তখন ইউরোপের এক দেশের বর্ডার অতিক্রম কালে সেখানকার কর্মকর্তারা সব সাথীর পাসপোর্ট দেখে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করছিল, কিন্তু যখন আমার পালা আসল তখন বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন শুরু করল। এমন অবস্থা হল তারা যেন আমাকে এখানেই আটকে দিবে। সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শেষ পর্যন্ত বললাম, “আমি একজন বক্তা, দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্র, কুতবে আলম হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) আমার মুর্শিদ”। আমার মুর্শিদের নাম শুনার পর এরা আর কোন কথা না বাড়িয়ে আমাকে ছেড়ে দেয়। এটা আমার মুর্শিদের কারামত ছাড়া আর কি।

আতরের সুখান অনুভব করি

ইন্তেকালের কিছু দিন আগে আমি এবং মাওলানা তাজুল ইসলাম গৌহরী সাহেব ছজুরকে দেখতে গেলাম। বিছানায় শুয়ে আছেন। শয্যাশায়ী হলেও অসুস্থতার কোন ছাপ ফুটে উঠেনি বরং চেহারার নূর যেন আরো বেড়েগেল। পাশে দাড়িয়ে সালাম করে পরিচয় দিলাম। পরিচয় শুনে বলেন, এ মুহুর্তে আপনাদের আগমনে আমি ঈদের খুশী অনুভব করছি। আমার খাতেমা বিল খয়রের জন্য এখন হাত তুলে দোয়া করল। আমি হাত তুলে দোয়া করতে লাগলাম। তখন একজনকে বলেন, ঘরের মহিলাদের ও দোয়ায় শরীক হতে বল। দোয়া শেষ করে আল্লাহর ওলীর আলোকিত ললাটে চুমু দিলাম। সেই মুহুর্তে এক অপার্থীর আতরের সুখান অনুভব করি। বিদায় মুহুর্তে আবেগময় কণ্ঠে “বলেছিলেন যদি কোন আল্লাহর বান্দা আমার ‘সত্যের মাপকাঠি’ গ্রন্থটি আবার প্রকাশ করতেন”।

লেখক, হযরতের অন্যতম খলীফা

শায়খুল হাদীস-দারুল হাদীস আল-মাদানিয়া সিনেট।

ভূতপূর্ব শায়খুল হাদীস- জামেয়া ইমদাদিয়া
কিশোরগঞ্জ।

প্রিয়তম মুশীদ আল্লামা শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.)

মরহুম হাজী আমতার আলী

শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) ছিলেন সুন্নাতে রাসূলের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। হযরতের সুহবতে যেমন অনেক বিপথগামী পেয়েছে হেদায়েতের আলো, তেমনি তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দ্বারা অনেকেই ইহজীবনে হয়েছে বেশ উপকৃত। এমনই অনেক ঘটনা দেখেছি আমার স্বচক্ষে।

এরমধ্যে একটি ঘটনা

সুনামগঞ্জের পাগলায় জনৈক ব্যক্তি মাছের জন্য একটি বিল রেখেছিল। মাছ মারার সময়ে যখন বিলে জাল ফেলা হলো, তখন মাছের বদলে শুধু কচ্ছপ উঠতে থাকে। ঐ ব্যক্তি প্রচণ্ড হতাশায় ভুগতে থাকে। ঘটনাক্রমে আমার সাথে ঐ ব্যক্তির দেখা হলে বিস্তারিত জেনে বললাম, আপনি হযরত শায়খে ফুলবাড়ীর শরনাপন্ন হন। অতঃপর ঐ ব্যক্তি হযরতকে নিয়ে যান। হযরত সেখান (বিলের পারে) পূর্ণ একরাত্রী ইবাদত বন্দেগী ও মোরাকাবার অবস্থায় অতিবাহিত করেন। পরের দিন সকাল বেলা বিলের মালিককে বিলে জাল ফেলার নির্দেশ দেন। সুবাহানাল্লাহ! এবার দেখা গেল কচ্ছপ নয় জাল মাছে পরিপূর্ণ। ঐ দিন তারা এত প্রচুর মাছ মারল যা কল্পনা করতে পারেনি। এরপর কর্তৃপক্ষ ঐ দিনের সর্ববৃহৎ মাছটি হযরতের বাড়ীতে নিয়ে যায়। মাছ যখন রান্না হচ্ছে তখন হযরতের জ্বী মুহতারামা আন্মা ছাহেবাকে বলতেছেন, হায়! আমার আমতার আলী এসে গেলে এ মাছটি খেতে পারতেন। ইত্যবসরে আমি হযরতের খেদমতে হাজীর হয়ে যাই। আমাকে দেখে হযরত অত্যন্ত আবেগাপ্ত হয়ে বলেন, আমতার আলী তুমি! এরপর এক সাথে খাওয়া দাওয়া করে সে রাত্রী হযরতের খেদমতে কাটিয়ে দেই।

হযরতের সাথে আমি দ্বীনের দাওয়াতের জন্য ইউরোপের বেশ কয়টি দেশ সফর করেছি। তখন উনার মধ্যে যে তাকুওয়া ও পরহেজগারী দেখেছি তা আজও আমার জীবনের চলার পথের দিক নির্দেশক হয়ে আছে। উনার ইবাদত বন্দেগী ছিল অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে। বিশেষভাবে নামাজে যখন দাড়াতেন, মনে হত পরম মাওলার দরবারে চলে গেছেন।

শেষ নসীহত “সর্বাবস্থায় আখেরাতকে সামনে রাখিও”

আমি আশির দশকে পরিবার পরিজন নিয়ে বৃটেন চলে আসি। দীর্ঘ বার বছর দেশে ফিরিনি। তবে হযরতের সাথে সবসময় পত্রে যোগাযোগ

রাখতাম। বয়োবৃদ্ধতার কারণে হযরত অনেক দুর্বল হয়ে পড়েন। ভাবতাম হযরতের সাথে বোধ হয় আর দেখা হবে না। কিন্তু হযরত আমাকে আশ্বস্ত করে বলতেন ইনশা আল্লাহ অবশ্যই তোমার সাথে দেখা হবে। বাস্তবে তাই হলো। দীর্ঘ বার বছর পর যখন দেশে ফিরলাম তখন সিলেট ওসমানী বিমান বন্দরে নেমে সরাসরি হযরতের বাড়ী চলে যাই। যেয়ে দেখি তিনি খুবই অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছেন। আমাকে দেখেই বসে পড়েন, কুশলাদির পর কিছু কমলা মুখে দেই। এরপর আরজ করি ‘ছাব’ আমাকে কিছু নসিহত করুন। বল্লেন, “সর্বাবস্থায় আখেরাতকে সামনে রাখিও”। অতঃপর বিদায় নিয়ে নিজ বাড়ী চলে যাই। উল্লেখ্য যে, সেদিন থেকে নিয়ে হযরত আর মাত্র দশ দিন দুনিয়াতে ছিলেন। দুই-চার দিন বাড়ী থেকে আবার চলে আসি, তখন আর হযরতের কথা বার্তা বলার মত শক্তি থাকেনি। কিন্তু বিস্ময়ে বিমুড় হয়ে যাই! বুকের কাছে মাথা রাখতে শুনতে পাই শুধু আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির। ফলে বুঝতে পারলাম তিনি এবার পরম মাওলা আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের ধ্যানে মগ্ন। আর সেই কথার প্রতিধ্বনি ঘটে আমীরে তাবলীগ হযরত মাওলানা হরমুয়ুল্লাহ সাহেব (রহ.)-এর মাধ্যমে। তিনি এসে হযরতের সাহেবজাদাকে ডেকে বল্লেন, ছাবের সাথে কেউ যেন কথা বলার চেষ্টা না করেন। তাঁর সম্পর্ক এখন মাওলায়ে আলাহর সাথে। হযরতের শেষ বিদায় পর্যন্ত আমি তাঁর পাশে ছিলাম। দেখতে পেলাম প্রতিদিন হাজারো মানুষের ঢল, সবাই আসছেন এবং দোয়া করে ফিরছেন অশ্রুসজলে। মাওলানা হরমুয়ুল্লাহ (রহ.)-এর আসার দু-তিন দিন পর হযরত ইহজীবন থেকে চলে গেলেন পরজীবনে। এমন জীবন, সেখান থেকে কোন দিন ফিরে আসবেন না। হযরত চলে গেলেন, রেখে গেলেন মহন্তর জীবনের আদর্শ।

লেখক, হযরতের অন্যতম
খলীফা
বৃটেনে তাবলীগ জামাতের
বিশিষ্ট মুরব্বী ছিলেন

অনুলিখন, মাওলানা হাস্‌সান আহমদ চৌধুরী

"HOW I HAVE BECOME A HAFEJ-E-QURAN"

FUJAEEL AHMED CHOWDHURY MISHKATH

My name is Mishkath, it is an arabic word, nominated from the holy Quran. Allah Taala says "Allah is the light of the heavens and the earth. The parable of his light is as there were a mishkath (niche) and within it a lamp" (Sura-Nur aiath 35). How became selected this Quranic fascinating name? Before giving this answer, Now I will say miraculous story. During my boyhood I suffered a worst disease at the age of four month.

A Pneumonia and a great headache attacked on my innocent life. My life was becoming endangered. My parents got anxious of me very much. Particular beloved mother had not taken a bath till one week. Althow hospital was not so far from our house. Her health broke down and felt seriously worried about me. My parents were crying pathetically, because Dr. Abdur Rab became disappointed about me. He told that Mishkath had no scope to feel better. Because he had imposed all kinds of medical treatment on me. He also said, now you should pray best to allmighty Allah for his recovery from denger. When everybody was in tention and restlessness about me, Suddenly a great saint came to hospital. Before coming to hospital he went to a famous ancient mosque (its called markaj of tablig gamat) with his pious companions to pray for me at khujarkhola in sylhet. I could not open my eyes till one week due to my fatal disease. Then he came to hospital and clapped loudly. At his loud clapping I oppened my eyes and everybody got a surprised to see this miracle. The saint told not to be worried, he would overcome his nervousness hurriedly, the saint added. Then he capt me in his lap, loved and kissed very much and also prayed for me. He told my parents to pledge with him that, they would make their child a hafej-e-Quran. My parents bowed accordingly. In this way I have become a hafej-e-Quran, and that saint named me Mishkath. Dear reader do you know who was the saint ?he was my befancied beamitied and beloved grandfather late maulana Abdul Matin Chowdhury Sheikh-e- Fulbari (R.H), Who was the eminent khalifa of sheikhul islam Syed Hussain Ahmed Madani (R.H).

দারুল উলুম দেওবন্দে হযরত শায়খের সাথে কিছুক্ষণ মাওলানা আব্দুর রশিদ

আল্লাহপাক নবুয়াতের ক্রমধারাকে বন্ধ করে দিয়েছেন। হক্কানী উলামায়ে কেরামকে ঘোষণা করেছেন তাঁর নবী রাসূলগনের ওয়ারিছ হিসেবে। যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, ছিরাতে মুস্তাকিম চেনা যায়। সেই মোবারক কাফেলার এক খ্যাতিমান ব্যক্তি হলেন মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা আব্দুল মতিন চৌঃ শায়খে ফুলবাড়ী। হযরত শায়খের জীবন ছিল কোরআন সুন্নাহর প্রচার প্রসারে নিবেদিত। তাঁর হৃদয় ছিল আল্লাহ পাকের মারিফাতের নুরে উদ্ভাসিত। ওয়াজ মাহফিলের মধ্যে তিনি রাসূলে পাক (সাঃ) এর সুন্নতের গুরুত্ব ও উপকারিতা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন। সাথে সাথে বেদাতের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন। তিনি মানুষকে এমনভাবে তাওবা করাতেন যে, প্রত্যেক শ্রোতার অন্তরেই আল্লাহ পাকের মহব্বত সৃষ্টি হয়ে যেত।

জ্বীনের উপর তাঁর প্রভাব

শায়খে ফুলবাড়ীর আধ্যাত্মিক প্রভাব যেমন মানুষের মধ্যে ছিল ঠিক তদ্রূপ জ্বীন সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই যার সাক্ষি আমি নিজে। আজিমগঞ্জ সুজানগরে হযরতের অনেক মুরীদান আছেন। বড়ধলের জনাব হুইদুদ্দীন সাহেব ছিলেন হযরতের খাছ মুরীদ। তাঁর বাড়ীতে জ্বীনের খুব উপদ্রব ছিল। তিনি হযরত শায়খের শরনাপন্ন হলেন। তখন হজরত বললেন রাতে আমার পক্ষ থেকে জ্বীনদেরকে নিষেধ করবে যেন তারা কাউকে কষ্ট দেয়না। তখন স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেব গভীর রাতে উচ্চ কণ্ঠে হযরতের ইজাযত মোতাবেক বললেন “হে জ্বীন সম্প্রদায় ! ফুলবাড়ীর ছাহেব নিষেধ করেছেন তোমরা যেন এই বাড়ীর কাউকে কষ্ট না দাও।” সুবহানাত্য়াহ, এখন পর্যন্ত এ বাড়ীতে জ্বীনের কোন উপদ্রব হয়না।

শায়খে বাশকান্দির মুখে তাঁর প্রশংসা

উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ আধ্যাত্মিক সন্ন্যাসী আল্লামা আহমদ আলী বাশকান্দি (রহ.) প্রায়ই বলতেন মাওঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী হচ্ছেন যুগের এক মুজাহিদ।

তাঁর এক বলিষ্ট উক্তি

সভা সমাবেশে একদিন নয় অনেক দিন শায়খে ফুলবাড়ীর মুখে এ কথাটি আমি শুনেছি যা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতেন-“যদি আমি আব্দুল মতিন বেপর্দাভাবে মহিলাদেরকে মুরীদ করি, তাদেরকে সামনে এনে দেখি তাহলে আপনারা আমাকে

ঘাড়ে ধরে এলাকা থেকে বের করে দিবেন। ঘোষণা করে দিবেন আব্দুল মতিনের পীরাকী ছলব হয়ে গেছে, সে এক খাঁটি ভক্ত।”

বর্তমানে দেশের আনাচে কানাচে ব্যাণ্ডের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে খানকাহ শরীফ আর দরবার শরীফ। পীর মুরীদির নামে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ছাড়া এসব খানকাহ চলেনা। এসমস্ত শয়তানি আড্ডাখানায় ছদ্মবেশী পীরনামক দাঙ্গালদের ধোকা ও প্রতারণার ফাঁদ থেকে ইমান আমলের হেফাজতের জন্য শায়খে ফুলবাড়ীর মত হক্কানী পীর মাশায়েখের অনুসরণ অনুকরণ একান্ত আবশ্যিক।

দারুল উলুম দেওবন্দে দস্তারে ফযীলত সম্মেলনে

আশির দশকে ইসলামী শিক্ষার মাতৃনিকেতন দারুলউলুম দেওবন্দের দস্তারে ফযীলত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সম্মেলনে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া দারুল উলুমের আবনা ফুয়ালাদের সমাবেশ হয়েছিল। আমিও দেওবন্দের সম্মেলনে গিয়েছিলাম। তখন হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমাকে বললেন মাওঃ আব্দুল জলিল বদরপুরী কোথায় আছেন? আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাও। আমি তাঁর হাত ধরে বদরপুরী ছাহেবের কামড়ায় নিয়ে গেলাম। বদরপুরী ছাহেব ছিলেন উচুমাপের আলেম এবং একজন বরেন্য রাজনৈতিক নেতা। তাই তাঁর কামড়ায় প্রচুর উলামায়ে কেরাম ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমাগম ছিল। সেখানে গিয়েই শায়খে ফুলবাড়ী বলেন আপনি আব্দুল জলিল না কি? বদরপুরী ছাহেব তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেন ভাই আব্দুল মতিন আপনি এখানে কিভাবে। এরপর শায়খে ফুলবাড়ী কেঁদে কেঁদে বলেন ভাই আপনি মাওঃ আহমদ আলী বাশকান্দির সাথে কোন এখতেলাফ করবেননা, উনি জনগতভাবে আল্লাহ পাকের খাঁটি ওলী। এই বলে শায়খে ফুলবাড়ী কাঁদতে থাকেন। তখন বদরপুরী ছাহেব বললেন ভাই আমার করার কি আছে, রাসুলে পাক (সাঃ) স্বপ্নের মাধ্যমে আমাকে নদওয়াতুততামিরের কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই বলে তিনিও কেঁদে উঠেন। তখন উপস্থিত সবাই উভয় বুয়ুর্গের দিকে চেয়ে থাকেন।

উল্লেখ্য, হযরত বদরপুরী (রহ.) জমিয়তে উলামা থেকে বের হয়ে নদওয়াতুততামির নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন জমিয়তের সভাপতি আল্লামা আহমদ আলী শায়খে বাশকান্দির সাথে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল।

দারুলউলুমের ফুয়ালাদের মিলন মেলায় হযরত শায়খে ফুলবাড়ীও তাঁর বন্ধু মাওঃ আব্দুল জলিল বদরপুরীর মধ্যকার হৃদয়তাময় দৃশ্য আমি কখনও ভুলতে পারিনা। সেই দৃশ্য আমার স্মৃতিপটে চির জাগরুক থাকবে।

লেখক, শায়খে ফুলবাড়ী রাহ. এর
বিশেষ ভক্ত এবং শায়খে বাশকান্দি
রাহ. এর খাস মুরীদ

উলামায়ে কেরাম ও সূধীজনের দৃষ্টিতে আল্লামা শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.)

গ্রন্থনায়াঃ হাফিজ সৈয়দ মাহবুবুল হাসান

শায়খুল হাদিস আল্লামা নুরুদ্দীন আহমদ গহরপুরী (রহ.)

উপমাহাদেশের বরেণ্য শায়খুল হাদিস আধ্যাত্মিক জগতের মুকুটহীন সম্রাট আল্লামা হাফিজ নুরুদ্দীন আহমদ গহরপুরী (রহ.) বলেন শায়খে ফুলবাড়ী আমার উস্তাদ। তিনি কাছের আমি বাঘা মাদ্রাসায় শরহে জামি কিতাব পড়েছি। তিনি আল্লাহ পাকের মহান বাণী-
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. এর

বাস্তব নমুনা। সর্বদাই তিনি মুরাকাবা তথা আল্লাহ পাকের ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। দারুল উলুম দেওবন্দে অধ্যয়নকালে তিনি শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহঃ)-এর অত্যন্ত স্নেহের পাশে পরিণত হয়েছিলেন। হজুর ছিলেন ফানা ফিশশায়খের গুণে গুণান্বিত। তিনি একমাত্র ধীনের স্বার্থে নিজের পৈতৃক ভিটেবাড়ী ত্যাগ করে অন্যত্র বাড়ী নির্মাণ করেন। যা সত্যিই এক বিরল ত্যাগের নিদর্শন। ফুলবাড়ীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান হয়েও তাঁর জীবন ছিল একদম সাদাসিদ্দে।

সাবেক সংসদ সদস্য মাওঃ উবায়দুল হক (রহ.)

সাবেক সংসদ সদস্য শায়খুল হাদিস মাওলানা উবায়দুল হক সাহেব (রহ.) বলেন-আমি যখনই হজুরের খেদমতে আসতাম তখন তিনি আমাকে ফিকহের মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। সব সময় তিনি মাসায়েলের আলোচনার প্রাধান্য দিতেন। তাঁর জীবনে সুন্নতের অনুসরণ এবং ফিকহের গভীর পাণ্ডিত্য উভয়গুণের অপূর্ব সমাগম ছিল।

মাওলানা আব্দুল আযিয দয়ামিরী (রহ.)

সিলেট দারুস সালাম মাদ্রাসার শায়খুল হাদিস ও মুহতামিম মাওলানা আব্দুল আযিয দয়ামিরী সাহেব(রহ.) একটি ঘটনার স্মৃতি চারণ করে বলেন-শায়খে ফুলবাড়ী তাঁর সময়কার প্রবীণ উলামায়ে কেরামের কাছেও অত্যন্ত স্নেহের পাশে ছিলেন। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। পাকিস্তান আমলে কোন এক জায়গায় ওয়াজ মাহফিল থেকে ফেরার পথে মুফতী মাহমুদ (রহঃ), ইউসুফ বিনোরি (রহ.) এবং শায়খে ফুলবাড়ী একই গাড়ীতে ছিলেন। গহরপুরী হজুর ও সাথে ছিলেন। শায়খে ফুলবাড়ী বয়স ও আকৃতিতে ছোট ছিলেন তাই মুফতী সাহেব এবং বিনোরি (রহ.) একজন আরেকজনের কুলে তাকে দেয়া নেয়া

করেন। এভাবে খুব আনন্দ ফুটির সাথে তারা রাত্তার সময় কাটান। বাড়ীর কাছে গাড়ী আসার পর উল্লেখিত বুয়ুর্গান শায়খে ফুলবাড়ীর বাড়িতে কিছু সময় কাটান। তখন হযরতের দ্বিতীয় ছেলে হাসসানকে তাদের কাছে নিয়ে আসেন। তখনও হযরত ইউছুফ বিনোরী (রহ.) রসিকতার সহিত বলেন-“বাচ্চা কা লাড়কা বাচ্চা হায়”। মাওঃ আব্দুল আযীয দয়ামীরী সাহেব হযরত শায়খের পরিবার সম্পর্কে বলেন, হজুর যখন বাঘা মাদ্রাসায় উস্তাদ ছিলেন তখন সপরিবারে বাঘায় অবস্থান করেন। আমি হযুরের ঘরে থেকেই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করি। আমি যতদিন হজুরের ঘরে ছিলাম কোন দিনই মুহতারামা আম্মাকে (উনার স্ত্রী) ঘরের বাইরে দেখিনি এমনকি পাশের কামড়ায় থাকা সত্ত্বেও আমি কোন দিনই তাঁর কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পাইনি। অনুরূপভাবে ঢাকাদক্ষিণ মাদ্রাসায় অবস্থান কালে আমি হজুরের ঘরে ছিলাম। কোনদিন মুহতারামা আম্মাকে ঘরের বাইরে দেখিনি। সত্যিই, হজুর ছিলেন আশিয়ায়ে কেরামের উত্তরসূরী, তাঁর ব্যক্তি জীবন তথা গোটা জীবনটাই ছিল সাহাবাওয়ালা জিন্দেগীর বাস্তব নুমনা।

কোরআন, হাদিস আরবি সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যে শায়খের অপূর্ব দক্ষতা ছিল। তাঁর বক্তৃতার মধ্যেই হৃদয়ের গভীরে সুগু জ্ঞান ও প্রজ্ঞার গভীর আভাস ফুটে উঠত। এই মহান মনীষী নিজেকে যেমন লুকিয়ে রেখেছিলেন, তদ্রূপ দুঃখজনক হলে ও সত্য আমাদের সমাজে গুণীজনদের প্রকৃত মূল্যায়ন করা হয়না। শায়খের মত প্রজ্ঞাবান প্রত্যুৎপন্নমতি আলেম যদি বাংলাদেশ তথা আজমে জনগৃহণ না করে আরব দেশে জনগৃহণ করতেন তাহলে হযরত তাঁকে যুগের ‘ইবনে হাজার আসকালানী’ আখ্যায়িত করা হত।

উল্লেখ্য বিগত ৫ জুলাই ২০০১ইং মোতাবেক ২২ আষাঢ় ১৪০৮ বাংলা, ১৩ই রবিউস সানি ১৪২২ হিজরী রোজ বৃহস্পতিবার শায়খে ফুলবাড়ী মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও দোয়ার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আল্লামা নুরুদ্দীন আহমদ গহরপুরী (রহঃ)। উক্ত সভায় উল্লেখিত উলামায়ে কেরাম উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। উক্ত সভায় মাওলানা উবায়দুল হক (রহ.) সাবেক সাংসদ, মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ শায়খে তুভুগাও, মাওঃ আব্দুল আযীয দয়ামীরি(রহ.), মাওঃ মুস্তাকিম আলী, মুহাদ্দীস আব্দুরা মাদ্রাসা, মাওঃ সিরাজুদ্দীন বড়দেশী এবং মাওঃ আব্দুস সালাম শায়খে বাগরখলীসহ অনেক উলামায়ে কেরামের উপস্থিতি হয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থে শায়খে ফুলবাড়ীর জীবন ও কর্মের উপর তাদের মুখ নিসৃত অনেক মূল্যবান কথা উল্লেখ আছে।

ফেদায়ে মিল্লাত আসআদ মাদানী (রাহ.)

ফেদায়ে মিল্লাত আসআদ (রাহ.) শৈশব থেকেই শায়খে ফুলবাড়ীকে কুতবে আলম (রাহ.) এর সাথে দেখে আসছিলেন। পিতার একজন সুযোগ্য খলীফা হিসেবে তিনি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

শায়খে ফুলবাড়ী যখন 'সত্যের মাপকাটি' গ্রন্থ লিখে বাংলাভাষীদের মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। সে সময় ভারতের উর্দুভাষী মুসলমানগণ তাঁর কাছে ঐ গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ করার জন্য জোর আবেদন জানান। তখন তিনি সফরের মধ্যেই সার সংক্ষেপ উর্দুতে লেখে দেন। সাথে সাথে ফেদায়ে মিল্লাত মাদানী (রাহ.) সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্ববহ একটা বাণী লিখে দেন। যার সার কথা হল "হামদ ও সালাতের পর। হযরত মাওলানা আব্দুল মতির চৌধুরী সাহেব অতি উচ্চস্থরের বিষয়বস্তু রচনা করেছেন। আল্লাহ কবুল করুন। ইসলাম ও মুসলমানদের সঠিক পথ নির্দেশের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমীন। আসআদ গাফারলাহ্"

শায়খে ফুলবাড়ী (রাহ.) ১৯৮২ সারে ভারতের আসাম রাজ্যে সফর করেছিলেন। অনেক মাদ্রাসায় তাঁর ভক্তিময় আতিথেয়তা হয়। সফর সূচীর স্মৃতি চারণ করে শেষে লিখেছেন, ৮নং সভা ৯/৩/১৯৮২ ইংরেজী হুজাই জালালিয়া মাদ্রাসা। যেখানে ছাহেবজাদা আছাদ মদনী বক্তা হিসাবে প্রথম ছিলেন এবং আমি দ্বিতীয়। এই সভায় মন্ত্রীগণের একদল ছিল। তাহাদিগকে ছাহেবজাদা এবং আমার পরে বক্তা হিসাবে স্থান দেওয়া হয় এবং সভাপতিত্ব করেন মাওলানা আহমদ আলী।

মাওলানা আব্দুল হক শায়খে গাজীনগরী (দা.বা)

কুতবে আলম হযরত মাদানী (রাহ.) এর অন্যতম খলীফা মাওলানা আব্দুল হক শায়খে গাজীনগরী বলেন, আমি হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রাহ.) এর শাগরিদ। তিনি যখন হবিগঞ্জ রায়ধর মাদ্রাসায় তালিমের খেদমতে ছিলেন তখন আমি হযরতের শিষ্যত্ব গ্রহণে ধন্য হই। তিনি রাসূলে পাক (সাঃ) এর সুন্নতের আশিক ছিলেন। সুন্নতের ইত্তেবার বদৌলতেই তিনি আল্লাহ পাকের একজন খাটি ওলীতে পরিণত হয়েছিলেন।

ফেদায়ে মিল্লাত আসআদ মাদানী (রাহ.)

ফেদায়ে মিল্লাত আসআদ (রাহ.) শৈশব থেকেই শায়খে ফুলবাড়ীকে কুতবে আলম (রাহ.) এর সাথে দেখে আসছিলেন। পিতার একজন সুযোগ্য খলীফা হিসেবে তিনি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

শায়খে ফুলবাড়ী যখন 'সত্যের মাপকাটি' গ্রন্থ লিখে বাংলাভাষীদের মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। সে সময় ভারতের উর্দুভাষী মুসলমানগণ তাঁর কাছে ঐ গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ করার জন্য জোর আবেদন জানান। তখন তিনি সফরের মধ্যেই সার সংক্ষেপ উর্দুতে লেখে দেন। সাথে সাথে ফেদায়ে মিল্লাত মাদানী (রাহ.) সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্ববহ একটা বাণী লিখে দেন। যার সার কথা হল "হামদ ও সালাতের পর। হযরত মাওলানা আব্দুল মতির চৌধুরী সাহেব অতি উচ্চস্থরের বিষয়বস্তু রচনা করেছেন। আল্লাহ কবুল করুন। ইসলাম ও মুসলমানদের সঠিক পথ নির্দেশের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমীন। আসআদ গাফারলাহ্"

শায়খে ফুলবাড়ী (রাহ.) ১৯৮২ সারে ভারতের আসাম রাজ্যে সফর করেছিলেন। অনেক মাদ্রাসায় তাঁর ভক্তিময় আতিথেয়তা হয়। সফর সূচীর স্মৃতি চারণ করে শেষে লিখেছেন, ৮নং সভা ৯/৩/১৯৮২ ইংরেজী হুজাই জালালিয়া মাদ্রাসা। যেখানে ছাহেবজাদা আছাদ মদনী বক্তা হিসাবে প্রথম ছিলেন এবং আমি দ্বিতীয়। এই সভায় মন্ত্রীগণের একদল ছিল। তাহাদিগকে ছাহেবজাদা এবং আমার পরে বক্তা হিসাবে স্থান দেওয়া হয় এবং সভাপতিত্ব করেন মাওলানা আহমদ আলী।

মাওলানা আব্দুল হক শায়খে গাজীনগরী (দা.বা)

কুতবে আলম হযরত মাদানী (রাহ.) এর অন্যতম খলীফা মাওলানা আব্দুল হক শায়খে গাজীনগরী বলেন, আমি হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রাহ.) এর শাগরিদ। তিনি যখন হবিগঞ্জ রায়ধর মাদ্রাসায় তালিমের খেদমতে ছিলেন তখন আমি হযরতের শিষ্যত্ব গ্রহণে ধন্য হই। তিনি রাসূলে পাক (সাঃ) এর সুন্নতের আশিক ছিলেন। সুন্নতের ইত্তেবার বদৌলতেই তিনি আল্লাহ পাকের একজন খাটি ওলীতে পরিণত হয়েছিলেন।

আল্লামা আহমদ আলী বাশকান্দি (রহ.)

শায়খুল ইসলাম মাদানী (রাহ.) এর অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের খলীফা খ্যাতিমান হাদিস বিশারদ আল্লামা আহমদ আলী বাশকান্দি (রাহ.) খুবই আন্তরিকতার সাথে শায়খে ফুলবাড়ীর প্রশংসা করতেন, করিমগঞ্জ মাইজডিহির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, শায়খে বাসকান্দির মুরীদ দেওয়ান আব্দুল মুনিম চৌধুরী বলেন, শায়খে ফুলবাড়ী যখন করিমগঞ্জ যেতেন তখন শায়খ বাশকান্দি একদম আবেগাপ্ত হয়ে যেতেন। একদিন আমাকে বলেন উচ্চ বংশের হলেই মানুষ মনে করে আয়েশ আর বিলাসিতার জীবন কাটানো, অথচ ভদ্র ও উচ্চ পরিবারের মধ্যে নবী রাসূলগণের জন্ম হয়েছে। আমাদের ভারতের চৌধুরী বংশের মধ্যে কত ওলী আওলিয়ার আবির্ভাব হয়েছে। ঐ দেখ ফুলবাড়ীর এক ‘চৌধুরী’ মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব মুসলিম সমাজে কি জিহাদি জজবা এবং ইমানী জাগরণ সৃষ্টি করেছেন’।

অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ তাহের (রহ.)

কেলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক, জামিয়া ইসলামিয়া মাদানীনগর কেলকাতার প্রিন্সিপাল প্রখ্যাত সাহিত্যিক মাওলানা মুহাম্মদ তাহের (রাহ.) এর সাথে শায়খে ফুলবাড়ীর খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁকে কয়েকবার কেলকাতা মাদ্রাসায় দাওয়াত করে নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, তারা উভয়ই মাদানী (রাহ.) এর খলীফা ও শিষ্য। মুহাম্মদ তাহের সাহেব বাংলা সাহিত্যে খুবই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় কোরআন শরীফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখেছেন। যা তফসিরে তাহেরী নামে প্রকাশ হয়েছে। শায়খে ফুলবাড়ীর মধ্যে ও অপূর্ব সাহিত্য প্রতিভা ছিল, যা তাঁর রচিত ‘সত্যের মাপকাঠি’ গ্রন্থে ফুটে উঠেছে। মুহাম্মদ তাহের সাহেব তাঁর বন্ধুর রচিত গ্রন্থ সম্পর্কে অত্যন্ত আবেগ ও হৃদয়তাপূর্ণ কয়েকটি কথা শায়খের ডায়েরীতে লিখেছিলেন। যা এখানে প্রদত্ত হল “ইসলামের সাহায্যার্থে ইসলাম বিধ্বংসি ফিৎনা সম্পর্কে মুসলমানদিগকে অবহিত এবং সতর্ক করা হক্কানী আলিমদের বিশেষ দায়িত্ব এবং কর্তব্য। হযরত মাওলানা চৌধুরী আব্দুল মতিন সাহেবের “সত্যের মাপকাঠি” বইখানা এই পুণ্য প্রচেষ্টার একটি বিশেষ উপাদেয় এবং প্রশংসনীয় অবদান, সন্দেহ নেই। দ্বীনে ইসলামের সাহায্যে বইখানা প্রকাশ এবং বহুল প্রচারে ইসলাম দরদী বন্ধুদের উদার চিন্তে সাহায্য সহযোগিতা পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করি”।

ইতি-

মুহাম্মদ তাহের ১৮-৩-৮২ইং

শায়খুল হাদিস মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী জামিয়া শারিয়া মালিবাগ মাদ্রাসার শায়খুল হাদিস ও মুহতামিম, প্রখ্যাত সাহিত্যিক মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ সাহেব অত্যন্ত সংক্ষেপে হলেও খুবই তাৎপর্যবহ কয়েকটি কথা বলেছেন তাঁর রচিত সাড়া জাগানো “বৈচিত্রের মাঝে ঐক্যের সুর” গ্রন্থের ৩০৫পৃষ্ঠায়। তিনি লিখেছেন- “মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী হযরত মাদানীর বিশিষ্ট খলীফা। বাগীতায় ও সত্য প্রকাশে নির্ভীক কণ্ঠ হিসেবে প্রসিদ্ধ, জমিয়ত নেতা”।

হযরত মাওলানা মুস্তাকিম আলী

বিয়ানিবাজার জামেয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মাদ্রাসার বিশিষ্ট মুহাদ্দীছ হযরত মাওলানা মুস্তাকিম আলী সাহেব বলেন আমি স্বপ্নে দেখি “হযরত শায়খে ফুলবাড়ী খাটের উপরে বসে আছেন আর এই কামড়াই তাঁর পার্শ্বে মাটিতে বসে আছেন হযরত শায়খে বর্ণভী (রহ.)”। আমি হযরত শায়খে ফুলবাড়ীর কাছে উক্ত স্বপ্নের বর্ণনা দেই। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন শায়খে বর্ণভী হেফাজতে ইসলামের মাধ্যমে দ্বীনের খেদমতে করে নিজের মধ্য হতে সর্বপ্রকার আমিত্ব বড়ত্ব দূর করে দিয়েছেন। তিনি একদম মাটি হয়ে গেছেন। তাইতো তিনি মাটিতেই বসে আছেন। আর আমি যেহেতু চৌধুরী খান্দানের মানুষ তাই আমার মধ্যে অহংকার আছে, আমি মাটি হতে পারিনি। তাই আমি চৌকির উপরে বসে আছি।

কিছুদিন পর আমি উক্ত স্বপ্ন হযরত বর্ণভীকে শুনাই। তিনি স্বপ্ন শুনে বললেন এর তাবীর হল শায়খে ফুলবাড়ী তাবলীগ জামাতে শরিক হয়ে দ্বীনের যে খেদমত করেছেন, এর বদৌলতে আব্বাহ পাক তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। “তাই তিনি খাটের উপর বসে আছেন। পক্ষান্তরে ইসলামের খেদমতে আমি শায়খে ফুলবাড়ীর পর্যায়ে পৌছতে পারিনি তাই আমাকে মাটির উপর বসা দেখেছেন।” হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) গোটা জীবন ইসলামের খেদমত করে গেছেন, কিন্তু তাঁর এসব খেদমতের মধ্যে কোন প্রকার অহংকার দেখাননি। সদা সর্বদা বিনয়ী থাকতেন। এই মহৎ গুণটি উল্লেখিত স্বপ্নের ব্যাখ্যায় ফুটে উঠেছে।

হযরত মাওলানা মাহবুবুর রহমান মোবারকপুরী

সিলেট মদীনা তুল উলুম দারুসসালাম মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মাহবুবুর রহমান মোবারকপুরী সাহেব একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বপ্নের বর্ণনা তিনি এভাবে দিয়েছেন “আমি হযরত বর্ণভী (রহ.) এর কাছে মুরীদ ছিলাম। তাহার ইন্তেকালের পর চিন্তা করতে থাকি এখন কোন ব্যক্তির সাথে সুলুক ও তাসাউওফের সম্পর্ক রাখব। এ চিন্তা নিয়ে এক রাতে ঘুমিয়ে পড়ি। তখন স্বপ্নে দেখি এক স্থানে তাবলীগী ইজতেমা হচ্ছে। ইজতেমা দেখে আমি সেখানে যাই। গিয়ে দেখি হযরত শায়খুল ইসলাম হোসাইন মাদানী (রহ.) বয়ান দিতেছেন। আমাকে দেখা মাত্র নির্দেশ দিলেন এই দিকে যাও, তাঁর নির্দেশ মোতাবেক আমি সেদিকে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি এক কামড়ার মধ্যে হযরত শায়খে ফুলবাড়ী গুয়ে আছেন। তাঁর চেহারা নূরে ঝলমল করতেছে। অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে তিনি তিলাওয়াত করিতেছেন। আমি স্বপ্নের মধ্যেই ভাবতে থাকি তাহলে তো মদনী (রহ.) শায়খে ফুলবাড়ীর সাথেই সম্পর্ক রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এই ভাবনার মধ্যেই স্বপ্ন ভেঙে যায়।

শাহ আব্দুল মতিন ছাহেব (রহ.)

সিলেট জেলার তাবলীগ জামাতের শীর্ষস্থানীয় মুরব্বী মুহতারাম শাহ আব্দুল মতিন ছাহেব (রহ.) বলেন, শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) এর জীবদ্দশাতে একদিন স্বপ্নে দেখি ফুলবাড়ী মসজিদের সম্মুখস্থ বড় মোকামের একস্থানে দাঁড়িয়ে শায়খে ফুলবাড়ী এই বাক্যটি উচ্চারণ করিতেছেনঃ “উম্মাতুন মুসলিমাতুন ও রাব্বুন গাফুরুন” পরবর্তীতে এই স্থানের মধ্যেই হযরতের দাফন হয়।

মাওলানা মুফতী শামছুযযুহা

মৌলভিবাজার জামেয়া দীনিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস (সাবেক মুহাদ্দিস, দারুল উলুম মাদ্রাসা) মাওলানা মুফতী শামছুযযুহা সাহেব বলেন- তিরানি সালের কথা, আমি বাড়ী যাওয়ার পথে ছাতক বাজার যাওয়ার পর হঠাৎ দেখি মসজিদে শায়খে ফুলবাড়ী বসে আছেন। আমি সালাম করে পরিচয় দিলাম। আমাকে বললেন তিনি এক ওয়াজ মাহফিলে যোগদান করবেন। আমি বললাম উক্ত মাহফিল আমার বাড়ীর পাশেই। আমি তাঁকে নিয়ে বাড়ীর দিকে চললাম। তখন অনেক কথা বললেন। এক পর্যায়ে বলেন “ আমি ১৯৮১ ইংরেজীতে যখন ভারত সফরে গেলাম তখন অনেক উলামায়ে কেরাম আমাকে আমার রচিত

গ্রন্থ “সত্যের মাপকাঠি” উর্দু ভাষায় লেখার অনুরোধ করেন। তখন আমি সফরের মধ্যে সপ্তাহ খানিকের ভিতরে উর্দু ভাষায় লিখা সম্পন্ন করি।” (মুফতী সাহেবের কথার প্রতিধ্বনি হযরত শায়খের ডায়রীতে ফুটে উঠেছে— “২২/১/৮৪ইং মাওলানা শামছুযুহা, পোঃ ছাতক বাজার, সাং ছাটিবহর, যিনি মৌলভীবাজার সিরাজুল ইসলাম ছাহেবের দারুল উলুম মাদ্রাসায় পড়ান। তিনি আমাকে ছাতক বাজার হইতে তাহার গ্রামের বাড়িতে নিয়েছিলেন। বড় কষ্ট করে তাহার কাঁধে উঠাইয়া আমাকে নিয়ে যান। সেজন্য আমি অতি গুরু গুজার।” উল্লেখ্য উর্দু ভাষায় তার অতি তথ্য সমৃদ্ধ গুরুত্ববহ প্রবন্ধ নিবন্ধ মাযামিনে আলিয়া নামে প্রকাশ হয়েছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে ফেদায়ে মিল্লাত আসআদ মাদানী (রাহ.) এর অভিমত উল্লেখ আছে)।

বদরীর আতাউল গনি ওসমানি

শায়খে ফুলবাড়ী যেমন দেশের সাধারণ জনতার আপনজন ছিলেন, তদ্রূপ জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গনি ওসমানি সাহেব শায়খের বাড়ীতে কয়েকবার এসেছিলেন। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে তাঁর সাথে কথা বলেন। দেশ ও জাতির কল্যাণে শায়খে ফুলবাড়ীর উপদেশ বাণী ওসমানি সাহেব অত্যন্ত মনযোগ সহকারে শ্রবণ করেন।

বিচারপতি আবু সালামান চৌধুরী

আবু সালামান চৌধুরী বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান বিচারপতি ছিলেন। শায়খে ফুলবাড়ী এম,সি একাডেমীতে অধ্যয়নকালে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তারা উভয়ই তাদের একত্র শৈশব জীবনের কথা স্মরণ করতেন। একদিন বিচারপতি সাহেব শায়খে ফুলবাড়ীর মসজিদে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি বলেন আপনি তো উভয় জাহানের সফলতা লাভে ধন্য। আপনার সম্মান কোন দিনই শেষ হবেনা। বিচারপতি সাহেব অত্যন্ত আবেগময় কণ্ঠে বলেন ‘আমি যতদিন বিচারালয়ের আসনে আসীন থাকব ততদিনই মানুষ আমাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে, দাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাবে। কিন্তু যখন আমার চাকুরী শেষ তখন এই সম্মান শেষ। প্রকৃত কথা এই সম্মান দেখানো হয় এই চেয়ারকে, আমাকে নয়’। এভাবেই সহপাঠী শায়খে ফুলবাড়ীর সাথে কথা বলতে থাকেন এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা পেশ করতে থাকেন।

মাওঃ যুবের আহমদ চৌধুরী

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রসৈনিক ডাক্তার মুর্তাজা চৌধুরীর একমাত্র ছেলে, শায়খে ফুলবাড়ীর রেহম্য খলীফা মাওলানা যুবের আহমদ চৌধুরী বলেন, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা ডাক্তার মুর্তাজা চৌধুরী ১৯৬৪ সালে হজ্জ পর্ব সমাপন করে ১৯ জুন দেশে প্রত্যাবর্তন করে সিলেট মুসলিম হোটেলের উপস্থিত হন। তখন আল্লামা শায়খে ফুলবাড়ী (রাহ.) আল্লামা রিয়াছত আলী চৌগরী (রাহ.) মাওলানা আশরাফ আলী বিশ্বনাথী (রাহ.) এবং হোটেল প্রোপ্রাইটর মৌলভী মোজ্জামিল আলীসহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁকে স্বাগত জানান। সে সময় দীর্ঘ মোনাজাতে সহিত আল্লামা শায়খে ফুলবাড়ী ডাঃ সাহেবকে খেলাফত প্রদান করেন।

মাওলানা আমিনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া (দা.বা)

কুতবে বাঙ্গাল আশিকে হযরত মাদানী (রাহ.) মাওলানা আমিনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া (দা.বা.) বলেন, হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রাহ.) হযরত মাদানীর হাতে গড়া সন্তান। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে অত্যন্ত সুনামের সহিত যখন লেখাপড়া শেষ করে গোলাপগঞ্জ বাঘা মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন তখন আমি হযরতের কাছে ফিকহে হানাফির উচ্চস্থরের কিতাব 'কুদুরী' অধ্যয়ন করি। দারস প্রদান কালে হযরত অত্যন্ত তাহকিকের সহিত তাকরির দিতেন।

মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ শায়খে তুড়ুগাও (দা.বা)

শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী (রাহ.) এর অন্যতম সাগরিদ আল্লামা আব্দুল করিম শায়খে কৌড়িয়া (রাহ.) এর জলিলুল কদর খলীফা গোলাপগঞ্জ চৌমুহনি জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ শায়খে তুড়ুগাও (দা.বা.) বলেন, আল্লামা শায়খে ফুলবাড়ী গোলাপগঞ্জের এক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন, তদ্রূপ ধীনে ইলাহীর পথের ও একজন উচ্চ মানের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যেহেতু তিনি আমাদেরই এলাকার তাই তাঁর উচ্চ মাকাম স্থানীয় অনেক মানুষ এমনকি তাঁর অনেক আত্মীয় স্বজন উপলব্ধি করতে পারেননি। হযরতের জানাযায় যখন অগণিত জনতার ঢল নেমেছিল সেদিন সবাই বুঝতে পেরেছিল আমরা কি ধন হারালাম। হযরত প্রায় সফরে থাকতেন। বাড়িতে আসার যখন সংবাদ পেতাম তখন সুরমা নদীর তীরবর্তী সড়ক দিয়ে তাঁর বাড়ীতে যেতাম। তখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা শুন্য সৌভাগ্য হত।

ডাঃ মুজিবুর রহমান

গোলাপগঞ্জ উপজেলা হাসপিটালের সাবেক চিকিৎসক জনাব ডাক্তার মুজিবুর রহমান সাহেব বলেন, আমি শায়খে ফুলবাড়ীকে সেদিন চিনতে পেরেছি যেদিন তাঁর অসুস্থতাকালীন সময়ে বাড়ীতে গিয়ে তাঁর বুকের উপর স্টেটোস্কোপ লাগিয়ে পরীক্ষা করি তখন কি আশ্চর্য শরীরে কোন রোগই নেয় বরং তাঁর হৃদ স্পন্দনের সাথে সাথে আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির হচ্ছে। যা আমি নিজ কানে শুনেছি। তখনই আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি। কিন্তু সেই চেনাটা ছিল তখনই যখন তাঁর বিদায়ের পালা এসে গেল।

মাওলানা সিরাজুল হক চৌধুরী

গোলাপগঞ্জের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন রিয়াছাতুল উলুম মাদ্রাসাতুল বানাতের মুহতামিম শায়খের অন্যতম মুরীদ মাওলানা সিরাজুল হক চৌধুরী বলেন, আমি যখন রানাপিং মাদ্রাসায় জালালাইনে পড়ি তখন এক রাতে স্বপ্নে দেখি আমি নিজ কামড়ায় একখানা তাফসীর গ্রন্থ নিয়ে বসে আছি। আর হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) আমাকে তাফসীর পড়াচ্ছেন। গোটা কামড়া আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। স্বপ্ন দেখার কিছু দিন পর আমি হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) এর খেদমতে চলে যাই। স্বপ্নের বর্ণনা দেই। হযরত স্বপ্ন শুনে বললেন তোমাকে মুরীদ হয়ে ইছলাহ ও তায়কিয়ায় ব্রতী হতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম, শুনেছি আপনি ছাত্রদেরকে মুরীদ করেন না। তিনি বললেন, হ্যাঁ এটা ঠিক, তবে তুমি এর ব্যতিক্রম। তখনই হযরতের হাতে বায়াত গ্রহণ করি। শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল হৃদয়ের মানুষ। আমাকে বলতেন সুনামগঞ্জের হাফিজ আব্দুল হান্নান আর তোমাকে সবচেয়ে বেশী মহক্বত করি। একদিন বললেন, আজ আমি তোমার বাড়ীতে যাব। আমি রসিক সুরে বললাম আমার বাড়ীতে নিয়ে আপনাকে বসাব কোথায়? হযরত বললেন না, আমি তোমার বাড়ীতে যাবই। হযরতের আগ্রহে আমি খুবই খুশী হলাম। একদিন বাড়ীতে নিয়ে গেলাম। যাওয়ার পর অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বলেন, এইতো তোমার কত সুন্দর বাড়ী। হযরতের সেই আনন্দমাখা চেহারা আমার স্মৃতি পটে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। তাবলীগ জামাত সম্পর্কে তিনি বলেন, এই জামাতে শরীক হয়ে রাসূলে পাক (সঃ) এর সীরাত ও সুন্নাতের মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছি। শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) দীর্ঘদিন তাবলীগ জামাতে সময় দিয়েছিলেন। এই মোবারক জামাতের প্রতি তাঁর হৃদয় নিঃড়ানো আবেগ দেখে আমিও আলহামদুলিল্লাহ অদ্যাবধি সময় লাগানোর চেষ্টা করি।

এক মাহফিলের মধ্যে হযরতের সাথে ছিলাম। সেখানে বিশ্রামের জন্য স্থান সংকুলান হচ্ছে না। তখন হযরত বললেন, 'তুমি আমার কাছে এসো, আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়'। তাঁর বুকের উপর আমার মাথা রাখতেই আর ঘুম আসেনি। কারণ তাঁর সিনা থেকে কেবল আল্লাহ্ আল্লাহ্ আওয়াজ শুনতে পাই।

মাওলানা ফারুক আহমদ

জকিগঞ্জ থানাধীন গদিরাশি জামিয়া রক্বানিয়ার মুহতামিম হযরত শায়খে কাতিয়ার খলীফা মাওলানা ফারুক আহমদ সাহেব বলেন, আমি রানাপিং মাদ্রাসায় যখন পড়তাম তখন শায়খে ফুলবাড়ীর বাড়ীতে কিছু দিন ছিলাম। হযরতের কাছে নাহ্ ছরফের কিতাব পড়েছি। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন আরবি ছিগা (পদ) জিজ্ঞাসা করতেন তখন সঠিক উত্তর দিলে অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। হযরতের ছাহেব যাদা মাওঃ হাসসান আহমদ চৌধুরীর সাথে তাকরার করতাম। ছাত্রদের প্রতি হযরত অত্যন্ত দয়ালু ও যত্নবান ছিলেন। আমি গহরপুর মাদ্রাসায় যখন পড়ার ইচ্ছা করলাম তখন তিনি একটি চিঠি লিখে বললেন এটা গহরপুরী মুহাদ্দীস সাহেবকে দিবে। আমি চিঠিখানা গহরপুরী হুজুরের কাছে পৌঁছে দেই। তিনি অতি মনোযোগের সহিত চিঠিটি পড়লেন। এরপর বললেন “মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে যাও”। এই মোবারক পত্রটি এখনো আমার কাছে আছে। হযরত ছিলেন অত্যন্ত অধ্যয়ন প্রিয়। একদিন বলেন আমি তরজমায়ে শায়খুল হিন্দ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পনের দিনে শেষ করেছি। আমাকে একদিন বললেন তুমি আজ মাগরিবের জামাতেই ইমামতি করবে। নির্দেশ মতে আমি নামাজ পড়লাম। নামাজ শেষে বললেন তুমি ছহ্ ছেজদা দিলে না কেন? দ্বিতীয় রাকাতের বৈঠক লম্বা করেছ। আমি বললাম আস্তাহিয়াতু একটু লম্বা ও ধীরে ধীরে পড়েছি। তখন বললেন নামাজের প্রতিটি রুকনের মধ্যে কুফু বজায় রাখাও নবীজীর সুন্নত। অর্থাৎ প্রত্যেক রুকনের মধ্যে বাহ্যিক সমতার দিকে খেয়াল রাখাও নবীজীর সালাত আদায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

সুন্নাহর অনুসরণ ছিল শায়খের জীবনের মহান মিশন। একদিন হযরতের সাথে ফুলবাড়ী জামে মসজিদে যাই। গিয়ে দেখি জামাতে নামায শেষ হয়ে গেছে। তখন খুব আশ্চর্য করলেন। উপস্থিত মুসল্লিবৃন্দ দোয়া করার আবেদন করলেন তখন অত্যন্ত ক্রোধের সহিত বলেন, জামাতে নামায আদায় করতে পারিনি, দোয়া কিভাবে কবুল হবে।

‘বর্তমান যুগের কুতবে আলম’ একদিন আমি সাহস করে বললাম হযুর! মাদানী (রাহ.) এর ইন্তেকালের পর কুতবে আলম হিসেবে বর্তমানে কে আছেন? তখন বললেন মাওলানা আসাদ মাদানী ‘বর্তমান যুগের কুতবে আলম’। ‘আরবী

সাহিত্যের অপূর্ব পাণ্ডিত্য' শায়খে ফুলবাড়ী আরবি ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। জুমআর খুতবা ও মুনাজাতের মধ্যে তা ফুটে উঠত। শায়খে কতিয়ার একজন মুরীদ আমাকে বলেছেন, কুতবে আলম (রাহ.) এর ইস্তে কালের পর নয়া সড়ক মসজিদে বিশাল সম্মেলন হয়েছিল। সেখানে সমস্ত উলামায়ে কেরাম শায়খে ফুলবাড়ীকে মুনাজাত করার অনুরোধ করেন। তখন তিনি আরবী ভাষায় দীর্ঘ সময় মুনাজাত করেন। মনে হয়েছে তিনি কোন আরব দেশ থেকে এসেছেন'।

মাওলানা শায়খ সিরাজুদ্দীন বড়দেশী

সিলেট কাম্বেসুল উলুম দরগা মাদ্রাসার প্রবীণ মুহাদ্দিস হযরত শায়খে ফুলবাড়ীর খাস খলীফা মাওঃ সিরাজুদ্দীন বড়দেশী সাহেব বলেন-হযরত শায়খে ফুলবাড়ী যখন ঢাকা দক্ষিণ হোসাইনিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন তখন এর পরের বছরই হযরত আমাকে সেখানে শিক্ষকতার জন্য নির্দেশ দানে। আমি নির্দেশ পালনার্থে কিছু দিন শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকি। উক্ত বৎসরই মাদ্রাসার ময়দানে বিরাট ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বাদ যোহর আল্লামা মোশাহিদ বায়োমপুরী (রহ.) বয়ান শুরু করেন। দীর্ঘ সময় বয়ান দেওয়ার পর হযরত শায়খে ফুলবাড়ী তাঁকে বলেন হযরত মাদ্রাসা একদম নতুন, গরীবী হালত তাই চাঁদা তথা ছদকা খায়রাতের জন্য কিছু বয়ান পেশ করুন। তখন বায়োমপুরী (রহ.) বলেন আমি চাঁদা উঠানোর জন্য বয়ান দেইনা। কিছু সময় পর আবার হযরত শায়খে ফুলবাড়ী এ কথা বললেন। বায়োমপুরী (রহ.) আগের মত জওয়াব দেন। তৃতীয়বার বায়োমপুরী (রহ.)কে বললেন এখন আমি কিছু কথা বলব আমাকে মাইক প্রদান করুন। বায়োমপুরী (রহ.) তাঁকে মাইক দিয়ে দেন। তখন শায়খে ফুলবাড়ী সূরা আহযাবের ৭২নং আয়াত ইন্না আরাযনালা আমানাতা তিলাওত করে বয়ান শুরু করেন। এমন বয়ান দিতে লাগলেন মনে হয়েছে যেন তাঁর মুখ থেকে মনি মুক্তা বের হচ্ছে। আয়াতের শেষাংশে 'যালুমান জাহলা' শব্দদ্বয়ের অপূর্ব বিশ্লেষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন "যার মধ্যে আদল ও ইনসাফের যোগ্যতা আছে তাকেই আল্লাহ্ পাক যালুম বলেছেন। এভাবে যার মধ্যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার যোগ্যতা আছে তাকে আল্লাহ্ পাক জাহল আখ্যায়িত করেছেন। বিষয়টি এরকম যেমন একজন মানুষ চোখ দিয়ে দেখতে পারে না তাই তাকে অন্ধ বলা হয়। কিন্তু ঘরের দেয়ালকে কখনও অন্ধ বলা যাবে না। কারণ ইহার মধ্যে সৃষ্টিগত ভাবে দর্শনের কোন যোগ্যতা এবং শক্তিই নেই।" হযরত এক দিকে বয়ান দিতেছেন অপর দিকে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে এক বিরল অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হল। প্রত্যেকই সামর্থ অনুযায়ী এমনভাবে ছদকা খায়রাত

আরম্ভ করলেন যে, হযরত নিজেই বললেন আমরা এখন আছরের নামায আদায় করব। নামায আদায়ের পর আপনারা দান খয়রাত প্রদান করবেন। সেদিনকার এই ঘটনা হযরত শায়খের একটি কারামতই বলা যেতে পারে। হযরত শায়খ উচ্চ পর্যায়ের মুহাক্কিক আলিম ছিলেন, দরগা মাদ্রাসার শিক্ষা বর্ষ প্রারম্ভকালে আমি হযরতকে দিয়েই হাদিস শরীফের কিতাব মুয়াত্তার দারস শুরু করতাম।

সৈয়দ আনাস

জগন্নাথপুর থানাধীন সৈয়দপুর নিবাসী বর্তমান হংকং প্রবাসী জনাব সৈয়দ আনাস সাহেব বলেন, হযরত শায়খে ফুলবাড়ীর বয়ানের মধ্যে অত্যন্ত আছর ছিল। তিনি ঘুমের বিরুদ্ধে একদিন অত্যন্ত জোরালো বয়ান দিয়েছিলেন। সেই বয়ানটি আমার অন্তরে গভীর রেখাপাত করে। আমি তখন পুলিশ বিভাগে কর্মরত ছিলাম, এর পরই আমি হযরতের কাছে মুরীদ হই। হযরতের ইন্তেকালের পর একদিন আমি মাওলানা আব্দুল হক শায়খে গাজীনগরী ছয়ুরের কাছে মুরীদ হতে চাইলাম। আমি তাঁকে হযরত শায়খে ফুলবাড়ীর কাছে ও মুরীদ হওয়ার কথা বললাম। তখন তিনি বললেন “শায়খে ফুলবাড়ী (র.) আমার উস্তাদ। আমি আপনাকে মুরিদ করতে পারবনা। তবে হযরতের পক্ষ থেকে ওয়ীফা বাতলে দিতে পারব”। আমি অনুভব করলাম শায়খে ফুলবাড়ীর মাকাম অনেক উপরে।

মাওলানা আলী আকবর সিদ্দিক

আঞ্জুমানে তালিমুল কোরআনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কারিউল কোররা মাওলানা আলী আকবর সিদ্দিক শায়খে ভানুগাছী সাহেব বলেন, আল্লামা শায়খে ফুলবাড়ী কোরআন শরীফের একজন সত্যিকার আশিক ছিলেন। তিনি নিজেও তেলাওয়াতের মধ্যে লিপ্ত থাকতেন। অন্যদের কাছ থেকেও তেলাওয়াত শুনতে বেশ উদগ্রীব ছিলেন। আমি রেলযোগে হযরতের সাথে একদিন ছফরে ছিলাম। আমাকে নির্দেশ দিলেন কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করুন। আমি আম পারা তেলাওয়াত আরম্ভ করি। পূর্ণ পারাটি তিলাওয়াত করলাম। তিনি অত্যন্ত মনযোগ দিয়ে শুনতে থাকেন। দীর্ঘ এই সফরে অহেতুক একটা কথা ও বলেননি।

রৌশনারা চৌধুরী

আধ্যাত্মিক সম্রাট মৌলভী মোহাম্মদ আহমদ চৌধুরী (বড়পীর) ছাহেব রহ: এর কন্যা, গোলাপগঞ্জ রণকেলী নিবাসী হযরতের ভাগ্নি রৌশনারা চৌধুরী বলেন, ছোটবেলা প্রায়ই আমি মামীর কাছে থাকতাম। তখন মামার একগুটিও নামায দোয়া দরুদ দেখে তাঁর কাছে মুরীদ হয়েছিলাম। আমার স্বামী কুতুবুর রহমান চৌধুরী একজন ফরেষ্ট অফিসার ছিলেন। সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে থাকাকালীন সময়ে মামা প্রায়ই আমাদের বাসায় যেতেন। তখন সেখানে চোর ডাকাতির খুব উপদ্রব ছিল। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে বললাম তখন তিনি আমাকে বিশেষ একটি দোয়ার নির্দেশ দেন। আমি এই দোয়া সব সময় পড়তাম। একদিন রাতে আমাদের দারোয়ানের বাসায় ডাকাতি হয়, কিন্তু আমাদের বাসায় হয়নি। তখন লোকজন বলতে লাগলো অফিসারের বাসায় ডাকাতি না হয়ে দারোয়ানের বাসায় হল। তখন আমি তাঁর বাতলে দেয়া দোয়ার মাকবুলিয়াত অনুভব করতে পারলাম। তাহিরপুরে তাঁর প্রচুর মুরীদান ছিলেন। তিনি বাসায় গেলেই লোকজনের অনেক সমাগম হত। মামার ইন্তেকালের পর আমি একদিন স্বপ্নে দেখে “অত্যন্ত শানদার পোষাক পরে তিনি এসেছেন। তখন আমাকে দোয়া করার জন্য বললেন”। একটা বিষয় উল্লেখ করার মত, তাঁর বাড়ীতে সব সময় তাঁর নাতি নাতনীদেব সমাগম থাকত। কিন্তু এর পরও একটা শান্ত পরিবেশ বিরাজ করত। এটা তাঁর কারামত ছাড়া আর কি।

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল করিম

জকিগঞ্জ থানাধীন ফিল্লাখান্দী নিবাসী, বর্তমানে বুরহান উদ্দীন মাদ্রাসার উস্তাদ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল করিম বলেন ১৯৮৪ সনের কথা। বর্ষাকাল চূতর্দিকে পানি আর পানি। আমি মসজিদে নৌকায় মাগরিবের নামাজ পড়তে যাই সাথে আরো একজন মাওলানা ছিলেন। আযান দিয়ে অপেক্ষায় আছি, হঠাৎ দেখি ফুলবাড়ীর ছাব নৌকা দিয়ে মসজিদে আসেন, অতঃপর আমরা ছাবের ইমামতীতে নামাজ পড়ি। নামায শেষে অপর সাথী চলে যান। আমি ছাবের অপেক্ষায় বসে থাকি। তিনি দুই রাকাত নফলে দাড়িয়ে যান। সুবাহানাগ্লাহ! দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে থাকলেন, তেমনি রুকু এবং সেজদা অনেক লম্বা করলেন। এদিকে অনেক মশা তাঁর শরীর ঘিরে ফেলে কিন্তু এদিকে তাঁর কোন ভ্রুক্লেপ নেই। তিনি যেন আল্লাহ পাককে দেখেই নামায পড়তেছেন।

হযরত মাওলানা বদরুল আলম শায়খে রেঙ্গা (রহ)

শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ) এর জলীলুল কদর খলীফা হযরত শায়খে রেঙ্গা (রহ)। উনার সাথে হযরত শায়খে ফুলবাড়ীর খুবই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। জামেয়া তাওয়াক্কুলিয়া রেঙ্গার সাথে হযরত শায়খের ছিল আত্মার সম্পর্ক। আজীবন জামেয়ার প্রতিটি মাহফিলে একজন জনপ্রিয় বক্তা ছিলেন হযরত শায়খ। তাঁর বড় ছেলে হাম্মাদ আহমদ চৌধুরী বলেন, রেঙ্গা মাদ্রাসার এক মাহফিলে বাদ মাগরিব হযরত শায়খ বয়ান দিতেছিলেন। বয়ান চলাকালে কোন একজন আলেম শায়খে রেঙ্গার কাছে বলেন, তিনি যেন বক্তব্য নিবিষ্ট শায়খে ফুলবাড়ীকে বয়ান সংক্ষেপের অনুরোধ করেন। তখন শায়খে রেঙ্গা (রহ) বলেন 'যাও তুমি গিয়ে বল বয়ান মখতছর করুন'। তখন তাঁর নূরানী চেহারায় ক্রোধের আভাস ফুটে উঠে। এতে প্রতিযমান হয় শায়খে রেঙ্গার কাছে হযরত শায়খ অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

২রা এপ্রিল ১৯৮৫ ইং হযরত শায়খে রেঙ্গা ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সংবাদ শুনে হযরত শায়খ অত্যন্ত মর্মান্বিত হয়েছিলেন। শারিরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও শায়খে রেঙ্গার নামায়ে জানাযা ও দাফনে অংশ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, হযরত মাদানীর হাতে গড়া কাফেলার অনন্য ব্যক্তিত্ব হযরত শায়খে রেঙ্গা (রহ) এর অন্তর সর্বদা মহান আল্লাহর ধ্যানে রত থাকত। তাঁর জিহবা প্রতি মুহূর্ত আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকত। হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রহ) বলেন আমার ধারণা বাংলাদেশে দিনে একলক্ষ পঁচিশ হাজার বার ইসমে যাতে যিকির আদায়কারী হযরত শায়খে রেঙ্গাই একমাত্র ব্যক্তিত্ব। শায়খে রেঙ্গা (রহ) অত্যন্ত আবেগ নিসৃত কণ্ঠে ছন্দোবদ্ধ বাক্যে দীর্ঘ সময় মুনাজাত করতেন। তখন মাহফিলের মধ্যে এক ভাব গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি হত। তার স্বরচিত বাংলা মুনাজাত এখনও উলামায়ে কেরাম এবং সাধারণ মানুষের মুখেও শুনা যায়। যেমন-

এলাহি ডুবেছি আমি গুন্য সাগরে
তৌবা নছিব করি মোরে উঠাও কিনারে।
দিবানিশি গুন্য কাজে রহিনু মজিয়া
আদেশ নিষেধ তোমার আল্লাহ সকলই ভুলিয়া।

অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বঃ হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রঃ)

হাম্মাদ আহমদ চৌধুরী

আল্লামা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) হলেন বিগত শতকের অন্যতম আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক। ঠিক তদ্রূপ একজন প্রাজ্ঞ আলেম নিখুঁত ইসলামী চিন্তা বিদ হিসেবে ছিল তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি। তিনি ইলমে ওহীর সূধা পানে একা ধারে ৯ বৎসর অধ্যয়ন করেছেন দারুল উলুম দেওবন্দের বেহেশতী আঙ্গিনায়, লাগাতার দু'বৎসর রেয়াযত মোজাহাদায় নিমজ্জিত ছিলেন রাওয়ায়ে আতহারের বরকতময় পরশে, তাবলীগ জামাতে শরীক হয়ে দু'বৎসর ইসলামের প্রচার প্রসার করে গেছেন দেশ থেকে দেশান্তরে, রাজনীতির ময়দানে ছিলেন সর্বদা আপোষহীন, যা সত্য ও কল্যাণমুখী তিনি তা ব্যক্ত করতেন নির্ভীক চিন্তে, গোটা জীবন ধীন ইসলামের মর্মবাণী পৌছে দিচ্ছিলেন আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যার্থে মুসলিম নর নারীর কর্ণকূহরে। তাঁর জীবন হল বিশাল আকারের এক মহীরুহ তুল্য। যার অনেকগুলো শাখা প্রশাখা, অজস্র পত্র পঙ্কজ বিশাল আয়তন জুড়ে অকাতরে ছায়া দান করে। মনে হয় যেন পরোপকারেই তাঁর আগমন। শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) এর জীবন ছিল সেই মহীরুহের মত পরোপকারে পরিব্যাপ্ত। তাঁর জীবনের সাধনা, অর্জিত সফলতা, রিয়াযত থেকে খেলাফত, জমিয়তে ইসলাম থেকে হেফাজতে ইসলাম, খেদমতে খালক থেকে নিয়ে ইশাআতে ছুন্নাতসহ কোন দিকই শব্দগুচ্ছ দ্বারা সীমা রেখা টানার মত নয়। সেই জীবনের আলোচনা শুরু করা যায় কিন্তু শেষ করা যায়না। শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) এর এক সন্তান হিসেবে তাঁর বরকতময় সোহবত এবং আমার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম মহব্বতকে পূজি করে আল্লাহর ওপর ভরসা করে কলম হাতে নিলাম।

হৃদয় জুড়ে ছিল মুর্শিদের ভক্তি

শ্রদ্ধেয় পিতার সবচেয়ে বড় পরিচয় হল তিনি কুতবে আলম শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এর অতি রেহ ও নৈকট্যপ্রাপ্ত খলীফা এবং শাগরিদ। তাঁর রক্তের শিরায় শিরায় প্রবাহিত ছিল মাদানী প্রীতি। মাদানী (রহ.) এর আদর্শ ও চেতনায় তাঁর জীবন ছিল উজ্জীবিত। কারো মুখে মাদানী (রহ.) এর সমালোচনা ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ঘৃণিত। 'সত্যের মাপকাঠি' গ্রন্থে তিনি তার মুর্শিদের প্রশংসা করেছেন এভাবে “ছাহাবায়ে কেরাম হইতে লইয়া প্রত্যেক যুগের বুর্জুগানে ধ্বিনের মান মর্যাদা ও তাহাদের ব্যক্তিত্বকে বিশেষতঃ এই দেওবন্দের উল্লামা রক্ষা করি চলিতেছেন। তাহাদের পেশওয়া ও নায়ক ছিলেন হযরত শাহ অলিউল্লা, হযরত শাহ আব্দুল আজিজ, হযরত ইসমাইল শহীদ, হযরত মাওলানা কাসিম নানুতবি, হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) হযরত মাওঃ আশাফ আলী থানভী। বর্তমানে এই সত্যবাদী দলের পেশওয়া ও নায়ক হইয়াছেন মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী”। (সত্যের মাপকাঠি-পৃ. ১৭)

যেমন সংকল্প তেমন কর্ম

তিনি যখন ১৩ বৎসরের বালক, গোলাপগঞ্জ এম,সি একাডেমীর একজন মেধাবী ছাত্র, তখনই তাঁর অন্তরে ঐশী জ্ঞানের প্রতি খোদা প্রদত্ত প্রবল স্পৃহার স্ফূরণ ঘটে। তিনি ভাবতে থাকেন আমি এমন শিক্ষা গ্রহণ করেছি যা শুধু ইহকালেই কল্যাণে আসবে। পরকালে কোন উপকারে আসবেনা। সুতরাং আমি এমন শিক্ষা অর্জন করব যার দ্বারা দুনিয়াতেও লাভবান হব পরকালেও কামিয়াব হব। এই ভাবনাই একদিন তাকে বানিয়ে দেয় দারুলউলুম দেওবন্দের বন্ধুর পথের দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ যাত্রী। ‘আমার সহপাঠীরা যেমন স্কুলে লেখাপড়া করে উচ্চ পর্যায়ে কিছুর হবে, আমি ও মাদ্রাসায় লেখা-পড়া করে বড় আলেম না হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করব না’। সেই সংকল্প নিয়েই তিনি কঠোর পরিশ্রম করে লেখা-পড়া করে একজন প্রজ্ঞাবান বিচক্ষণ আলেম সেজে দেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

তিনি ছিলেন আপোষহীন রাজনীতিবিদ

পাক ভারত উপমহাদেশের হকও হক্কানিয়াতের বাস্তবাহী সংগঠন হচ্ছে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম। জমিয়তের নেতৃত্বে ছিল একদিন কুতবে আলম শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এর হাতে। মুর্শিদের পথ অনুসরণ করেই আব্বা ছিলেন প্রথমার্ধে জমিয়তের নিবেদিত প্রাণ কর্মী, জীবন সায়াহ্নে ছিলেন জমিয়তের নিষ্ঠাবান পৃষ্টপোষক। বাংলাদেশে জমিয়তের ভিত সুদৃঢ় করার জন্য আজীবন তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। আব্বার রাজনৈতিক জীবন ছিল সম্পূর্ণ পরকালের চিন্তা চেতনায় উজ্জীবিত, পার্শ্বিক মোহমুক্ত। ১৯৭০ সালের কথা, আমি আব্বার সাথে একদিন সুনামগঞ্জের সফরে ছিলাম। তখন ছিল শীতকালের প্রভাতী প্রবল শৈত্য প্রবাহ। জনৈক ব্যক্তি সমস্ত শরীর চাদরাবৃত করে এসে আব্বার সাথে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু করেন। তাঁর দাবী হল আমরা যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সমর্থন দেই তার হাতকে সুদৃঢ় করি তাহলে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানেরই মঙ্গল হবে, ক্ষমতায় যাওয়ার মত শক্তি ও জমিয়তের নেই। আব্বা অত্যন্ত ঝাঝালো ভাষায় তার যুক্তি খন্ডন করে শেষ পর্যন্ত বললেন পরকালে যখন আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়াবে তখন এ দাবী তো করতে পারবে “হে আল্লাহ ! তোমার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী সংগঠন জমিয়তকে সমর্থন দিয়েছি, এর প্রার্থীর সহযোগিতা করেছি, খেজুর গাছে ভোট দিয়েছি”। বান্দার হৃদয়ের এই আকুতি শুনে হয়ত আল্লাহপাক মাফ করে দিতে পারেন। লোকটি আব্বার এই কথা শোনা মাত্রই আবৃত মুখের কাপড় সরিয়ে বলেন হযরত! আমি

অমুক, আপনার মুরীদ। সামনে নির্বাচন, তাই বিরাট সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেছি। এই সংশয় নিরসনের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে আপনাকে তকলীফ দিচ্ছি। আমি আওয়ামীলীগের পক্ষে কাজ করছি, আর আমার মুর্শিদ আমার এলাকায় এসে জমিয়তের প্রচারণা করতেছেন, এই দৃশ্য আমাকে খুবই পীড়া দেয়। এখন বিষয়টি পরিস্কার হয়ে গেল। আমার মুর্শিদের নির্দেশেই ইনশআল্লাহ খেজুর গাছে ভোট দিব। এটা আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবীর জেনারেল আতাউল গনি উসামানী সাহেব বাড়ীতে এসেছিলেন। তখন আক্বা বলেছিলেন আমি তো আপনাকে ভোট দিবনা। উসামানী সাহেব বলেন হযরত! আমি এসেছি আপনার কাছ থেকে দোয়া নেয়ার জন্য। ভোটের জন্য আসিনি। সার কথা হল, তিনি ছিলেন দেশ ও জাতির কল্যাণে সদা তৎপর এক সফল ব্যক্তিত্ব। অকুতোভয় সংগ্রামী পুরুষ হিসেবে শায়েখে ফুলবাড়ী তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রামে, বাতিলের বিরুদ্ধে হকের সংগ্রামে, জুলুম ও শোষনের বিরুদ্ধে ইনসাফের সংগ্রামে তাঁর গোটা জীবন ছিল নিবেদিত। খানকায় যেমন আল্লাহর মারিফাতসূধা পিপাসুদের জন্য তিনি ছিলেন একজন হক্কানী পীর ও আরিফবিল্লাহ্। ঠিক তদ্রূপ রাজপথে অটল অবচল নিবেদিত প্রাণ কর্মীদের জন্য তিনি ছিলেন একজন শার্দূল মুজাহিদ ফিছাবিলিল্লাহ্।

তাঁর জীবন ছিল মানবসেবায় নিবেদিত

আল্লাহ পাক হজরত শায়েখ (রঃ) কে অন্যান্য কামালাত ও গুণাবলীর সাথে সাথে দস্তে শিফার গুণ ও দান করেছিলেন। যা তাঁকে তাঁর উস্তাদ, পীর ও মুর্শীদ হযরত সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী(রঃ) এর মাধ্যমে হয়েছিল। দেশে বিদেশে তাঁর এই গুণের প্রসিদ্ধি ছিল। যে কোন রোগের জন্য তিনি তাবিজ-তদবীর করলে, আল্লাহর হুকুমে তা নিরাময় হয়ে যেত। ফলে মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়। রাতের গভীর ঘুম ত্যাগ করে বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে। আমার নিজের চোখে অনেক ঘটনা দেখেছি। এসবের বর্ণনা দিতে গেলে বিরাট কলেবরের প্রয়োজন। তাঁর মধ্যে কি অপূর্ব আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল দু'একটি ঘটনা দ্বারা উপলব্ধি করা যেতে পারে। একদা কয়েকজন মানুষ অত্যন্ত পাগল প্রকৃতির একটা বালককে নিয়ে আসলেন। তাকে যখন আক্বার কাছে নিয়ে যাবেন তখনই বালকটি দৌড় দিল। আক্বা নির্দেশ দিলেন ওকে ধরে নিয়ে আস। ধরার পর আবার দৌড় দিয়ে মসজিদের চালের উপর উঠে যায়। আবার নির্দেশ দিলেন ওকে নিয়ে আস। তখন অত্যন্ত শক্ত করে ধরে তার কাছে আনা হল। পাশে আসতেই দিখিদিব

আঙ্গুল তুলে কেবল বলতে থাকে এখানে বসে আছে ওখানে বসে আছে। কিছুক্ষণ পর আঝা অত্যন্ত জয়বার হালতে তাকে ধমক দিলেন, তখন সাথে সাথে বেহুশ হয়ে পড়ে যায়। আবার দোয়া দরুদ পাঠ করে ফু দিলেন। এখন তার জ্ঞান ফিরে আসে। খুবই শান্ত স্বরে কথা বলল। সুস্থ দেহে বাড়ীর পথে রওয়ানা হল, অথচ এর কিছু সময় আগে সে ছিল মস্ত বড় পাগল।

এক হিন্দু ডাক্তারের হৃদয় নিসৃত ভক্তি

স্বাধীনতার পরের কথা। ৭২ সালে আঝা ছিলেন রাজবন্দী। দীর্ঘ নয় মাস কারাবদ্ধ থাকার পর বিজ্ঞ বিচারক তাকে নির্দোষ খালাস ঘোষণা দেন। মুক্তির পর যখন বাড়ীতে আসলেন তখন প্রথম রাতেই আঝার সাথে মোলাকাত করেন শায়খুল মাশায়েখ আল্লামা আব্দুল করিম শায়খে কৌড়িয়া (রহ.)। দেশের অবস্থা খুবই থমথমে। শায়খে কৌড়িয়া (রহ.) অত্যন্ত সংগোপনে আঝাকে পরামর্শ দিলেন আপনি পরিবার পরিজনসহ বানিয়াচঙ্গ চলে যান। সেখানের পরিবেশ আপনার জন্য নিরাপদ। আঝা তাঁর পরামর্শ সাদরে মঞ্জুর করেন। সেরাতেই আঝা আমরা সবাইকে নিয়ে বানিয়াচঙ্গ চলে যান। উল্লেখ্য, অনেকে মনে করতেন শায়খে কৌড়িয়া ও শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) এর মধ্যে মতানৈক্য ছিল। তাদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এরকম ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তারা উভয়ের মধ্যে কি হৃদয়তাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল তা উল্লেখিত ঘটনার দ্বারাই প্রতিভাষিত হয়ে উঠে। হযরত শায়খে কৌড়িয়া (রহ.) কে আঝা যে পরিমাণ শ্রদ্ধা করতেন তা ভাষায় বর্ণনাশীত। যে ঘটনা এখানে উল্লেখ করার মনস্থ করেছি সেটি হল বানিয়াচঙ্গে থাকাকালে একদিন সেখানকার স্থানীয় হাসপাতালের উচ্চপর্যায়ের এক হিন্দু ডাক্তার তার ছোট একটা মেয়েকে নিয়ে নানা বাড়ীতে আসলেন। বিজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে মামা ও নানা তাকে খুব শ্রদ্ধা করলেন। তখন ডাক্তার সাহেব মামাকে বললেন আমি একজন রোগিকে নিয়ে আসছি। শুনেছি আপনার ভগ্নিপতি একজন পীর সাহেব। অনেক জটিল রোগীও তাঁর কাছে এসে সুস্থ হয়ে যায়। তখন ডাক্তার সাহেব ও তাঁর মেয়েকে আঝার কাছে নেওয়া হল। তিনি তাঁর মেয়েকে দেখিয়ে বললেন আমি আমার মেয়ের অনেক চিকিৎসা করেছি কিন্তু সে সুস্থ হয়না। এখন আপনার কাছে নিয়ে আসলাম। আঝা মেয়েটির দিকে কিছু সময় চেয়ে বললেন আমি আপনার মেয়েকে একটা তাবীজ দিব গলায় ব্যবহারের জন্য। এতে কি আপনার ধর্মীয় কোন সমস্যা আছে? ডাক্তার জবাবে বলেন- যেহেতু এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে চিকিৎসা। এরকম চিকিৎসায় আমার ধর্মের কোন বাধা নিষেধ নেই। আঝার দেওয়া তাবীজ ব্যবহার করে মেয়েটি সুস্থ হয়ে যায়। ডাক্তার অত্যন্ত খুশী মনে

আব্বার কাছে তাঁর মেয়ের সুস্থতার সংবাদ দিলেন। সাথে সাথে বললেন আপনাকে স্বপরিবারে আমার বাড়ীতে দাওয়াত দিতে চাই। আপনি যদি দয়া করে মঞ্জুর করেন। আপনার স্বধর্মীয় তরীকায় খানা পিনার ব্যবস্থা করব। আব্বা তার দাওয়াত মঞ্জুর করেন। নির্ধারিত সময়ে আমরা তাঁর বাড়ীতে যাই। তাঁর সানন্দ আপ্যায়নের কোন সীমা ছিলনা। অত্যন্ত ঝকঝকে থালা বাসন দিয়ে খাবার পেশ করেন। একপর্যায়ে বলেন হযরত! আপনাদের জন্য একদম নতুন থালা বাসন নিয়ে আসছি, আমাদের ব্যবহৃত পুরাতন কিছুই নেই। তখন আব্বা বলেছিলেন নতুন করে কেনার কি প্রয়োজন ছিল। আমাদের ধর্মে এমন কঠোরতা নেই। পানি দিয়ে ধুইলেই পাক হয়ে যায়।

জৈনিক রহস্যময় ব্যক্তির কথা

১৯৮১ সালে আব্বা আসাম প্রদেশে সফর করেছিলেন। এই সময়টা ছিল বড়ই বেদনাদায়ক। আব্বা এখনও সফরে ছিলেন। তখন জৈনিক ব্যক্তি বাড়ীর পূর্ব দিকে এসে বললেন আমাকে এক গ্লাস পানি দেন। তখন আমাদের নির্দেশে একজন মহিলা পানি দেন। উনি বললেন, পানি কি আমার আম্মা পাঠিয়েছেন? আমি কি এভাবে দাঁড়িয়ে পান করব? কথা শুনামাত্রই আম্মা ভাবলেন একজন আলিম মানুষ হযত ছাহেবের কাছে এসেছেন, তাই তাকে বৈঠক রোমে বসতে দিলেন। রোমে এসেই বললেন আমি বেশীক্ষণ বসব না। আমি এক কাজে এসেছি। এমন কোন ব্যক্তি আছেন কি? যিনি ৪০ দিন একাধারে ফযরের নামাজ পড়বেন ঠিক ওয়াক্তমত। তখন আমার স্ত্রী বললেন, ইনশাআল্লাহ আমি প্রস্তুত আছি। তখন বললেন তুমি হাম্মাদের স্ত্রী নাকি? হাম্মাদ কোথায়? তাকে নিয়ে আস। তৎক্ষণাৎ আম্মা আমাকে খবর দিলেন। আমি আসার পর আবার উল্লেখিত কথাটি বললেন। তখন পুনর্বীর আমার স্ত্রী বললেন আমি প্রস্তুত আছি। আমাকে বললেন তুমার নতুন পাঞ্জাবীটি আমাকে দিয়ে দাও। আমার নতুন পছন্দের পাঞ্জাবী তাকে দিয়ে দেই। তখন বললেন খুবই সুন্দর জামা। এখন থেকে নিয়মিত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, ফুলবাড়ীর ছাহেব বড় বিপদের মধ্যে আছেন। আমি চলে যাচ্ছি। তখন আম্মা খুব জোর করলেন খাবার গ্রহণের জন্য। কিন্তু তিনি না খেয়ে চলে যান। একটু দূরে যাওয়ার পর আবার এসে আমাকে বললেন পাঁচটা টাকা দাও। আমি পাঁচ টাকা দিয়ে তার পিছু হলাম। তিনি চলার মধ্যে পাঁচ টাকার নোটটি কয়েক টুকরা করলেন। এর পর জমির কাদা মাটির মধ্যে প্রায় অর্ধহাত নীচে পুতে রাখেন। তিনি যখন আমার চোখের আড়ালে চলে গেলেন তখন এই স্থানেই হাত দিয়ে

পাঁচ টাকার খন্ড নোটটি খুজতে থাকি। কিন্তু হাত দিয়ে অনেক খোজাখুজির পরও আর সন্ধান পাইনি। তখন আমার অন্তরে এক রহস্যের রেখাপাত হয়। আমি বললেন তোদের আক্বা সফরে আছেন তাঁর জন্য দোয়া কর। উল্লেখিত ঘটনার প্রায় পনের দিন পর হঠাৎ দেখি আমাদের এক ভাগ্নে যিনি পাথর ব্যবসায়ী ছিলেন আক্বাকে নিয়ে আসছেন। আক্বা একদম পাগলের মত হাটছেন। আমরা তাঁর এই করুন অবস্থা দেখে গভীর চিন্তা ও উৎকণ্ঠায় পড়ে যাই। ঐ ভাগ্নে বললেন সুতারকান্দি সীমান্তে নানার এ অবস্থা দেখে আমি আমার ট্রাকের সব পাথর ফেলে দিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসিয়ে নিয়ে আসলাম।

আক্বার অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগল। তাঁর ব্রেইনে প্রচণ্ড সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি হযরত শায়খে কৌড়িয়া সহ সব উলামায়ে কেরামকে সংবাদ দিলাম। এক রাতের গভীরে একদম বেহুশ হয়ে গেলেন। হযরত তাঁর দীপ শিখা চিরতরে নির্বাপিত হয়ে যাবে। সবাই ক্রন্দন শুরু করলেন। সেই গভীর রাতে নোয়াব আলী ড্রাইভারকে খবর দিলাম। তিনি আসতেই বললাম এখন আবুললেইছ সাহেবের বাসায় চলে যাও। তাকে তোমরা গাড়ী দিয়ে নিয়ে আসবে। তিনি বললেন উনি কি এত রাতে আসবেন। আমি বললাম উনি হলেন হযরত শায়খে কৌড়িয়া (রহ.) এর ভাতিজা, তুমি গিয়ে বলবে শায়খে ফুলবাড়ী খুবই অসুস্থ, আপনাকে নিতে আসছি। ঠিকই ডাক্তার সাহেব খবর শুনামাত্র রাতের গভীরে যেভাবে কাপড় পরা ছিলেন এভাবেই চলে আসলেন। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তিনি বললেন শরীর একদম দুর্বল হয়ে গেছে। একটা ইন্জেকশন দেওয়া হলো যদি অবস্থা আবার খারাপ হয় তাহলে আমাদের সংবাদ দিবে। আমি আসব। যাওয়ার সময় আমি তাকে ভিজিট ফি দিতে চাইলাম তখন বললেন আমি তো ডাক্তার হয়ে আসিনি। আমি এত রাতে আসলাম আল্লাহর ওলীর একটু খেদমতের জন্য। সুতরাং আমি কোন টাকা নিবনা। আমি ডাক্তার সাহেবের আন্তরিকতায় চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর বিশেষ চিকিৎসায় আক্বা মাত্র দু'দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান। তখনই স্মরণ হয়ে যায় সেই ব্যক্তির কথা। আমি আক্বাকে বারবার ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বললাম, তখন তিনি কেবল মুচকি হাসেন। তাঁর মুখ থেকে এই ব্যক্তি সম্পর্কে কোন মন্তব্য শুনা আর সম্ভব হয়নি। মনে হত তাঁর হাসির মধ্যে বিরাট রহস্য লুকিয়ে আছে। তবে এই রহস্যময় ব্যক্তির কিঞ্চিৎ আভাস আমার স্নেহময়ী জননীর মুখ থেকে এভাবে পেয়েছি“ উনার শেকলও ছুরতে মনে হয়েছে উনি একজন আল্লাহর ওলী। অপর আল্লাহর ওলীর সঙ্কটময় অবস্থাদৃষ্টে ব্যথিত হয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করতে বললেন। কারণ সন্তানের দোয়া পিতা মাতার জন্য আল্লাহ পাক অতিসন্তর কবুল করেন”।

চোখে দেখা এক কুতবে যমান

মৃত্যু সবার জন্য অবধারিত। ৯০ সালের ২৬ জানুয়ারী, আক্বা গভীর পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে যান। এই পীড়া ছিল পরম মওলার সাথে সাক্ষাতের পূর্বাভাস। ক্রমশ

পাঁচ টাকার খন্ড নোটটি খুজতে থাকি। কিন্তু হাত দিয়ে অনেক খোজাখুজির পরও আর সন্ধান পাইনি। তখন আমার অন্তরে এক রহস্যের রেখাপাত হয়। আমি বললেন তোদের আঁকা সফরে আছেন তাঁর জন্য দোয়া কর। উল্লেখিত ঘটনার প্রায় পনের দিন পর হঠাৎ দেখি আমাদের এক ভাগ্নে যিনি পাথর ব্যবসায়ী ছিলেন আঁকাকে নিয়ে আসছেন। আঁকা একদম পাগলের মত হাটছেন। আমরা তাঁর এই করুন অবস্থা দেখে গভীর চিন্তা ও উৎকণ্ঠায় পড়ে যাই। ঐ ভাগ্নে বললেন সুতারকান্দি সীমান্তে নানার এ অবস্থা দেখে আমি আমার ট্রাকের সব পাথর ফেলে দিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসিয়ে নিয়ে আসলাম।

আঁকার অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগল। তাঁর ব্রেইনে প্রচণ্ড সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি হযরত শায়খে কৌড়িয়া সহ সব উলামায়ে কেরামকে সংবাদ দিলাম। এক রাতের গভীরে একদম বেহুশ হয়ে গেলেন। হযরত তাঁর দীপ শিখা চিরতরে নির্বাপিত হয়ে যাবে। সবাই ক্রন্দন শুরু করলেন। সেই গভীর রাতে নোয়াব আলী ড্রাইভারকে খবর দিলাম। তিনি আসতেই বললাম এখন আবুললেইহ সাহেবের বাসায় চলে যাও। তাকে তোমরা গাড়ী দিয়ে নিয়ে আসবে। তিনি বললেন উনি কি এত রাতে আসবেন। আমি বললাম উনি হলেন হযরত শায়খে কৌড়িয়া (রহ.) এর ভাতিজা, তুমি গিয়ে বলবে শায়খে ফুলবাড়ী খুবই অসুস্থ, আপনাকে নিতে আসছি। ঠিকই ডাক্তার সাহেব খবর শুনামাত্র রাতের গভীরে যেভাবে কাপড় পরা ছিলেন এভাবেই চলে আসলেন। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তিনি বললেন শরীর একদম দুর্বল হয়ে গেছে। একটা ইনজেকশন দেওয়া হলো যদি অবস্থা আবার খারাপ হয় তাহলে আমাদের সংবাদ দিবে। আমি আসব। যাওয়ার সময় আমি তাকে ভিজিট ফি দিতে চাইলাম তখন বললেন আমি তো ডাক্তার হয়ে আসিনি। আমি এত রাতে আসলাম আল্লাহর ওলীর একটু খেদমতের জন্য। সুতরাং আমি কোন টাকা নিবনা। আমি ডাক্তার সাহেবের আন্তরিকতায় চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর বিশেষ চিকিৎসায় আঁকা মাত্র দু'দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান। তখনই স্মরণ হয়ে যায় সেই ব্যক্তির কথা। আমি আঁকাকে বারবার ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বললাম, তখন তিনি কেবল মুচকি হাসেন। তাঁর মুখ থেকে এই ব্যক্তি সম্পর্কে কোন মন্তব্য শুনা আর সম্ভব হয়নি। মনে হত তাঁর হাসির মধ্যে বিরাট রহস্য লুকিয়ে আছে। তবে এই রহস্যময় ব্যক্তির কিঞ্চিৎ আভাস আমার স্নেহময়ী জননীর মুখ থেকে এভাবে পেয়েছি “উনার শেকলও ছুরতে মনে হয়েছে উনি একজন আল্লাহর ওলী। অপর আল্লাহর ওলীর সঙ্কটময় অবস্থাদৃষ্টে ব্যথিত হয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করতে বললেন। কারণ সন্তানের দোয়া পিতা মাতার জন্য আল্লাহ পাক অতিসন্তুষ্ট কবুল করেন”।

চোখে দেখা এক কুতবে যমান

মৃত্যু সবার জন্য অবধারিত। ৯০ সালের ২৬ জানুয়ারী, আঁকা গভীর পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে যান। এই পীড়া ছিল পরম মওলার সাথে সাক্ষাতের পূর্বাভাস। ক্রমশ

রোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১২ই ফেব্রুয়ারী তাঁর দৈহিক শক্তি লোপ পায়। খানা পিনা একদম বন্ধ। ইত্যবসরে আমি ডাক্তার বিপ্লবকে নিয়ে আসলাম। তিনি সারা শরীর পরীক্ষা করে বললেন, উনারতো কোন রোগ নেই। আমি কি চিকিৎসা করব? উনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে আল্লাহ আল্লাহ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। এর কিছু দিন পর তাবলীগ জামাতের আমীর হযরত মাওলানা হরমুয়ুদ্দাহ সাহেব (রহ.) তাশরিফ আনলেন। আক্কার কাছে এসে তাঁর সিনায় কিছু সময় কান রাখলেন। আমি বললাম আক্কাকে কি ক্লিনিকে ভর্তি করব? কথাটি শুনা মাত্রই আমাকে একটা ধাবা দিয়ে বললেন হযরত এখন এ জগতে আমাদের সামনে শুয়ে থাকলেও তাঁর পবিত্র রুহের সম্পর্ক মওলায়ে আলার সাথে, এই কলব থেকে কেবল আল্লাহ আল্লাহ যিকর শুনতে পাই। তুমি হযরতের পাশে কোন শোরগোল হতে দেবেনা। এতে যিকরের মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে।

মহান আল্লাহর যিকরের মধ্যে থেকেই এগিয়ে চলছেন চোখে দেখা এই কুতবে যমান পরম মাওলার সাথে শুভ সাক্ষাৎ পানে।

হৃদয়ের অস্তিম আকুতি

১৭ ফেব্রুয়ারী, অর্থাৎ ইন্তেকালের দু'দিন আগের কথা। আক্কার কাছে বসে তাঁর হাত পা টিপছি। এমন সময় তিনি মুখ খুলে কথা বলতে লাগলেন। আমি অত্যন্ত খুশী হয়ে আম্মাকে বললাম আক্কাতো সুস্থ হয়ে গেছেন। আম্মা বললেন তোদের আক্কার চলে যাওয়ার সময় এসে গেছে। আক্কা অত্যন্ত ধীর কণ্ঠে আমাকে বললেন তোর আম্মা আমার খুব খেদমত করেছেন উনার দিকে খেয়াল রাখবে। আর আমার ওসিয়ত হল আমার জানাযার ইমামতি যেন করেন গহরপুরী ছাহেব। তুই কি এটা স্মরণ রাখবে? আমি বললাম আক্কা আপনার আদেশের বরখেলাফ কি কোন দিন করেছি? ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আপনার এ নির্দেশ পালন করব। এই সময় আক্কাকে আমি স্মরণ করিয়ে দেই আপনি অনেক আগে বলেছিলেন বাড়ীর উত্তর দিকে আপনার কবর হবে। তখন বললেন বাড়ীতে কবর দিবেনা। মানুষ ভক্তি করে বেদাতে লিপ্ত হয়ে যাবে। বড় মোকাম তালগাছের নীচে দাদা দাদী ও মা বাবার পাশেই আমার কবর হবে। এরপর আক্কা আর কোন কথা বলেননি।

শেষ করার আগে এখানে একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। শায়খুল হাদিস আল্লামা নুরুদ্দীন আহমদ গহরপুরী (রহ.) হলেন আক্কার শাগরিদ। গহরপুরী (রহ.) আক্কার আলোচনা আসলেই বলতেন শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) আমার উস্তাদ। উনার কাছে শরহে জামি পড়েছি। সেই সুবাদে তিনি আক্কাকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। আমাদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভালবাসা। আক্কা যখন কারাবদ্ধ ছিলেন তখন এক রাতে ঘরের দরজায় কড়াঘাত শুনতে পাই। দরজা খুলা মাত্রই দেখি হযরত গহরপুরী (রহ.) হাতে একটি ভারী থলে। ঘরে প্রবেশ কর বললেন এগুলো আম্মাকে দিয়ে আস। চাউল, ডাল ও মসল্লা প্রভৃতিতে থলেটি ভর্তি ছিল। কিছু সময় আলাপ করে মসজিদে চলে যান। সারা রাত মসজিদে নিরবে আল্লাহ পাকের ইবাদত করেন। ফজরের নামায

আদায় করে বাড়ীর আঙ্গিনায় আসলেন। তখন আম্মা খুব অনুরোধ করেন একটু নাশতা করার জন্য। কিন্তু তিনি ব্যস্ততার কথা বলে কিছু না খেয়েই চলে যান। এর কয়েক দিন পরই জানতে পারি হযরত গহরপুরীও কারাবরণ করেছেন। আল্লাহ পাক তাকে হাদিস শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান দান করেছিলেন। একদিকে ছিলেন শায়খুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এর দীর্ঘদিনের সোহবত প্রাপ্ত। অপরদিকে হযরত বশীর আহমদ শায়খে বাঘা (রহ.) এর অতি স্নেহভাজন ছাত্র এবং হযরত মাওঃ হাবিবুর রহমান শায়খে রায়পুরী (রহ.) এর অন্যতম খলীফা।

এই মুহুর্তে বারবার স্মৃতিপটে ভেসে উঠে হযরত মাওলানা লুৎফুর রহমান শায়খে বর্ণভী (রহ.) এর নূরানী চেহারা। আক্ষার সাথে হযরতের যে গভীর হৃদয়তা ছিল তা উপলব্ধি করা যেত যখন কোন মজলিসে তাদের একত্র সমাগম হত। সেই ৭২-এর দুর্বিপাকে এক গভীর রাতে কর্ণকুহরে হঠাৎ কড়াঘাতের শব্দ আসল দরজার কাছে এসে বললাম কে? আম্মাও বললেন পরিচয় না দিলে দরজা খুলবনা। তখন বাহির থেকে পরিচয় দিলেন। পরিচয় শুনে দরজা খুলতেই দেখি ব্যাগ ভর্তি বাজার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শায়খুল মাশায়েখ হযরত বর্ণভী (রহ.)। ঘরে এসে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে মসজিদে চলে যান। বর্ণভী (রহ.) হেফাজতে ইসলামের নামে যে নিরব বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন সেই বিপ্লবে প্রথম সারির ভূমিকায় ছিলেন শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.), হযরত বর্ণভী (রহ.) এই সুদূর প্রসারী ইনকিলাবের মূলমন্ত্র অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে এভাবে গাইতেন -

“মতভেদ আর দলাদলি পায়ের নিচে দেব ফেলি

মধুর তালে তান ধরিব ইল্লাল্লাহর আযান,

পাগল হয়ে নামব মোরা করব পাগল বিশ্ব সারা

জানাই দিব জগৎটাকে আমরা মুসলমান,

হেফাজতে ইসলাম কি হে নতুন প্রতিষ্ঠান।”

বর্ণভী (রহ.) যখন অসুস্থ ছিলেন আক্কা তখন প্রায়ই দেখতে যেতেন। একদিন তাকে দেখে এসে আমাদেরকে বললেন আজ বরুণার ছাহেবকে দেখে আসছি, তাঁর মুখে আমি কমলার রস দিয়েছি। হযরত তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন। কিন্তু এর কিছুদিন পরই খবর আসল হযরত বর্ণভী আর দুনিয়াতে নেই। এই দুঃখবহ সংবাদ শোনাযাত্রই আক্কা তাঁর আজীবন বন্ধু হযরত বর্ণভী (রহ.) এর জানাযায় চলে যান।

পূর্বের কথায় ফিরে যাই, আক্ষার মুখের শেষ বাণী শুনায় দু’দিন পর অর্থাৎ, ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ইং সোমবার দিবাগত রাতে তাঁর শরীরের খুবই অবনতি ঘটে। আমরা সবাই তাঁর চতুর্দিকে বসে কোরআন শরীফ পড়তে থাকি। তখন সময় রাত ১১-৩০ মিনিট, হঠাৎ মাথা তুলে খুব জুরে বললেন “আল্লাহ আকবার”, আমরা হতবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইতে থাকি, আবার আগের মত মাথা তুলে বললেন “আল্লাহ আকবার”। তৃতীয়বার আবার মাথা তুলে বললেন “আল্লাহ আকবার”। অতঃপর সমস্ত

শরীর নিস্তেজ হয়ে যায়। মহান আল্লাহর বড়ত্ব এবং মহত্ত্ব প্রকাশ করেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন স্বীনের এই অতন্দ্র প্রহরী।

তার ইন্তেকালের বার্তা বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। আল্লাহর ওলীর মোবারক চেহারা এক নজর দেখার জন্য অগণিত মানুষের যে ঢল নেমেছিল এতেই প্রতীয়মান হয় হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) এর সিংহাসন ছিল মানুষের হৃদয় রাজ্যে। পরদিন ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ইং, রোজ মঙ্গলবার বেলা ৫ ঘটিকার সময় দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম, আওলিয়ায়ে কেরাম বহু মুহাদ্দীস, মুফাফসির, স্বীনের মুবাল্লিগ এবং অগণিত মুমিন মুসলমানদের সমাগমে বাড়ীর সম্মুখস্থ বিশাল ময়দানে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার নামাজে ইমামতি করেন শায়খুল মাশায়েখ শায়খুল হাদিস আরিফ বিল্লাহ আল্লামা নুরুদ্দীন আহমদ গহরপুরী (রহ.)। যা ছিল শ্রদ্ধেয় পিতার হৃদয়ের অন্তিম আকুতি।

হযরত শায়খের খুশ খুশুওয়ালা নামায

ওহীউল্লাহ খান

নামায সর্ব উত্তম ইবাদত। কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম নামাযের হিসাব হবে। যার নামাযের হিসাব ঠিক থাকবে তার আমলের হিসাব ঠিক থাকবে। দুনিয়াতে যত ওলী আওলিয়া গওছ কুতুব এসেছেন সবাই নামাযের প্রতি যত্নবান ছিলেন। নামাযের পাবন্দ ছিলেন বলেই আল্লামা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) হয়েছিলেন মহান আল্লাহর উচ্চস্থরের একজন ওলী। তিনি বয়ানের মধ্যে যেভাবে নামাযের গুরুত্ব দিতেন ঠিক তদ্রূপ নামায আদায়ে সর্বদা সচেতন থাকতেন। এক ওয়াক্ত নামায আদায় করলে তাঁর অন্তর আরেক ওয়াক্তের অপেক্ষায় থাকত। জীবনে অনেকের ইবাদত দেখেছি। নামায আদায় দেখেছি, কিন্তু শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) এর নামাযের মত খুশ খুশু ওয়াল্লা নামায খুব কম দেখেছি। খুশখুশুর দ্বারাই নামাযের রূহ পয়দা হয়। খুশখুশু ছাড়া যে নামায পড়া হয় সে নামায প্রাণহীন দেহতূল্য।

নামাযের দ্বারা বিপদ দূর হয়

বারবার তিনি আমার বোন (তাঁর সহধর্মীনি) কে বলতেন সমস্যা আসলেই নামাযে দাড়িয়ে যাবে। নামাযের দ্বারা বিপদ আপদ দূর হয়। সমস্যার সমাধান হয়। একটি হাদিসে কুদসি এভাবে তিনি বুঝিয়ে বলতেন “আল্লাহপাক বলেন বান্দাহ যখন আমার জন্য অন্তরকে ফারোগ করে নিবে আমি তাঁর সব প্রয়োজন সমাধা করে দিব। আর যদি অন্তরকে দুনিয়ার পিছনে লাগিয়ে দেয় তাহলে একটার পর একটা বিপদ আসতেই থাকবে”। এই হাদিস বলার পর হাদিসে কুদসি কাহাকে বলা হয় তিনি তা সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন।

একটি কারামত

নিজ চোখে দেখা ঘটনা, একজন মহিলা মারাত্মক পেটের ব্যাথায় আক্রান্ত হয়ে হযরতের বাড়ীতে আসলেন। ব্যাথায় মহিলাটি ছটফট করে আমার বোনকে বললেন ছাহেবের কাছে আমার সংবাদ দিন। তিনি তাকে এই সংবাদ দিলেন। তখন হযরত পর্দার আড়াল থেকে বলেন তোমার বেদনা স্থলে হাত রাখ। মহিলাটি হাত রাখলেন। তখন তিনি পর্দার আড়াল থেকেই কোরআনের আয়াত পড়ে ফু দিতে লাগলেন। অত্যন্ত জয়বার হালতে বলেন ব্যাথা কমেছে নাকি? মহিলা বললেন একটু কমেছে। আবার তিলাওয়াত করে জয়বার সহিত বলেন ব্যাথা কি কমেছে? পর্দার আড়াল থেকে এ মহিলা বললেন হযরত! একদম কমে গেছে। আমি সুস্থ হয়ে গেছি।

আল্লাহ পাকের ভয়

শেষ জীবনে একটা হাদিস খুব বেশী বলতেন, “কবর হবে জান্নাতের একটা কামড়া, অথবা দোষখের একটা গর্ত।” এই হাদিস পাঠ করে খুবই গভীর স্বরে বলতেন হায়! আমি তো নেক আমল করতে পারিনি। আমার কবর কি জান্নাতের কামড়া হবে। আমার গুনাহর কারণে যদি কবর জাহান্নামের গর্ত হয়ে যায় তাহলে আমার কি হাল হবে!

লেখক, কর্মকর্তা-ফেঞ্চুগঞ্জ সারকারখানা।

তার হৃদয় ছিল ইখলাস ও ইলমের আলোকে উদ্ভাসিত

মাওঃ শায়খ সিরাজুদ্দীন (বড় দেশী)

ইখলাস হচ্ছে এক অমূল্য সম্পদ

ইখলাস হচ্ছে এক অমূল্য সম্পদ। আমাদের ছলফে ছালেহীনের গোটা জীবন ছিল ইসলামের প্রসার প্রচার ও খেদমতে নিবেদিত। আল্লাহর রাহে নিবেদিত তাদের জীবনের বড় হাতিয়ার ছিল ইখলাস। তাওতি শক্তির সামনে কখনো মাথা নত করেননি। তাদের হৃদয়ে লালিত ইখলাস ও লিদ্ধাহিয়াত সর্ব প্রকার বাতিলের সামনে অপ্রতিরোধ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়াত। ইসলামের এই মুখলিস কাফেলার এক যুগশ্রেষ্ঠ বুজুর্গ হলেন শায়খুল মাশায়েখ মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়েখে ফুলবাড়ী (রহ.)। শায়েখে ফুলবাড়ী (রহ.) যেভাবে ওয়াজ নসীহতের মধ্যে ইখলাস ও লিদ্ধাহিয়াতের বয়ান দিতেন ঠিক তদ্রূপ তাঁর আমলী জীবন ছিল ইখলাসের গুণে ভূষিত। দারুল উলুম দেওবন্দে দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করার পর শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ.) তাঁকে এবং শায়খ আহমদ বদরপুরী (রহ.) কে হজ্জ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত শায়খ এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন “আমরা যখন হজ্জপর্ব সম্পাদন করি তখন অন্তরে প্রবল আবেগ জাগল যে আগামী বৎসর ও হজ্জ করে বাড়ী ফিরব। এই এক বৎসর মদীনা শরীফ রাওয়ায়ে আতহারের পাশে থেকে ফয়েয ও বরকত লাভের চেষ্টা করব। এই উদ্দেশ্যে আমরা ছাওলাতিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা করলাম। যাতে করে আইনী কোন সমস্যা না পড়ি। তাই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করলাম। কিন্তু পরে চিন্তা করলাম এটা ও ধোকা হয়ে যায় যে, আমরা মাদ্রাসায় পড়ার বাহানায় এখানে অবস্থানের চেষ্টা করছি। তাই মাদ্রাসায় ভর্তির সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিলাম। আল্লাহপাকের উপর তাওয়াক্কুল করে মদীনা শরীফে অবস্থান করে নিলাম। তখন দীর্ঘ সময় আমরা রাওয়ায়ে আতহারের পাশে বসে থাকতাম। তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন ও হয়ে যেতাম। তন্দ্রা ভংগের পর আমরা উভয়ের হাতে রিয়াল পেতাম। এরূপ ঘটনা অনেক দিন হয়েছে। কিন্তু সব সময় তাই বদরপুরীর রিয়ালের সংখ্যা আমার চেয়ে বেশী হত। এতে প্রমাণ হয় তাই বদরপুরীর ইখলাস ছিল আমার চেয়ে অনেক গুণ বেশী।”

হযরত শায়খে ফুলবাড়ী সব সময় নিজেকে ছোট মনে করতেন। তাঁর কথায় বার্তায় আচার আচরণে কখনও অহংকার ও বড়ত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিনি। প্রকৃত কথা মানুষের অন্তরে যখন ইখলাস নামক গুণ পয়দা হয়ে যায় তখন নিজেকে একদম হয়ে মনে করে। কিন্তু আল্লাহ পাক এমন ব্যক্তিকেই তাঁর দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কবুল করেন।

জ্ঞান পিপাসু এক হৃদয়

হযরত শায়খ সব সময় গীবত শেকায়েত থেকে পরহেয করতেন। তাঁর সান্নিধ্যে বসলে কেবল ইলমী আলোচনাই শুনা যেত। ছাত্রদেরকে তিনি নাহর কায়দা কানুনের আলোকে আরবী বাক্যের তারকীব ও ছরফী ছিগা জিজ্ঞাসা করতেন। অনেক সময় আমার কাছে কোন মাসআলা পেশ করে বলতেন এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি। দেখা যেত অনেক মাসায়েল সম্পর্কে তিনি নিজেই অবগত আছেন, কিন্তু এরপরও এ সম্পর্কে আলোচনা করতেছেন। আর তা কেবল ইলমের ভিত সুদৃঢ় করার জন্য। তাঁর হৃদয় ছিল সর্বদা জ্ঞান পিপাসু। এমন জ্ঞান সাধকের আদর্শই হতে পারে আমাদের জন্য প্রবল উদ্দীপক ও প্রেরণা দায়ক। আমাদের জীবনে হযরত শায়খে ফুলবাড়ীর মত পূর্বসূরী বুয়ুর্গানের মহান আদর্শ ও চরিত্রের বাস্তব চর্চা ও অনুশীলন একান্ত আবশ্যিক।

লেখক, হযরতের অন্যতম খলীফা
মুহাদ্দিস-জামেয়া ক্বাসিমুল উলুম দরগাহে
হযরত শাহ জালাল (রহ.) সিলেট।

খোদা প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও মেধাময় এক ব্যক্তিত্বের কথা

আলহাজ্ব শেখ সাজ্জাদুর রহমান

মওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) ছিলেন দেশ বিখ্যাত একজন প্রজ্ঞাবান আলেম। তাঁর চিন্তা চেতনা, মেধা মনন ছিল কোরআনের নুরে উদ্ভাসিত। শয়নে, জাগরনে, সুস্থতায় এমনকি রোগ পীড়ায় আক্রান্ত হলেও তিনি কোরআন হাদিসের মর্ম হৃদয়ঙ্গমে গভীর মনোনিবেশ থাকতেন। হযরতের সান্নিধ্যে বসলে অনেক জটিল মাসআলা সহজে বোঝা যেত। অনেক অজানা সুখকর তথ্য ও গুনা যেত। উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনা অত্র নিবন্ধে উল্লেখ করছি। আশির দশকে একবার শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বারবার বেহুশ হয়ে যেতেন। একবার বেহুশ হয়ে দীর্ঘ সময় ছিলেন শয্যাশায়ী। আমরা গভীর চিন্তায় পড়ে যাই। এমনি এক মুহুর্তে হঠাৎ তিনি দীর্ঘ সময়ের মুদিত চোখ খোলে মুচকি হাসি দিলেন। আমরা বিস্ময়ে হতবাক। আমি বললাম আক্বা আপনাকে নিয়ে আমরা সবাই অস্থির কিন্তু আপনি হাসতেছেন এর কারণ কি? হযরত তখন মুখ খোলে বলেন “আমি চিন্তা করতেছি হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ভ্রাতামন্ডলি যখন তাকে কূপে ফেলে তাদের বাবা হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর নিকট আসলেন, তখন ইউসুফ (আঃ) এর রক্তমাখা কাপড় দেখিয়ে তারা তাদের বাবাকে বললেন, ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। এই বুর্বখরা কি এটা বুঝতে চেষ্টা করল না যে, ইয়াকুব (আঃ) অবশ্যই চিন্তা করবেন, তার ছেলেটিকে বাঘ কি কাপড় খোলে খেয়েছে”। হযরতের বিবৃত কথা শুনে আমি মনে মনে বললাম সুবহানাল্লাহ আমরা কোথায় আর তিনি কোথায় আছেন।

জান্নাতী মানুষ হবেন সহজ সরল মনের

শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) এর হৃদয় ছিল সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত, কুটিলতাহীন। আমার প্রতি হযরতের কি পরিমাণ মহব্বত ছিল তা ভাষায় বর্ণনাভীত। কিন্তু একদিন এর ব্যতিক্রম হয়ে গেল। আমি বাড়িতে গিয়ে তাঁর সাথে মুলাকাত করলাম, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু তিনি আমার কথার জবাব দেননি। আমাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করেননি। আমি গভীর চিন্তায় পড়ে গেলাম। সাহস করে বলে ফেললাম। আক্বা আপনি কি আমার উপর নারজ হয়ে আছেন? সাথে সাথে অত্যন্ত ক্রোধে বললেনে অবশ্যই আমি তোমার উপর নারাজ। তুমি আমার ব্যাপারে এরকম বাজে মন্তব্য করেছ। আমি বললাম আক্বা আমি এরকম মন্তব্য কিভাবে করব? যে আপনাকে এ সংবাদ দিয়েছে সে মিথ্যা বলেছে। আমার কথাটি শুনে বললেন তুমি কি এমন কথা বলনি? আমি বললাম জিন্দা। এই সময় সমস্ত রাগ যেন বাতাসে মিশে গেল। অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বললেন আমি তো গোমরাহ হয়ে গিয়েছিলাম। এর পর দীর্ঘ সময় আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে থাকেন। হাদিসের ভাষ্য মতে জান্নাতী মানুষ হবেন অত্যন্ত সহজ সরল অরূপট হৃদয়ের। শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) এর বাস্তব প্রমাণ।

লেখক, হযরতের বড় জামাতা

হযরত শায়খের বংশীয় ও পারিবারিক ঐতিহ্য

এস এম হাসান

হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (রাহ.) এর সিলেটে আগমনের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে অন্যদিকে তাঁর পদাংক অনুকরণে মধ্য ভারত হতে আরো অনেক মুজাহিদ ও দরবেশদের আগমন ঘটে। হযরত মীর হাজারা (রা:) তাঁদের অন্যতম। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর তাইয়ার (রা.) এর বংশধর। জাফর তাইয়ার (রা:) হলেন-ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা:) এর সহোদর ভ্রাতা। মীর হাজারার পূর্ব পুরুষ হযরত শাহ জুরওয়ার কুরেশী (রাহ.) আফগানিস্তান ও পশ্চিম ভারতের কোথাও ইসলাম প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। হযরত মীর হাজারা (রা:) গৌরের শাসনকর্তা বা আমিলের মেয়েকে বিবাহ করেন। ইসলামের প্রচার প্রসারে আমিলের সাথে তাঁর এই আত্মীয়তা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সময়ে বংশ বৃদ্ধি পেয়ে তাঁরই তিনজন আওলাদ গ্রামের তিন দিকে ছড়িয়ে পড়েন। বর্তমান চৌধুরী সাহেবান তাদেরই বংশধর। গ্রামের পশ্চিমাংশে ইউসুফ খাঁ, পূর্বাংশে আব্দুল্লাহ খাঁ ও উত্তরাংশে আহমদ খাঁর বংশধর। শায়খে ফুলবাড়ীর পিতা রেজওয়ানুদ্দীন চৌধুরী মীর হাজারার অধঃস্থন ৬ষ্ঠ পুরুষের ৩য় ছেলে আহমদ খাঁর বংশধর। শায়খে ফুলবাড়ী হলেন মীর হাজারার অধঃস্থন পঞ্চদশতম পুরুষ। মীর হাজারা থেকে বংশ তালিকা এখানে উল্লেখ করা গেল।

- (১) হযরত মীর হাজারা (রাহ.)
- (২) বলিওর হাজারা
- (৩) কলন্দর হাজারা
- (৪) দুয়া খাঁ
- (৫) মুমিন খাঁ
- (৬) করিম খাঁ
- (৭) আহমদ খাঁ
- (৮) মুহাম্মদ দানিছ
- (৯) তাহির মুহাম্মদ
- (১০) মুহাম্মদ জমা
- (১১) মো: নাজিম

(১২) মো: আব্দুল লতিফ

(১৩) হায়দার আলী

↓ (১৪) রেজওয়ানুদ্দীন চৌধুরী ↓

আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী নুমানুদ্দীন চৌধুরী
হাম্মাদ আহমদ চৌধুরী তৈফুর হুসেন চৌধুরী
হাসসান আহমদ চৌধুরী
হাক্কান আহমদ চৌধুরী (কাওছার)

(ডাঃ আব্দুর রহিম চৌধুরী প্রণিত 'নসবনামা' (ফুলবাড়ী) অনুসরণে)

শায়খে ফুলবাড়ীর বড় ভাই মরহুম নুমানুদ্দীন চৌধুরী। তাঁর পৌত্ররা হলেন মাহফুযুল হক চৌধুরী, মুজিবুল হক চৌধুরী, হুসবান আহমদ চৌধুরী। সবাই-ই বিভিন্ন উপায়ে ইসলাম ও সমাজের সেবায় নিয়োজিত আছেন। শায়খের অপর ভাই মইনুদ্দীন চৌধুরী শৈশবে ইন্তেকাল করেন। ভাই বোনের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠ। তাঁর তিন বোন হলেন যথাক্রমে-

- (১) নযীরুন্নেছা চৌধুরী, স্বামী- মৌলভী মুহাম্মদ আহমদ চৌধুরী বড়পীর সাহেব (র:)।
- (২) কুলছুম বিবি চৌধুরী, স্বামী-ময়না মিয়া চৌধুরী, এগারহুতি করিমগঞ্জ।
- (৩) আয়শা বিবি চৌধুরী, স্বামী- ডি, এস, পি মজহার আলী চৌধুরী মিরবক্সটুলা, সিলেট।

হযরত শায়খের মাতা খয়রুন্নেছা (ছবি বিবি) অত্যন্ত পরহেযগার এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন। তাই মানুষ তাঁকে ছবি বিবি ডাকত। হযরত জাফর তাইয়ার (রা:) এর এই বংশধরদের মধ্যে যুগে যুগে অনেক পীর দরবেশদের জন্ম হয়েছে। বংশীয় সূত্রে যারা হযরত জাফর (রা:) এর অনুপম বৈশিষ্টের বাহক ছিলেন। ফুলবাড়ীর শাহ আব্দুল ওহাব চৌধুরী (র:) অত্যন্ত উচুমাপের একজন দরবেশ ছিলেন। পীর হযরত শাহ সিতালং (র:) হলেন তাঁর খলীফা। তাঁর দুই দৌহিত্র মৌলভী শাহ মুহাম্মদ চৌধুরী (র:) বড়পীর সাহেব নামে এবং মৌলভী শাহ মুহিব্বুছ হুমদ চৌধুরী (র:) ছোট পীর সাহেব নামে খ্যাত

ছিলেন। এই সহোদর ভাতাঘর গভীর ইলমে দীন ও মারিফাত এলাহীর অধিকারী ছিলেন।

উল্লেখ্য হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রা:) অত্যন্ত ছবি (দাতা) ছিলেন। এই মহৎ গুণটি যেমন হযরত শায়খে ফুলবাড়ীর মধ্যে ছিল তেমনি তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে ও ছিল। বর্তমানে ও অনেকে এই পূর্ব পৈতৃক বৈশিষ্ট্য বহন করে আছেন। এক্ষেত্রে জনাব মুহিউদ্দীন চৌধুরী সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা রাজনীতি ও সেনা বিভাগের উচ্চতর পদে শায়খের বংশের অনেকই স্ব-গৌরবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর দুই ভাগ্নে জনাব ওজীহ আহমেদ চৌধুরী (অব.) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবং সাবেক বিডিআর মহাপরিচালক এজাজ আহমেদ চৌধুরী (অব.) মেজর জেনারেল অত্যন্ত সুনামের সাথে দীর্ঘ দিন সেনা বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বংশেরই ডাঃ আব্দুর রহিম চৌধুরী সাহেব বাংলাদেশের একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

শায়খে ফুলবাড়ী নিজ সন্তান দিগকে ইসলামী জ্ঞান প্রদান মোস্তাকি ও পরহেযগার বানাতে আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। বড় ছেলে জনাব হান্নাদ আহমদ চৌধুরী। তিনি ফুলবাড়ী মাদ্রাসা এবং সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন। বর্তমানে গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানায় কর্মরত আছেন। তিনি ছয় মেয়ে ও দুই ছেলের জনক। দ্বিতীয় ছেলে হাসসান আহমদ চৌধুরী (বি.এ,এম. এম) ছাত্রজীবন থেকে তিনি ইসলামী রাজনীতি ও লেখালেখির সাথে জড়িত। তিনি ইসলামী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন 'আলো সাহিত্য পরিষদ'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। বর্তমানে বৃটেনস্থ চ্যাষ্টার শাহ জালাল জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব হিসেবে আছেন। তিনি সমাজ সেবা মূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত আছেন।

ছোট ছেলে জনাব কাউছার আহমদ চৌধুরী বর্তমানে বৃটেন প্রবাসী। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। হযরত শায়খের সব পুত্রগণই নিজ সন্তানদিগকে দীনদার ও সুশিক্ষিত বানাতে সর্বদাই সচেষ্ট।

হযরত শায়খের অন্তরে সব সময়ই একটা আকাংখা ছিল যে, তাঁর সন্তানাদির মধ্যে যেন বেশী বেশী হাফিজে কোরআন তৈরী হন। তাই তো তাঁর দৌহিত্রদের মধ্যে অনেকেই পবিত্র কোরআনের হাফিজ হয়েছেন।

হাফিজ সৈয়দ মাহবুবুল হাসান, হাফিজ ফোজায়েল আহমদ চৌধুরী, হাফিজ সৈয়দ মানছুরুল হাসান, হাফিজ সৈয়দ মাহফুজুল হাসান এবং হাফিজ শেখ নওশাদ আহমদ সবাই হিফজ সম্পন্ন করে দ্বিনি শিক্ষা অর্জনে রত আছেন।

হযরতের জামাতাবুন্দ ও অত্যন্ত দীনদার। সবাই-ই হযরতের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁর জামাতা আলহাজ্ব মৌলভী শেখ সাজ্জাদুর রহমান সাহেব বিশ্বনাথস্থ মিরেরচরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁর পিতা আলহাজ্ব মরহুম শেখ আব্দুল লতিফ সাহেব সমাজসেবী এবং হক্কানী উলামায়ে কোরামের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সব সময়ই তাঁর বাড়ীতে উলামায়ে কোরামের আগমন হত।

দ্বিতীয় জামাতা আলহাজ্ব সৈয়দ মোস্তফা আহমদ সাহেব একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব। একজন আদর্শবান ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক হিসেবে তিনি দীর্ঘ দিন জামেয়া আব্বাসিয়া কৌড়িয়া মাদ্রাসা, জামেয়া মতিনিয়া হেতীমগঞ্জ মাদ্রাসা ও সিলেট জামেয়া দারুস সালাম মাদ্রাসায় কর্মরত ছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক পীর হলেন কাইদুল উলামা আব্বাস আলুল করিম শায়খে কৌড়িয়া (র:)। কঠোর রিয়াযত মোজাহাদার পর হযরত শায়খে কৌড়িয়া (র:) তাঁকে খেলাফত প্রদান করেন। তৃতীয় জামাতা মরহুম জনাব নজমুল হক চৌধুরী বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স সিলেটের নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলেন। কর্ম জীবনে নজমুল হক চৌধুরী অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সৎ এবং কর্মঠ হিসেবে খ্যাত ছিলেন। গভীর ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী হযরত শায়খে ফুলবাড়ীর এই জামাতা গত ১০ই মার্চ ১৯৯৯ ইংরেজী রাত ২টার সময় ইন্তেকাল করেন।

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করার মত। হযরত শায়খ যেমন একজন প্রাজ্ঞ আলেম ছিলেন, তদ্রূপ একজন বিচক্ষণ জনক ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিটি সন্তানের জন্মের সাথে সাথে একটি সুন্দর নাম নির্ধারণ করতেন। অতঃপর স্বীয় ডায়েরীতে খুব স্পষ্ট অক্ষরে জন্মের সন, মাস, দিন এবং সময়ের প্রহর লিখে রাখতেন। অনেকই শৈশবে ইন্তেকাল করেন। তাদের ইন্তেকালের সময়ও ডায়েরীতে লিখে রাখতেন।

‘ফুলবাড়ী ছাব’ হযরত মাওঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী (রঃ)

মোঃ আব্দুল করিম

যুগে যুগে কিছু সংখ্যক মুসলিম মনীষী দেশ, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কার আন্দোলনে নিজেকে বিলিয়ে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন। আমাদের সমাজ জীবনে গুণীজনের প্রকৃত মূল্যায়নে গাফলতি ও অবহেলার কারণে আমরা বহু যুগ সচেতন ও সংস্কার আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ মনীষীগণকে জানার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

একটি সুপ্রাচীন শিক্ষা সংস্কৃতি ও ইতিহাস ঐতিহ্যের লীলাভূমি বাংলার গৌরব পল্লী গ্রাম ‘ফুলবাড়ী’। অনেক প্রাচীন কাল থেকেই এতদঞ্চল ছিল অগণিত ওলী আউলিয়া, সুফী সাধক ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ মনীষীগণের বিচরণ ভূমি, তাদের কদমের ছোয়া লেগে ধন্য হয়েছে এদেশের মাটি।

এ গ্রামেই একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন আমাদের বর্তমান আলোচিত মনীষী শায়খুল মাশায়েখ ওলীয়ে কামিল আল্লামা হযরত মাওঃ শেখ আব্দুল মতিন চৌধুরী (রঃ) যাকে ‘ফুলবাড়ীর ছাব’ নামে সারা দেশের মানুষ ডাকত। ফুলবাড়ীর ছাব ছিলেন ভারত উপমহাদেশের মুহাক্কেক আলেম ও ওলীগণের অন্যতম। তাঁর অনেক কারামত বা অলৌকিক ঘটনার বিবরণ লোকদের মুখে এখনও শুনা যায়। তাঁর ইমানী চেতনা ন্যায়ের প্রতি দৃঢ়তা সাহসীকতা, খোদা ভীরুতা এবং বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের চিত্র এখনও চোখের সামনে ভেসে আছে।

হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রঃ) আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে ও উন্নীত ছিলেন। একদিন আমি নিজ চোখে যা দেখলাম। পবিত্র রমজান মাসের ২৯ তারিখ রাত্রি। তাঁর বাড়ির মসজিদে খতম তারাবিহ শেষ করে কিছুক্ষণ যিকির ও দরুদ পড়ে দোয়া আরম্ভ করেন। সেই দোয়াতে তার পরিবারের সকল সহ উপস্থিত ছিলেন হাফিজ মাওঃ আব্দুস সালাম সাহেব বর্তমান প্রিন্সিপাল জামেয়া মতিনিয়া মাদ্রাসা হেতিমগঞ্জ সিলেট, আরও গ্রামের কিছু সংখ্যক লোক। অনেক লম্বা দোয়া করলেন এবং শেষে এক পর্যায়ে আল্লাহর মহব্বতে এমন মশগুল হয়েছিলেন যে, আমাদের বলতে ছিলেন আমি আর কি দোয়া করব তখন আমরা বলতাম ছাব আমার রোগ মুক্তির জন্য দুয়া করুন তখন অনেকক্ষণ রোগ মুক্তির দোয়া করলেন। আবার বললেন এখন কি দুয়া করব তখন আমরা যে দোয়া করার জন্য বলছি সে দোয়া করছেন এভাবে অনেক দোয়া করলেন। এক সময় কোরানের আয়াত ফারিকুন ফিলজান্নাতি ফারিকুন ফিছছাইর কয়েকবার পড়ে

হঠাৎ বেহুশ হয়ে পড়েছেন। আমরা সবাই মুনাজাত বন্ধ করে তাকে ধরে মাথায় পানি দিলাম। তাঁর বড় ছেলে জনাব হাম্মাদ আহমদ চৌধুরী মেঝে ছেলে জনাব হাছান আহমদ চৌধুরী ছোট ছেলে জনাব কাওছার আহমদ চৌধুরী আমি এবং হাফিজ মঈন উদ্দিন সহ উপস্থিত সকল তাকে ঘিরে বসে পাখা দিয়ে বাতাস করলাম পরে হুস হল। আমরা আর বেশী কিছু না বলে সবাই চলে গেলাম নিজ নিজ ঘরে। পরের দিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'ছাব' গত রাতে আপনি কিভাবে বেহুস হলেন তখন কিছুক্ষণ পর বলেন "হ্যাঁ আমি যখন মুনাজাত করছিলাম এবং কোরাআনের আয়াত ফারিকুন ফিল জান্নাতি ও ফারিকুন ফিছছাইর বলছিলাম তখন আমার সামনে বেহেস্ত ও দুজখ দুনোটো এসেছিল। দুযখের প্রতি আমার ভয় লেগেছিল, কারণ মৃত্যুর পর মানুষ দুই জায়গা থেকে এক জায়গায় যাইবে হয়তো বেহেস্ত নাহয় দুযখ। জানি না আল্লাহ আমাকে কোথায় রাখবেন। সারা রমজান কাটাইলাম ঠিক, তবে গুণাহ মাফ করাইতে পারলাম কিনা। এই ভয়ে হঠাৎ কি হয়েছে আমি জানি না"।

উল্লেখ্য ফুলবাড়ীর ছাব যেমন সুপ্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন তেমনি তাঁর উত্তরসূরী তিন ছেলে জনাব হাম্মাদ আহমদ চৌধুরী, জনাব হাসসান আহমদ চৌধুরী ও জনাব কাওছার আহমদ চৌধুরী সবাই দ্বীনদার। জনাব হাসসান আহমদ চৌধুরী সাহেব প্রসিদ্ধ আলেম হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। ফুলবাড়ী ছাবের মত এমন ত্যাগী হক পন্থী আলেমে দ্বীনের সংগ্রাম সাধনা হোক আমাদের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনের পাথেয়।
আমীন।

লেখক, পরিচালক-তাহফিয়ুল কুরআন মাদ্রাসা
ফুলবাড়ী, গোলাপগঞ্জ

HAZRAT MAULANA ABDUL MATIN CHOWDHURY

(Sheikh-e- Fulbari (R.A))

Mohammad Abdur Rahman Chowdhury

During the 20th Century the number of Muslim Scholars in the sub-continent who dedicated their lives in spreading Islamic Education by establishing Moktab and Madrasah (Islamic Schools) promoting Public welfare, taking part in reforms and Islamic movements, Hazrat Maulana Shek Abdul Matin Chowdhury (R.A) was one of them. He was one of most affectionate pupil of a great Muslim scholar in the sub-continent Hazrat Maulana syad Husain Ahmed Madani (R.A).

Maulana Abdul Matin Chowdhury, Sheik-e- Fulbari (R.A) was born in a Zamindar (Land lord) family in the Sub-district Golapganj, District Sylhet in 1915. He became an Orphan at the age of eight. He was very talented and meritorious boy from his childhood. He was very Islamic minded from his childhood. Once while Maulana Bashir Uddin Ahmed of Fulbari was reading the holy Al-Quran and Hadith in his own home at that time Maulana Abdul Matin Chowdhury sahib arrived there and asked him "Do you understand the meaning of what you are reading?" Maulana Bashir Uddin sahib replied, " if I do not understand then am I just looking at these." Then Maulana Abdul Matin Chowdhury sahib said, "what I am reading will be of benefit in this world, not in the world after. But I want to achieve such an education which will bring peace in the both worlds. Hearing this Maulana Bashir Uddin saheb said, "Then you should better go to a Madrasah". At that time Maulana Abdul Matin Chowdhury sahib said, "When Maulana Madani (R.A) comes to visit again, can you introduce me to him. In the mean time Shaikhul Islam Hazrat Maulana Husain Ahmed Madani came to visit Sylhet. Maulana Bashir Uddin Ahmed spoke to Hazrat Maulana Madani (R.A) with the help of Maulana Abdul Mosobbir of Gouharpur. Madani (R.A) became very glad when he knew his father's

identity and above all his enthusiasm and eagerness for religious education. He took him to his own country.

Some local people then made sarcastic remark for his going to Madrasah. He was offended by these remarks and promised that he wouldn't return to his home unless he became great religious scholar. Like father like son. He proved this by his action/deed. Later on one of the men who criticized him, came to this house one day and said in a sobbing voice, Chaab, We criticized you and mocked at you once. We became highranking Officer no doubt by achieving higher education. But what will happen to us if we become jobless, forget about the next world (akherat). But you are adorned with the resources of both the worlds. Maulana Abdul Matin Choudhury became orphan in his childhood. So his life became gloomy.

Although he was a land owner (Zamindar) still his life filled in sorrows and anxieties. He did not receive any financial help from his home during his study period while living in Dewbond for long nine years. No contact was made with him either. Where as there was plenty of income from his own property. In spite of this adverse situation he continued his study with great devotion. He used to read books sometime under the street light, sometime sitting on the roof. He never lost his patience. He was very determined.

M.A. Matin Chowdhury went to Darul Uloom, Dewbond, which was a centre for the world famous religious institution at the age of 13 in 1928. He became a very affectionate pupil of Hazrat Maulana Madani (R.A) for his firmness, good nature and soft heart. Maulana Hazrat Madani (R.A) allowed him to stay in his own house. He was so affectionate to him that people who used to come to his house thought M.A. Matin to be his own son, Maulana Abdul Matin chowdhury became his disciple. His thirst of knowledge increased gradually. He achieved competency in Hadith, Tafsir, Fiqah, Aqaid and Arabic literature. He completed his title in nine years.

Onec M.A. Matin Chowdhury was invited to an event along with other religious teachers. Everybody was by the Madrassah authority to give their written opinion about the Madrasah. When these were read everybody was surprised to find that his comment was similar to the comment of Madani (R.A). He had a spiritual (Ruhani) relation with the Great scholar Hazrat Madani (R.A).

Maulana Abdul Matin Choudhury was involved in the independence war. At that time he was one of the leaders in the groups and Organisations who took active part in the independence movement to free the Indian Sub-continent from the British. He started his work while it was time for development and prosperity of Independent Pakistan by the instruction of his Pir Madani (R.A).

His continuous effort was preaching and spreading of Islam and for the development of the country. He also continued his effort to make Pakistan an Islamic state working with the leadership of Jamiat-e-Ulma. He took active part in Bangladesh Khelafat movement under the leadership of Hafezzi Hujur. He presided many conference of Khelafat movement. He worked to the end of life to establish Khelafat (Deen of Allah Subhanahu O Ta-ala) in the independent Bangladesh. He was a friend of the orphan, poor and distressed people. Sometime in 1971 during the liberation movement when the Pakistani Army went to Ronokhely of Golapganj, in the district of Sythet. They assembled about 50 people for killing who were all Muslim. Hearing this heart-rending news he went to the spot and stop the souldiers from killing them by talking to them loudly in Urdu language. He explained to them and said, "don't kill them, they are my relatives and they are all Muslims". Those people were saved that day. On another occasion the Pakistani soulders collected seven Hindu people for killing. That time also those people were saved by his earnest efforts. He lived a very simple life. In 1966 when he was visiting Europe to preach Islam at that time Dr. Asof a

renowned doctor invited him to be a resident in Yugoslavia. With his family. But he refused his offer. Although he was very polite still he was very determined. During the period 1966-67 he visited Rome, Istanbul, Bulgaria, Yugoslavia, Germany, Japan, Belgium, England, France, Switzerland, Pakistan, Afghanistan, Saudi Arabia, Iran, Iraq, and also some other countries of Asia with Tablig Jamt. He was a real symbol of "Sunnat-e-nobobi" His nature of worship was of a very high level. He was a great saint. He left behind many Khalifa such as Maulana Abdul Hai, Hazrat Maulana Emdadul Haque, and pupils such as Maulana Allama Nuruddin Gouharpuri Maulana Amin uddin Sheikh Katia and many more. Many of them became real saints and famous Muhaddis. There were many religious scholars of his time namely Maulana Luthfur Rahman (Bornabi) and many more.

He fell ill in the month of January 1990 and died on 19th February 1990 , 22nd Rajab 1411, 7th Falgun 1396 leaving behind many relatives, wife, three sons and four daughters and thousands of disciples. Hearing his death news thousands of people came to see the Hero Mujahid and to pay tribute for the last time. He was buried in the mukam of Mirhazara Grave Yard of Fulbari Purbapara, Sylhet.

Mohammad Abdur Rahman Chowdhury
Community Language Officer
Rochdale Metropolitan Borough Council
Former Lecturer,
Fulbari Aziria Alia Madrasah

হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.)- এর খলিফাবৃন্দ

মাওঃ হাসসান আহমদ চৌধুরী

শাইখে ফুলবাড়ী (র) এর খলিফাগণের নাম এখানে প্রদত্ত হলো। তাঁরা সত্যিকার ভাবে সুন্নতে রাসুল এবং আসহাবে রাসুলের পদাংক অনুসারী। ইসলাম ও তাকিয়্যার ময়দানে মুসলিম সমাজের জন্য তারা প্রত্যেকই এক এক মাইল ফলক।

- (১) ডাক্তার মুর্তাজা চৌধুরী সাহেব (রহ.), গাভুরটেকি, উসমানীনগর, সিলেট।
- (২) শায়খুল হাদিস মাওঃ শরফুদ্দীন সাহেব (রহ.), ভেড়াখাল, বাহুবল, হবীগঞ্জ।
- (৩) মাওঃ নুরুল হক সাহেব (রহ.), ধর্মভল, নাসিরগঞ্জ, কুমিল্লা।
- (৪) মাওঃ নুরুল মোতাকিন সাহেব (রহ.), সাবেক প্রিন্সিপাল ফুলবাড়ী আজিরিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, সিলেট।
- (৫) মাওঃ আব্দুলহাই সাহেব, মুহতামিম জামেয়া মাদানীয়া আব্দুরা মোহাম্মদপুর, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
- (৬) মাওঃ মিহবাহুজ্জামান সাহেব, এখাটুনা, বানিয়াচঙ্গ, হবীগঞ্জ।
- (৭) হাজী আমতার আলী সাহেব (রহ.), লাওতলা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।
- (৮) শায়খুল হাদীস মাওঃ ইমদাদুল হক হবিগঞ্জী, সিহাহ সিহাহ সম্পাদনা পরিষদ সদস্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
- (৯) মাওঃ মকবুল হোছাইন আজগরি সাহেব, শায়খুল হাদিস, দারুল হাদিস আল মাদানীয়া, সিলেট।
- (১০) মাওঃ আব্দুস সালাম সাহেব, প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল জামেয়া ইসলামীয়া মতিনিয়া হেতীমগঞ্জ, সিলেট।
- (১১) মাওঃ যুবের আহমদ চৌধুরী সাহেব, গাভুরটেকি, উসমানীনগর, সিলেট।
- (১২) মাওঃ সিরাজুদ্দীন আহমদ সাহেব (রহ.), নিশ্চিন্তপুর, মনু, মৌলভীবাজার।
- (১৩) মাওঃ মুফাজ্জল হাসান (চুন্টু মিয়া) সাহেব (রহ.) আমীরখানী, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।
- (১৪) মাওঃ সিরাজুদ্দীন সাহেব, জামেয়া কাসিমুল উলুম দরগা মাদ্রাসা, সিলেট।
- (১৫) মাওঃ আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব, প্রিন্সিপাল, জামেয়া মাদানিয়া মাদ্রাসা বানিয়াগাঁও, মিরপুর বাজার হবিগঞ্জ।
- (১৬) মাওঃ আফতাবুদ্দীন সাহেব (রহ.) মোহাম্মদপুর, রামদা, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
- (১৭) অধ্যাপক আব্দুর রশিদ সরকার, মনসুরিয়া কামিল মাদ্রাসা, কানাইঘাট, সিলেট।
- (১৮) মুফতী আলাউদ্দীন সাহেব (রহ.), মুফতিবাড়ী, দরগা মহল্লাহ, সিলেট।
- (১৯) মাওঃ কুরী ইখলাসুর রহমান সাহেব, সমশেরনগর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
- (২০) মাওঃ আব্দুর রব সাহেব, পুটিজুরি, নবীগঞ্জ, হবীগঞ্জ।
- (২১) মাওলানা সৈয়দ আইনুল হোছাইন সাহেব, মৌজপুর, মাধবপুর, হবীগঞ্জ।
- (২২) মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব, ললিয়ারপুর, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
- (২৩) মাওলানা আরিফুদ্দীন সাহেব (রহ.), পারকুল, বিশ্বনাথ, সিলেট।
- (২৪) মাওঃ আব্দুল ওহাব সাহেব, মুন্ডিখলা, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

- (২৫) হাফিজ মাওঃ হাফিজুর রহমান সাহেব, হাসনাবাদ, বাহুবল, হবীগঞ্জ।
(২৬) মাওলানা গউছুদ্দীন সাহেব, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

শায়েখ ফুলবাড়ী (রহ.) এর কয়েকজন শিষ্যঃ

তার ছাত্র সংখ্যা অসংখ্য। তন্মধ্যে যে কয়েকজন ছাত্র ইলমুল ওয়াহী, সুন্নতে রাসুল তথা দীনের খেদমত করে খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেছেন, তাদের নাম এখানে উল্লেখ করা গেল।

শায়খুল হাদিস আল্লামা নুরুদ্দীন আহমদ গহরপুরী (রহ.)

কুতবে যামান আল্লামা আমিনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া।

খলিফায়ে মাদানী আল্লামা আব্দুল হক শায়খে গাজীনগরী

শায়খুল হাদিস আল্লামা হোসাইন আহমদ বারকোটী

শায়খুল হাদিস আল্লামা ইমদাদুল হক হবিগঞ্জী

শায়খুল হাদিস আল্লামা আব্দুল আযিয দয়ামিরী (রহ.)

“যদি কেহ কোরআন ও হাদিসের অন্তর্নিহিত কানুন ওলিকে বাহ্যিক চিত্রাকারে পরিলক্ষিত ও অবলোকন করিতে চায় তবে সমুদয় ছাহাবার জীবনী আলোচনা করুক। কেননা কোরআন ও হাদিসের সমুদয় মর্ম একমাত্র ছাহাবার মধ্যেই পরিলক্ষিত হইতে পারে এবং যাহারা তাহাদের অনুসরণকারী ও অনুবর্তি। যেমন ছাহাবাকে কোরআন ও হাদিসের মর্ম হইতে পৃথক করিয়া দেখা সম্ভবপর নয় তেমনি কোরআনও হাদিসের মর্মকে ছাহাবা হইতে পৃথক করিয়া দেখা সম্ভবপর নয়।”

আল্লামা শায়খে ফুলবাড়ী রাহ

হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রহঃ)-এর খেলাফত পত্র

আলহাজ শায়খ সৈয়দ মোস্তফা আহমদ

তরিকত শাস্ত্রের আলোকে বলা যায় সালিক (মুরিদ) যখন শায়খ থেকে রিয়াযত মুজাহাদার মাধ্যমে যিকর আযকার আদায় করে নিসবতে বাতিনী হাসিল করে নেবে এবং 'এহছানের' দরজা লাভ করে নেবে তখন উম্মতের হিদায়তের আশায় এবং সিলসিলার ফয়যকে বাকি রাখার উদ্দেশ্যে শায়খ এই সাধনারত ছালিককে খেলাফত প্রদান করেন।

আধ্যাত্মিক জগতের মুকুটহীন সম্রাট শায়খুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) এর তত্ত্বাবধানে কঠোর রেয়াযত মুজাহাদার মাধ্যমে একদিন সেই নিসবতে বাতিনি লাভে ধন্য হয়েছিলেন ফুলবাড়ীর এক সুরভিত পদ্মফুল মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী। গোটা বিশ্বে মাদানী (রঃ) এর ইসলামের ঝাভাবাহী ১৬৭ জন খলীফার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় খলীফা হলেন মাওঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী (রঃ)। রাসূলে পাক (সাঃ) থেকে বায়আত বা পীর মুরিদীর কাজ ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। রাসূলে পাক (সাঃ) থেকে শুরু হওয়া ধারাবাহিকতায় তরীকতের ৪০তম পর্যায়ে আসে হযরত শায়খে ফুলবাড়ীর নাম। ১৩৭৩ হিজরী রমযান মাসের ২৯ তারিখ মাদানী (রহঃ) হযরত ফুলবাড়ীকে এজাযত প্রদান করেন। সেই খেলাফত নামার অবিকল অনুবাদ উল্লেখ করা গেল।

মুহতারামুল মাকাম

আস্‌সালামু আলাইকুম

আমি আপনাকে মুবারকবাদির সাথে সু-সংবাদ প্রদান করছি, গত উনত্রিশ রমযান সকাল বেলা আপনি সহ আরো তিন জনকে হযরত খেলাফতের ঘোষণা প্রদান করেন। যথা সম্ভব আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে কালেমায়ে খায়রের তালকিন ও তাবলীগে নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাবেন। আর কল্যাণময় দোয়ার অবশ্যই ভুলবেননা। ওয়াস্‌সালাম।

আসগর আলী

টাভা, জেলা ফয়যাবাদ

তারিখঃ ২৩/১০/১৩৭৩ হিজরী

আমি উল্লেখিত বিষয়ের তাছদিক (সত্যতা) প্রদান করিতেছি।

ননগে আহলাফ হসাইন আহমদ গাফারুলাহ

বর্তমান অবস্থান

কসবা টাভা, ফয়যাবাদ

তারিখঃ ২৩ শাওয়াল ১৪৭৩ হিজরী

সেই বন্ধুর চিঠিঃ

খেলাফত লাভের পর তাঁর পরম বন্ধু, দেওবন্দ শিক্ষা জীবনের সথিগ, মাদানী জীবনের সাথী মাওলানা আহমদ আলী বদরপুর (রহ.) একটি পত্র প্রদান করেন। যার বঙ্গানুবাদ পত্রস্থ করা হলঃ

তারিখঃ ৯ শাওয়াল ১৩৭৩ হিজরী।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

আমার পরম প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন! স্বপ্নে দেখলাম আপনি ইজায়ত প্রাপ্ত হয়েছেন, অবশ্যই সু-সংবাদ দিয়ে অবহতি করবেন।

আহমদ বদরপুরী

শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) তাঁর ডায়েরীতে সেই বন্ধুর পরিচিতি এভাবে তুলে ধরেছেন। উল্লেখিত পত্র আমার বদরপুরী প্রিয় ভাই, হাফিজ, মুফাচ্ছির, মুহাদ্দীস খলিফা আলহাজ্ব মাওলানা আহমদ বদরপুরীর কাছ থেকে আগত। আমরা মদীনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দেওবন্দ এসে যখন দ্বিতীয়বার হাদীস অধ্যয়ন করি, তখন শায়খুল ইসলাম (রহ.) তাঁর সম্পর্কে এই উক্তি করেছিলেন 'আমার সম্মুখে সে হচ্ছে দেওবন্দের এক অভ্যন্তরীণ পর্বত।

শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) বলতেন যে অন্যের কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছে দোয়া করে, আল্লাহপাক তাঁকে আগে এই কল্যাণ দান করেন। বদরপুরী সাহেব আমার ইজায়ত লাভের জন্য দোয়া করতেন। কিন্তু হযরত মাদানী (রঃ) তাঁকে আগে ইজায়ত দেন এর পর আমাকে দেন।

লেখক, শায়খে কৌড়িয়া (রাহ.)-এর খাস খলীফা

শায়খের কয়েকটি কারামত

মিসবাহ আহমদ চৌধুরী

“ওলীগণের সাথে বেয়াদবির পরিণাম”

খাসদবীর দারুসসালাম মাদ্রাসার মুহাদ্দীস মাওঃ মাহবুবুর রহমান মোবারকপুরী সাহেব বলেন, আমি তখন রানাপিং মাদ্রাসায় লেখাপড়া করছি (১৯৬৫ইং), তখনকার সময় কতিপয় বেদাতী কুচক্রী গোয়ালা বাজারে ওয়াজের মাহফিল বানিয়ে শায়খে ফুলবাড়ী এবং মাড়ুকুনার হাফিজ আব্দুল খালিক সাহেবকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যায়। মাহফিলের মধ্যে জনৈক বক্তা কোরআন ও হাদিসের ভুল ও ভ্রান্ত বিশ্লেষণ পেশ করছিলেন। শায়খে ফুলবাড়ী তার এই ভ্রান্ত বক্তব্য সহ্য করতে পারেননি। তিনি মঞ্চের মধ্যেই প্রতিবাদ করে উঠেন। সুযোগ বুঝে কুচক্রীরা আমাদের উভয় বুয়ুর্গকে নির্যাতন করার চেষ্টা করেছিল। পরে স্থানীয় মুরব্বীয়ান ও পুলিশের মাধ্যমে তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। উক্ত খবর ছড়িয়ে পড়লে উলামায়ে কেরাম ও হযরতের মুরীদান বেশ ব্যথিত হয়েছিলেন। কিন্তু কিছু দিন পরেই যার নেতৃত্বে এই নির্লজ্জ কাজটি সংগঠিত হয়েছিল সিকন্দরপুর নিবাসী সেই ব্যক্তি একদম পাগল হয়ে যায়। অনেক চিকিৎসা করেও সে আর জীবনে সুস্থ হতে পারেনি। প্রকৃত কথা, যারা আল্লাহর ওলীদের সাথে বেআদবী করে তাদের পরিণাম এ রকমই হয়।

“ফুলবাড়ীর ছাহেব এসেছেন”

শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.)এর খলীফা মাওঃ আব্দুস সালাম সাহেব নিম্ন বর্ণিত ঘটনাটি বর্ণনা করেন। ‘দক্ষিণ ছিরামপুর নিবাসী আলহাজ্ব আব্দুর রহিম সাহেব শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.)এর খাছ মুরীদ ছিলেন। ইন্তেকালের আগে তিনি কিছু দিন শয্যাশায়ী ছিলেন। একদিন তিনি বারবার বলতে থাকেন “ফুলবাড়ীর ছাহেব এসেছেন। তাহাকে বসতে দাও তিনি তাওবা कराবেন”। অথচ শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.)তখন সেখানে ছিলেন না। আর এইভাবে শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.)এর কথা বলে এবং তাওবার কথা বারবার উচ্চারণ করে আল্লাহর এই বান্দা পৃথিবী থেকে বিদান নেন’।

“তার নামাযে ছিল অপূর্ব শক্তি”

শায়খে ফুলবাড়ীর খাছ খাদিম ও মুরীদ রণকেলী নিবাসী আলহাজ্ব আব্দুল খালিক সাহেব বলেন শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.)এর নামাযের মধ্যে কি পরিমান রুহানিয়াত ও শক্তি ছিল তা একটি ঘটনা উল্লেখ করলেই উপলব্ধি করা যেতে পারে। বারকোটের হাজী রইছ আলী সাহেবের বাড়ীতে সব সময় লোকজন জ্বীনের অনিষ্টে আক্রান্ত হত। জ্বীন তাড়ানোর জন্য তারা শায়খে ফুলবাড়ীকে নিল। তিনি বাড়ীতে গিয়ে এক কামড়ার মধ্যে নামাযে দাড়িয়ে গেলেন। তিনি যখন নামায পড়তেছিলেন ঠিকই এই সময় দুই জ্বীনটি বিকট আওয়াজ দিয়ে চলে যায়। এরপর থেকে বাড়ীর লোকজন জ্বীনের অনিষ্ট

থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়। শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) বলেন যখন আমি নামাযের মধ্যে এই আয়াত পাঠ করিঃ “অমা লিয়্যালিমিনা মিন আনসার” তখন আয়াতের মর্মের দিকে খেয়াল দেই আর ভাবতে থাকি যারা অন্যায়ভাবে মানুষকে কষ্ট দেয় এরা অবশ্যই জালিম, এদের কোন সাহায্যকারী নেই। তখনই এই জ্বীন চলে যায়।

বুখারী শরীফ খতমের মাহফিলে

শায়খের বিশেষ ভক্ত প্রফেসর এবাদুর রহমান বলেন আশির দশকের একটি ঘটনা। সিলেট শহরের কোন এক বাসায় খতমে বোখারী হয়েছিল। বাড়ীর মালিকের উদ্দেশ্য ছিল একটি বড় গাছ কাটার পর কোন ক্ষতি ছাড়াই যেন এটা মাটিতে পড়ে। অথচ গাছটির চতুর্দিকে ছিল ঘর। গাছের গোড়া কাটার শেষ পর্যায়ে এনে রেখে দিয়েছে শ্রমিকরা। সমূহ ক্ষতি থেকে বাচার জন্য খতমের আশ্রয় নেন তারা।

খতমে বোখারীতে শায়খে কৌড়িয়া সহ সিলেটের প্রখ্যাত মুহাদ্দীসগণ শরীক হয়েছেন। স্বাভাবিক কারণে মাঝে মধ্যে খুশগল্ল দু’একবার করেছেন। তাতে মালিক বেজায় ক্ষুব্ধ। মালিকের আচরণে তার মনোভাব বুঝতে পেরে শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) হযরত শায়খে কৌড়িয়া (রহ.) কে বললেন হুজুর আজকের দোয়া আমি করব।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর কি মহিমা, দোয়া শেষ হওয়ার পর শ্রমিকরা গাছটি কাটা শুরু করে, দেখা যায় গাছটি সুন্দর ভাবে কোন প্রকার ক্ষতি ছাড়াই দু’ঘরের মধ্যস্থান দিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। বাড়ীর মালিক আল্লাহর ওলীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

“খেতমতে খালক”

হযরত মাদানী (রহ.) এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলারামপুরী (রহ.) নিজে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বালাগঞ্জ হাজীপুর মাদ্রাসার বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের পর দিন সকালে একটি বাড়ীতে হযরত লুৎফুর রহমান বর্ণভী (রহ.), হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) ও আমি অবস্থানরত ছিলাম। ইত্যবসরে জনৈক ব্যক্তি তার একটি ছেলেকে নিয়ে আসে। ছেলেটিকে আমাদের সামনে রেখে বলল, আমার এই বাচ্চা সর্বদা অসুস্থ থাকে। জনৈক ভক্তপীরের তাবিজ দিলে সুস্থ হয়ে যায়, শান্ত থাকে। এই কথা শুনে হযরত শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) ছেলেটির গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলেন, এ একটা শয়তান, একটা শয়তান। ভক্তপীরের দেওয়া তাবিজটিও ছিড়ে ফেলেন। তখন ছেলেটি সাথে সাথে সুস্থ হয়ে যায়।

উক্ত ঘটনা হেতিমগঞ্জ মাদ্রাসার সাবেক উস্তাদ মাওলানা শায়খ আব্দুল বাছিত সাহেব বলারামপুরী (রহ.) এর কাছ থেকে বর্ণনা করেন। বর্ণনা কালে মাওঃ শায়খ মুসলেহুদ্দীন মছকাপুরী (রাহ.) উপস্থিত ছিলেন।

তাঁর সান্নিধ্যে আমার কিছুদিনের উপলব্ধি

হাফিজ ফয়সুর রহমান

আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানী এবং অফুরন্ত দয়ায় আজ দীর্ঘ চৌদ্দশত বৎসর পরেও একদল হকের ঝাড়াবাহী উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখীনে এজামের মাধ্যমে ধীনে হকের নমুনা এবং আল্লাহর হাবীবের সুন্নত ও স্মৃতি এখনও দুনিয়ার বুকে বিদ্যমান। তাদের মধ্যে একজন হলেন মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়েখে ফুলবাড়ী। তিনি বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষাগার দারুল উলুম দেওবন্দে শাইখুল ইসলামী মাদানী (রহ.) এর সাহচর্যে ও তত্ত্বাবধানে ইলমে জাহিরিতে কামালাত হাসিল করার পর ইলমে বাতিনীতে যখন কঠোর রিয়াজত ও মুজাহাদার শেষ পর্যায়ে অতিক্রম করেন তখন খীয় মুশীদ তাহাকে ইজাজত ও খেলাফত দান করেন।

শায়খুল ইসলাম (রহ.) এর নেক তাওয়াজ্জুহ

শায়েখে ফুলবাড়ী (রহ.) যেভাবে শায়খুল ইসলাম মদনী (রহ.) কে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা করতেন ঠিক তদ্রূপ তিনিও হযরত মদনী (রহ.) এর খুব মহব্বতের পাত্র ছিলেন। একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করতেই হয়। বাংলাদেশের সুনামখন্দ শায়খুল হাদিস হযরত মাওঃ শরফুদ্দীন শায়েখে ভেড়াখালী (রহ.) একদিন আমাকে তাঁর খেদমতে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। যাওয়ার পর আমাকে বললেন আপনাকে খবর দিয়েছি আমি ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে আছি আপনি একটু ঝাড়ফুক করবেন। আমি আশ্চর্যবোধ করলাম বললাম হযরত! আপনার খেদমতের জন্য আরো অনেক বিশেষ মানুষ আছেন। আমাকে খবর দিলেন কেন? তখন বললেন আপনি আমার পীর শায়েখে ফুলবাড়ীর সাথে সম্পর্ক রাখেন তিনিও আপনাকে মহব্বত করেন। তাই আপনাকেই ডাকলাম, আমি বললাম আপনি হযরত মদনী (রহ.) এর শাগরিদ, শায়েখে ফুলবাড়ী (রহ.) আপনার শায়খ কিভাবে হন? আমার প্রশ্ন শুনে বলেন আমি হযরত মদনী (রহ.) এর শাগরিদ ঠিক, উনার কাছে মুরীদ ও ছিলাম। কিন্তু হযরত মদনী (রহ.) এর শেষ জীবনে যখন তাঁর খেদমতে হাযির হই তখন আমাকে শায়েখে ফুলবাড়ীর নাম ধরে বললেন উনার সাথে সম্পর্ক রাখবে। হযরতের নির্দেশ মোতাবেক আমি শায়েখে ফুলবাড়ী (রহ.) এর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলি।

শায়েখে ভেড়াখালীর উক্ত ব্যক্তব্য ধারা বুঝা যায় মদনী (রহ.) এর অন্তরে তাঁর মকাম কত উচ্চ পর্যায়ের ছিল। শায়েখে ভেড়াখালীর মত প্রাজ্ঞ আলিম তাঁর খলীফা। তাঁর মত আরও অনেক যুগের মুজাহিদ, ফকীহ ও শায়খুল হাদিস হযরতের সান্নিধ্যে এসে ইজাজত ও খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে মুসলমানদের আত্ম তজ্জির খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন এবং বর্তমানে ও আছেন।

রমজানে শরীফে তাঁর রিয়াজত মুজাহাদা

রমজান শরীফের জন্য তাঁর অন্তর অধীর আগ্রহে অপেক্ষামান থাকত। বৃদ্ধ বয়সেও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তারাবীর নামাজ ও তাহাজ্জুদের নামাযে দাড়িয়ে থাকতেন। খুব বেশী ফিকির আয়কার ও আল্লাহ পাকের দরবারে আহজারীতে মগ্ন হয়ে যেতেন। নিজের চোখে দেখা রমজান মাসের অনেক সময় সারা রাত নফল নামাযের মাধ্যমে কাটিয়ে দিতেন।

কুরআন শরীফের মর্ম হৃদয়ঙ্গম

ফুলবাড়ী বড় মোকাম জামে মসজিদে আমি তারাবির নামায পড়াইতেছি। এমন সময় যখন সূরায়ে মুজাদালার শেষে আসলাম তখন মুফলিহুন না বলে আমি বললাম কাফীরুন। তখন শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) হ করে একটি আওয়াজ দিলেন। হযরতের পাশে ছিলেন মাওঃ মুফাযযল আলী সিকন্দরপুরী (রহ.), তিনি লোকমা দিলেন। তখন আমি লোকম মোতাবেক তেলাওয়াত করে রুকুর মধ্যে যাই। নামায শেষে সিকন্দপুরী (রহ.) শায়খে ফুলবাড়ীকে বলেন- আপনার নামায ফাছেদ হয়ে গেছে। কারণ আপনি একটি শব্দ উচ্চরণ করে ফেলেছেন যা নামায বিনষ্টকারী। এই কথা শুনে শায়খে ফুলবাড়ী বলেন “আপনি ঠিক মুহাদ্দীছ, ঠিক মুহাদ্দীছ।” এরপর বলেন আপনারা কি আমাকে এখন ও দু'রাকাত নামায আদায়ের সুযোগ দিবেন? সিকন্দপুরীসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম বলেন ঠিক আছে আপনি পড়ে নিন। হযরত দু'রাকাত নামায আদায় করে দাড়িয়ে মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে বলেন, “দেখ আমাদের মধ্যে কত ঐক্য। সিকন্দরপুরী সাহেব আমার ভুল ধরেছেন, আমি মেনে নিয়েছি। আবার আমি নামায আদায়ের অনুমতি চেয়েছি, আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে এরকম কিছু ঘটলে এতক্ষণে বিবাদ দেখা দিত”।

উক্ত ঘটনা দ্বারা উপলব্ধি করা যায় তিনি কিভাবে কোরআন শরীফের মর্ম বুঝে নামায আদায় করতেন।

শেষ জীবনে তাঁর মকবুল দোয়া

জীবনের শেষ সময়ে দোয়া মোনাজাতের মধ্যে একদম ডুবে যেতেন। যে বিষয় নিয়ে দোয়া করতেন এই বিষয়টি বারবার বলতে থাকতেন। যখন বিমারীর জন্য দোয়া শুরু করতেন তখন কেবল বলতেন আল্লাহ বিমারীকে শিফা দাও, আল্লাহ বিমারীকে শিফা দাও, এভাবে অনবরত বলতে থাকতেন। তখন আমি স্মরণ করে দিতাম হযুর হাজতমন্দের জন্য দোয়া করুন। তখন বিরামহীন ভাবে হাজতমন্দের জন্য দোয়া করতেন। যেমন তিনি আল্লাহকে দেখছেন আর তাঁর দরবারে ফরিয়াদ করছেন। মাঝে মধ্যে দোয়া খুবই দীর্ঘ হত। আমি দোয়ার মধ্যেই বলতাম হজুর এখন দোয়া খতম করে নিলে ভাল হয়। তখন দোয়া শেষ করতেন।

তার হাতের লেখা একটি পত্রের মূল্য

৭২ সালে শায়খে ফুলবাড়ী (রহঃ) দীর্ঘদিন কারাবদ্ধ ছিলেন। সেই সময় আমাদের অনেক বুজুর্গানে দ্বীন কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ ছিলেন। হযরত শায়খে কৌড়িয়া (রহঃ) এবং শায়খে গহরপুরীর মত উলামায়ে হক্কানীর একাগ্রচিহ্ন রিয়াযত মুজাহাদা এবং হৃদয়গ্রাহী দোয়া ও যিকির আযকারে জেলের ভিতর খানকায় পরিণত হয়েছিল। সেই দুঃসময়ে ব্যথিত হৃদয়ে শায়খে ফুলবাড়ীর সাথে সাক্ষাৎ করতাম। একদিন একটি লিখিত পত্র দিয়ে বললেন তাহিরপুরের অমুকের কাছে চিঠিটি পৌছে দিবে। আমি ঠিকানা মোতাবেক যখন সুনামগঞ্জের সীমানায় পদার্পণ করি, তখনই জনৈক মুক্তিযোদ্ধা আমাকে রাজাকার সন্দেহ করে গ্রেফতার করে তার বাড়ীতে নিয়ে যায়। দীর্ঘ সময় তার বাড়ীতে বসে থাকার পর জনৈক বৃদ্ধ আমার কাছে এসে নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি সব কিছুর উত্তর দিয় শেষ মুহূর্তে হযরত শায়খের লিখিত পত্র তার হাতে দেই। পত্র পড়েই বৃদ্ধ বলেন “শায়খে ফুলবাড়ী আমীর পীর।” তিনি তার মুক্তিযোদ্ধা পুত্রকে এই পত্র দেখিয়ে বললেন উনাকে সসম্মানে ফিরিয়ে দাও। সাথে সাথে যুবকটি আমাকে ছেড়ে দেয়। কোন রাস্তা দিয়ে বের হওয়া আমার জন্য নিরাপদ হবে সেই দিক নির্দেশনা ও অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত প্রদান করে। আমি নিরাপদে বাড়ীতে ফিরে আসি। হযরত শায়খের কলমের কালি আমার জন্য আবে হায়াতে পরিণত হয়।

একটি মূল্যবান নসীহত

শায়খে ফুলবাড়ী (রহঃ) যখন একদম বার্ধক্যে উপনিত হয়ে গেলেন সেই সময় একদিন বললাম হযর! আপনার পরে আমরা যারা আপনার মুরীদান তারা কোন বুয়ুর্গের সাথে সম্পর্ক রাখব? তখন বললেন আমার মুরীদ মুতাআল্লিকের জন্য দুটি রাস্তা রয়েছে। যে কোন রাস্তা অবলম্বন করলেই হবে। (১) হযরত শায়খে কৌড়িয়া অথবা হযরত শায়খে গহরপুরী ছাড়াবের কাছে মুরীদ হবে। (২) তাবলীগ জামাতে শরীক হয়ে আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগাবে।

খাতেমা বিলখায়রের জন্য দোয়া

শায়খে ফুলবাড়ী (রহঃ) সব সময় খাতেমা বিল খায়রের জন্য দোয়া করতেন। তাঁর কোন দোয়ায় খাতেমা বিল খায়ের কথাটি বাদ পড়তনা। ইস্তেকালের কিছুদিন পর হযরতের মেয়ে রায়হানা খাতুন স্বপ্নে দেখেন শায়খে ফুলবাড়ী (রহঃ) গাড়ী দিয়ে বাড়ীতে এসেছেন। উনার সাথে খুবই সুন্দরী কয়েকজন রমনী এসেছেন। গাড়ী থেকে নেমেই উনাকে বলেন তুই সব সময় এই দোয়া করবে যার ভাবার্থ হল “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে খাতেমা বিল খায়ের প্রার্থনা করিতেছি।” এই দোয়া বলার পর তিনি বিদায় নিয়ে চলে যান। সাথে আগত রমনীরা হাত উঠিয়ে তাকে অভিবাদন জানান। এরপর স্বপ্ন ভেঙে যায়।

লেখকঃ হযরত শায়খের খাছ খাদিম, সাবেক পেশ ইমাম,
ফুলবাড়ী বড় মোকাম জামে মসজিদ।

উলুমে নবভীর উজ্জ্বল নক্ষত্র
আল্লামা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.)
মাওলানা শাহ মাস্তুর রশীদ

আজাদী আন্দোলনের বীর সেনানী, শায়খুল আরব ওয়াল আজম, কুতবুল আলম শায়খুল ইসলাম আল্লামা সায্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এর জালীলুকদর খলিফা ও শাগরেদ, প্রখ্যাত বুজুর্গ, ন্যায়, ইনসাফ ও আদালতের মূর্তপ্রতীক, ফেরেকে বাতেলার বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ, খ্যাতিমান আলেম ও কামেল পীর আল্লামা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন প্রায় দেড় দশক পূর্বে। উলুমে নবভীর এই উজ্জ্বল নক্ষত্র শুধু একজন আলেম বা পীর হিসেবে মশহুর ছিলেননা। তিনি ছিলেন একজন হাদীস বিশারদ, নন্দিত ওয়ায়েজ, সমাজ সংস্কারক ও রাজনীতিবিদ। ৮০'র দশকের কথা, যখন বৃহত্তর সিলেটের খ্যাতিমান শ্রেষ্ঠ অলি আওলিয়াদের সফল পদচারণায় তাওহীদের মশাল চতুর্দিকে জ্বলে উঠেছিল দ্বীন ইসলাম সমাজ ও মানবতার কল্যাণের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে কাইদুল উলামা আল্লামা শায়খে কৌড়িয়া, উপমহাদেশের অন্যতম হাদীস বিশারদ আল্লামা নুর উদ্দীন আহমদ গহরপুরী, খতীব জামান আল্লামা হাফেজ আকবর আলী, ওলিকুল সম্রাট আল্লামা লুৎফুর রহমান শায়খে বর্ণভী, প্রবীন রাজনীতিবিদ আল্লামা শায়খ আশরাফ আলী বিশ্বনাথী, খলিফায়ে মাদানী (রহ.) আল্লামা মোহাম্মদ আলী বলরামপুরী, আল্লামা শায়খ সিরাজুল হক চৌধুরী, প্রজ্ঞাবান আলেম আল্লামা আব্দুন নুর ইন্দেশ্বরী, হক ও হক্কনিয়াতের নিশান বর্দার আল্লামা শফিকুল হক আকুনী সহ অগণিত যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম বিন্দি রজনী অতিবাহিত করেছেন উম্মাহর শান্তি ও মুক্তির লক্ষ্যে। যারা জীবনের সিংহভাগ সময় ব্যয় করেছেন ইনসাফ ও ইনসানিয়াতের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে, যারা রাতের দ্বিপ্রহর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত রুনাঙ্গারী করে মহান প্রভুর দরবারে ফরিয়াদ করেছেন মানুষের ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তির জন্য। এ সকল উলমায়ে কেরাম আজ শুধুই স্মৃতি। এদের মধ্যে অন্যতম আমার এ প্রবন্ধের আলোচ্য ব্যক্তি ওলিকুল শিরমণি মরহুম আল্লামা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.)। প্রচার বিমুখ এ ধর্ম প্রচারক বুজুর্গ ইলমে ওয়াহির নূর প্রজ্জলিত করতে বৃহত্তর সিলেট সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর পদচারণা ছিল সরব। তিনি জীবদ্দশায় সুস্থকালীন সময়ে সর্বদা সফররত অবস্থায় কাটাতেন। ভোগ-বিলাস ও দুনিয়া বিমুখ এ মহান বুজুর্গের কর্মময় জীবনে রয়েছে প্রচুর ত্যাগ আর কুরবানী। অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্থ আল্লামা ফুলবাড়ী (রহ.) ছিলেন বাতিল সনাক্তকরণে তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। একজন সমাজ সংস্কারক ও মানবতার বন্ধু হিসেবে তাঁর নিকট ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মত ও পথের মানুষের আশ্রয়স্থল। আমার যতটুকো স্মরণে পরে শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.)-কে আমি দেখেছি শৈশবকালে অত্যন্ত কাছ থেকে। আশির দশকের গোড়ার

দিকে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলাধীন কাণিহাটা পরগনায় হযরতের ছিলেন সহস্রাধিক ভক্ত মুরীদান। বছরে কয়েকবার তিনি ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে এসকল ভক্ত মুরীদানের তালীম, তরবিয়াত ও সবক দানের লক্ষ্যে আমাদের উক্ত অঞ্চলে যাতায়াত করতেন এবং একাধারে কয়েকদিন থাকতেন। তাঁর সাথে আমার মুহতারাম ওয়ালিদ ছাহেব মাওলানা শাহ আব্দুল মুঈদ সাহেবের ছিল রোহানী সম্পর্ক। যখনই তিনি আমাদের অঞ্চলে সফরে আসতেন তখনই হযরতের রাত্রি যাপন হতো আমাদের গরীবালয়ে। আমি দেখেছি হযরত ফুলবাড়ী (রহ.) গতানুগতিকভাবে কোন বক্তা বা ওয়ায়েজ ছিলেননা, তিনি তাঁর বয়ানে মানুষের আমল আখলাক সংশোধনের তাগিদ দিতেন। মহিলাদের পর্দার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। কবর, বেহেশত, দোযখ, পুলসিরাত, হাশর, মিয়ান, ইত্যাদি আখেরাতের সুখ শান্তি আর ভয় ভীতি নিয়ে তিনি শেষ রাত্রিতে অত্যন্ত স্বারগর্ব নসীহত করতেন এবং ফজরের নামাজের পরে শেষ মোনাজাত করতেন। তখন বিভিন্ন বাড়ী, পাড়া, মহল্লা ও গ্রাম থেকে হাজারো মানুষ তাঁর মোনাজাতে শরীক হওয়ার জন্য জমায়েত হতেন। দারুল উলুম দেওবন্দের সূর্য সন্তান আব্বাস শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) দ্বীনে এলাহীর এক অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে হকের দাওয়াত ও বাতিলের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবে কাদিয়ানী, শিয়া, বেদাতি, মওদুদী ফিতনা সহ সকল বাতিল মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপোষহীন। শায়খ (রহ.) এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল শাহ ওয়ালী উল্লাহী দর্শনের বাস্তব নমুনা। আজাদী আন্দোলনের সিপাহ সালার তৎকালীন ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রাটফরম জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি শায়খুল ইসলাম আব্বাস সাহিব হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এর চিন্তাধারার রাজনৈতিক প্রাটফরম জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের একজন সমর্থক কর্মী, শিক্ষাজীবন থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত জমিয়তের একজন মুরুব্বী বা উপদেষ্টার দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমান ঘুণে ধরা জাহেলী সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় হযরত (রহ.) এর রাজনৈতিক চিন্তাধারার বাস্তব ফসল জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা নেহায়েত প্রয়োজন। মহান আব্বাস তাআলা শায়খে ফুলবাড়ী (রহ.) সহ অগণিত আকাবিরে উম্মতের সোনালী স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদের সবাইকে ময়দানে কাজ করার তাওফিক দিন।

রজব চাঁদের বাইশ তারিখে
রায়হানা বেগম চৌধুরী বিনতে শায়খে ফুলবাড়ী (রাহ.)

রজব চাঁদের বাইশ তারিখে নিয়েছেন বিদায়
শায়খে ফুলবাড়ীর মৃত্যু শোকে জিগর ফেটে যায়
লক্ষ লক্ষ ভক্ত কুলকে এতিম বানাইলায়
তুমি আরনি আসিবায় ।

দেড় দুই বৎসর আগ হইতে
লিপ্ত হইলেন বিমারেতে
ধীরে ধীরে বেমার তাঁকে কমজোর ও বানায়
তুমি আরনি আসিবায় ।

রাত্র এগারটায় বিদায় নিলে
খবর পড়ল সারা দেশে
দাফন হইবে বিকেল ৫টায়
তুমি আরনি আসিবায় ।

তোমার মুখের হকের বাণী মন গলানো
কুরআন খানি আরনি শোনাইবায়
বিবি বাচ্চা সব ছাড়িলে আল্লাহর হাওয়ালায়
তুমি আরনি আসিবায়॥

তুমি আছো আজও

প্রভাষক বুশরা আজার

হে প্রিয় শাইখে ফুলবাড়ী আমাদের

মনে হয় তুমি আছো আজও

এই তো অগতি দূরেই

হয় তো খুঁজে পাবো তোমাকে

শ্রেণী কক্ষে লেকচার রত

মাহফিল-সমাবেশে বক্তৃতা রত

মসজিদ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার কাজে

রাজ পথে মিছিলের অগ্রভাগে।

দীনের দাওয়াত নিয়ে ঘুরছো ঘরে ঘরে

দেশ থেকে দেশান্তরে, এশিয়া থেকে ইউরোপে

তাওত, শিরক, কুফুর ও বিদাতের মোকাবেলায়

তাওহীদ ও সূনাতের ঝাড়া নিয়ে সোচ্চার তুমি সর্বত্র।

দুস্ত, দুখি ও বিপথগামী মানুষের কল্যাণে

সারাটি জীবন কাটিয়ে দিয়েছ।

আপন আরাম আয়াশ ছেড়ে।

হে প্রিয় শাইখে ফুলবাড়ী আমাদের

মনে হয় তুমি আছো আজও

আল্লাহর এশকে কাবা শরীফে

নবীজীর মুহাব্বতে মদীনা শরীফে

হে প্রিয় শাইখে ফুলবাড়ী আমাদের

হয় তো একদিন থেমে যেতে পারে

সুরমা, কুশিয়ারা ও মনুর, স্রোত

কিন্তু তোমার কর্মের ধারা ও জাফা

চলতে থাকবে কিয়ামত তক।

হে প্রিয় শাইখে ফুলবাড়ী আমাদের

তুমি শুধু ফুলবাড়ীর ফুল, নয়,

তুমি বাংলার সেরা ফুল।

তোমার সুবাস ছড়িয়ে আছে

বাংলার আকাশ বাতাসময়।

তাই তো তুমি মরেও অমর

হে প্রিয় শাইখুল ইসলাম আব্দুল মতিন চৌধুরী।

লেখিকা, ইতালি প্রবাসী

بیعت

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فيا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. يد الله فوق ايديهم. فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما.

كهو! اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله.

گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی اسکا شریک نہیں اور گواہی دیتا ہو میں کہ ہمارے سردار ہمارے آقا حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر جیسا کہ وہ اپنے ذات میں اور اپنے صفات میں اور اپنے افعال میں اور اپنے اسماء میں اکیلے ہے کوئی اسکا سا جہی نہیں اور شریک نہیں اور ایمان لایا میں کہ حضرت محمد ﷺ اس کے سچے رسول ہیں۔ اور جو کچھ انھوں نے فرمایا وہ سب برحق ہیں۔ اور ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، داخل ہوا میں دین اسلام میں تجھے دل سے۔ بری اور بیزار ہوں میں سب دینوں سے سوائے دین اسلام کے۔

بیعت کی میں نے جناب رسول ﷺ کے ہاتھوں پر بواسطہ ان کے خلفاء کے۔ عہد کرتا ہوں میں کہ شرک نہ کروں گا بدعت نہ کروں گا، چوری نہ کروں گا، زنا نہ کروں گا، کسی کو ناحق قتل نہ کروں گا، کسی پر جہتان نہ باندھوں گا، جہاں تک ہو سکے گا خدا اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا رہوں گا حتیٰ الوسع گناہوں سے بچتا رہوں گا، اور اگر کبھی گناہ ہو گئی تو بھت جلد توبہ کروں گا۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام گناہوں سے اگلے ہوں پچھلے ہوں چھوٹے ہوں بڑے ہوں ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور نہیں جانتا ہوں۔ اے اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے تو سب کچھ سنتا ہے تجھے کچھ چھپا ہوا نہیں تو غفور رحیم ہے اور بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میری توبہ قبول فرما اور میری گناہ بخش دے۔ بیعت کی میں نے عبد المتین کے ہاتھوں پر طریقہ چشتیہ اور صابریہ میں اور نظامیہ میں اور طریقہ قادریہ سھروردیہ اور نقشبندیہ میں۔ اے اللہ میری بیعت قبول فرما اور اس سلسلہ کے بزرگانوں کے طفیل سے خصوصاً قطب عالم شیخ الاسلام شیخ و مرشدی و استاذی حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی کے طفیل سے (رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ بطول حیاتہ) مجھ کو ایمان کامل اور اپنی سچی محبت عطا فرما اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور آخرت میں جناب رسول ﷺ کے ساتھ اور آپ کی شفاعت اور جنت نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین فالآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

حسن ظاہر حسن باطن سے ستودہ کر مجھے
دین احسن پر خدا قربان و شیداکر مجھے
شاہ حسین احمد مدنی ولی کامل
باصفا کے واسطے

کتبہ
محمد عبد المتین غفرلہ ولوالدہ

ترتیب
محمود الحسن

শায়খে ফুলবাড়ী রহ.-এর তাওবার প্রশিক্ষণ.....

আল্লাহ আমি বড় গুনাহ্‌গার, বেগমার গুনাহ্‌ করিয়াছি। আমার গুনাহ্‌ যদি দরিয়ার পানির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে কহম করিয়া বলিতেছি যে, দরিয়ার পানি নাপাক, ছিয়াহ গাফা হইয়া যাইবে। এতবড় গুনাহ্‌গার হওয়া সত্ত্বেও আপনার রহমত এবং দয়া-মায়্যা হইতে কখনও নিরাশ হইব না। কেননা আপনার কালামে পাক দ্বারা নিষেধ করিয়াছেন যে, যতবড় গুনাহ্‌গার হওনা কেন, গুনার কারণে মোটেই নিরাশ হইবেনা। এতবড় মেহেরবানীর কারণে আয় আল্লাহ! আপনার কুল নাই, কিনার নাই রহমত এবং দয়া মায়্যার সমুদ্র সামনে রাখিয়া আমি আমার জীবনের তামাম গুনাহ্‌ হইতে আল্লাহ তাওবা করিতেছি। আল্লাহ বড় গুনাহ্‌ করিয়াছি ছোট গুনাহ্‌ করিয়াছি, জানিয়া করিয়াছি, অজানিয়া করিয়াছি, চুপাইয়া-লুকাইয়া করিয়াছি, খোলাখোলি ভাবে করিয়াছি এবং বেহায়া বেশরম বনিয়া করিয়াছি। যদি আমার এই সমস্ত লুকায়িত গুনাহ্‌ এবং আইবগুলি এই দুনিয়ার মানুষের সামনে যাহির করিয়া দিতেন, তাহা হইলে এই দুনিয়ার মানুষে এইরূপ ঘৃণা করিত যে, ঘরের মধ্যে স্থান দিত না। কুকুরের মত মনে করিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিত। কিন্তু কি গুণের আদায় করিব আয় আল্লাহ! আমার এই সমস্ত বর্জিত করনেওয়ালা গুনাহ্‌ ও আইবগুলি মানুষের দৃষ্টি হইতে এখনও আপনি লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। তাই এক্ষণে অনূনর দিনয়ের সহিত আরজ করিতেছি যে, আয় আল্লাহ! আমার জীবনের তামাম গুনাহ্‌ এখন হইতে ছকরাত পর্যন্ত অর্থাৎ মওত্তের বেহশি পর্যন্ত আল্লাহ যেন লুকাইয়া রাখিয়া দেন।

ইসলামে সত্যিকারের
কেন্দ্রবিন্দু
শায়খে ফুলবাড়ী রহ.

